তারিণী-তত্ত্ব-চিন্তা।

(বিবিধ দর্শন ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি মূলক)

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ।

TARINI-TATTVA-CHINTA

OR

PHILOSOPHICAL REFLECTION.

BY

TARINI PRASAD NEWYOGI.

জগতের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবক্তা, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট
নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব যোগ এবং জ্যোতিষিক
প্রদর্শনকারী, মহামেলা প্রদত্ত শ্রীশ্রীমতী
ভারতেশ্বরীর বৃহৎ জাগতিক
কোষ্ঠীপ্রণেতা, প্রাচীন
তত্ত্বানুসন্ধায়ী যোগ-
জ্যোতিষাদি
তত্ত্ববিদ্

শ্রীতারিণীপ্রসাদ নিয়োগী জ্যোতিষী প্রণীত।

শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

-২ নং বিডনষ্ট্রীট, দেব-যন্ত্রে,

রাজকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

২২ টাকা। *Price Rs. 2.*



BORN SEPTEMBER 1858.

উৎসর্গ পত্র।

আরাধ্যতম

শ্রীযুক্ত পিতৃদেব ভবানীপ্রসাদ গুহ নিয়োগী

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

পিতৃ দেব! আপনি জ্ঞানী বহুদর্শী ও পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, আপনার সহিত যখন যিনি একবার শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, আপনি জীবনের অধি-কাংশ কাল ভ্রমণ সাধন ও দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতীছিলেন তজ্জন্য অনেক স্থানীয় মহাত্মার সহিত আপনার সৌহৃদ্য আছে। আপনি অন্যায় ও প্রলোভনের রাজ্যে এত সতর্ক হইয়া বিষয় সংগ্রামে ভূতকালকে পরাস্ত করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে আপনার বন্ধুগণকে এখনও বিস্মিত হইতে দেখা যায়, আপনি যথার্থ জিতেন্দ্রিয় সাত্তিকপুরুষ, আপনাতে পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ভাগ এত অধিক যে সম্মুখে লক্ষ লক্ষ অর্থ আপনার জন্য প্রস্তুত,আপনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াও ধর্ম্মের জটিল পথে ঋণী হইয়া কালকাটাইয়াছেন। আপনার সাধুতা ও দক্ষতায় গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন উচ্চদৃষ্টি আপনাতে সর্ব্বদাই আকর্ষিত হইত। আপনি অনেক সময়ে সত্যের রাজ্যে অনেক বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একভাবে পূর্ব্বপুরুষদিগের উচ্চবংশীয় কীর্ত্তির যথা-সাধ্য অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ মহারাজা

প্রতাপাদিত্যের গুহ-বংশরূপ সুনির্ম্মল বিস্তৃতাকাশে আপনি যে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ আপনার মহৎ গৌরব আলোকে আলোকিত হইতেছেন, তাহা আমাদিগের এই জন্ম ও দুরাশাশ্রিত অলৌকিক কর্ম্মপ্রয়াসের অভিবন্ধন বিচারেই উপলব্ধি হয়। আপনি শৈশব হইতে আমাকে যে একমাত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, আমি সাধ্যানুসারে সেই দুই অমূল্য বস্তু এখনও হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতেছি। আশা করি আপনার আশীর্ব্বাদে আজীবন তাহারই উন্নতি বিধান চেষ্টায় যত্নবান থাকিব। আপনি, বিপদ ও কষ্ট সাধ্য অনন্ত অপার্থিব কাণ্ডে আমা হইতে যে আশা করিয়াছিলেন, আমি বহুদেশ ও বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহু আয়াশে ও বিপদ সঙ্কুল অবস্থা হইতে তাহার যৎকিঞ্চি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, সেই নিগুঢ় জ্ঞানযোগ সম্বন্ধ বাহিরে কি প্রকাশ করিব, আমার প্রতি সাধারণের যখন যে কার্য্যানুরোধীয় আকর্ষণই তাহা প্রকাশ করিতেছে। আমি সেই প্রকাশ্যের মধ্য হইতে যখন যেরূপ চিন্তা করিতে সাবকাশ পাইয়াছি ও সাধারণকে উপদেশ দিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ এই ক্ষুদ্র "তত্ত্ব-চিন্তা বা অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ" নামে মুদ্রিত হইয়া আপনার চরণে অর্পিত হইল।

আশ্বিন, ১৮১১ শক। প্রণত সেবক

লাউজান। শ্রীতারিণীপ্রসাদ গুহ নিয়োগী।

PREFACE.

This is perhaps the first work of its kind in theBengali language which gives information as to the result of inspiration as well as the working of the brain. It is recommended that those who set aside some of the *Sastras* as unworthy of belief simply because they are difficult to comprehend should read this work carefully. It is not the translation of any particular work; nor does it contain the opinions of any great men. It contains the results of the author's own experiences supported by his reasons. In fact the author has followed irresistably the dictates of the Divine Inspiration working in him when writing out this work.

Corporeal beings are subject to errors; even the *Munies* were not free from them. It is no wonder therefore if the author should have such errors. Starting from a particular text of the *Vedas* to write out a discourse on spiritual subjects guided by one's intuition and judgment, seems certainly like a child's play. Nevertheless there can be no harm in making the attempt. It is by no means safe to ignore the power one might possess by hereditary transmission. By, observing the manifestations of a person's mind, it may to some extent be ascertained what powers his ancestors possessed. At first sight

the attempt seems as hopeless and futile as a child endeavouring to count the waves of the sea standing on the sea-shore. A little reflection and careful reading however will show that it is not altogether fruitless. It is the true spiritual enquirer alone who can concentrate his mind on the attainment of Divine Light. Those who thirst after such light patiently seek it from their very infancy. It is hoped that those who are disgusted with the world and are anxious for true knowledge of the Dispensations of Providence will be considerably profited by reading this work.

The work may be a small one :and the subjects may have been treated summarily : there may be abstruse reasonings : the language may be faulty ; but the essential points have been duly dwelt upon. In it has been pointed out the course to be followed by each man with regard to the attainment of that particular branch of knowledge which is especially suited to his own bodily and mental constitution. If dwelt on at length each branch would form a work by itself. But the author has treated the subjects as briefly as is consistent with a proper understanding of them. The author knows full well that the work, as it is, is not within the easy range of the comprehension of the generality. He has not however swerved from his purpose of treating the subjects in the proper way ; though in so doing he has had to confine himself to the patronage of a very

small section of the Hindu community.

He is not simply what the generality of people take him to be, *viz.*, an Astrologer,. What he really is and in what different lights he is regarded by different men is known only to himself. Those who know him properly are very much divided in their opinion of him. Some worship him, others hate him, while, the rest regard him with indifference. The fact however is that under the existing circumstances the number of men who hate him is the largest. All we can say is what little we know of him has made us happy. A man can acquire unlimited knowledge, the human frame is a little universe, and we can scarcely know how each man is gifted and in what manner God manifests Himself in him. We confess we are not sufficiently qualified to express an opinion on the subject. It is difficult to imagine in how many lives (Janma) the knowledge that a man is seen to possess he has acquired, how he manifests that knowledge and what great things are performed by the aid of it. In the eternal course of the affairs of this world it is impossible to understand the proper age for the attainment of knowledge, the inferences to be drawn from events unknown, and the connection that there is between matter and soul. We cannot foresee the results of our struggles against the Wise Dispensations of Providence. We should therefore be reconciled to our own circumstances after endeavouring to

improve them as much as possible. Let every one try to improve himself as far as he can, subject to the will of God. Let him not run into error by entering into useless discussions. The Divine light is beyond the reach of man: it cannot therefore be attained by him. Man's knowledge extends over social and physical subjects only. Our Astrologer sees by the Light of God and makes his calculations by the help of that Light. These calculations are not based on the influence of the stars. The light of the material stars cannot show us our inner nature which can be seen by the help of Divine Light alone. Each individual's particular knowledge merges in the Divine. That the author's divine Philosophy shall produce an infallible effect we do not doubt. The author's life is full of extraordinary events. We have personally noticed numerous incidents in his life and would fain have published some of them had he not prevented our doing so. We therefore, propose to place before the public from time to time some of the events, that have happened iu his professional career.

The work is divided into 6 parts. The reader will judge for himself how difficult these subjects are, and whether, under the circumstances, they have met with the treatment they deserve, at the hands of the learned author.

W. Rowland-Smith
Fellow of the Theosophical Society,
Calcutta.

ভূমিকা।

এরূপ একাধারে সকল বিষয়ে দৈবলব্ধ জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ ও মস্তিষ্কের উচ্চ ক্ষমতার আহ্বান বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। যে সকল শাস্ত্র দুরূহ বোধে লোকে বুঝিতে না পারিয়া অবিশ্বাস করেন তাহারা এই গ্রন্থ একবার বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এই গ্রন্থ কোন শাস্ত্র বা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ বা কোন মহাত্মার মতানুসরণ করিয়া লিখিত হয় নাই, পূর্ব্বকর্ম্মাধীন আত্ম-গুরুর অভিজ্ঞানানুসারে যখন যাহা যুক্তি সম্মত বোধ হইয়াছে তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

অপ্রতিহত লেখনী-স্রোত সম্মুখস্থ বাধা বিঘ্ন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া ঐশী নির্দ্দিষ্ট আত্ম-শক্তিরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

সংসারে দেহাধীন জীব মাত্রেই যদি ভ্রমাচ্ছন্ন হয় মুনিরাও যদি সময়ে সময়ে

মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গ্রন্থকারও যে কোন কোন বিষয়ে ভ্রমাত্মক নহেন তাহা বলিতে পারি না।

যে মহান্ বেদ-মূল অবলম্বন করিয়া অতবড় শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ জলকণা লইয়া আত্ম-তত্ত্বোৎভাসিত জ্ঞানে আপনি বাল্যখেলায় আনন্দানুভব করা কদাচ মনুষ্য বুদ্ধির অনধিকার চর্চ্চা নহে। কারণ কোন্ ব্যক্তি কোন্ ভাবে কোন্ পূর্ব্বপুরুষীয় শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবে বর্ত্তমান কর্ম্ম-বুদ্ধি ও জ্ঞানানুধাবন করিয়া জন্মান্তরিন্ অবস্থা ঘটিত বিষয়ের ব্যবস্থা হয়।

বালকের সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অনন্ত বিচিমালা গণনার ন্যায় এই গ্রন্থে দুই একটী বিষয় যাহা গণিত হইল সহৃদয় পাঠকের তাহা দেখিয়া নানাপ্রকার ভ্রম-বুদ্ধি আসিতে পারে, কিন্তু উপর্য্যুপরি বার বার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গণনা করিয়া দেখিলে সে ভ্রম দূরীভূত হইতে পারিবে।

প্রকৃত সাধক ডুবারু ভিন্ন অনন্ত তত্ত্ব-

সমুদ্রের অনন্ত রত্ন আশায় কেহ ডুবিয়া থাকিতে পারে না, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও মন অসাধারণ রত্নের প্রার্থী তাহারা শৈশব হইতেই সেই বস্তু লাভের অন্বেষণ করিয়া থাকে। এস্থলে ইহা আশা করা যাইতে পারে, যিনি প্রকৃত রত্ন লাভের জন্য ব্যাকুল, যিনি সংসার সমুদ্রে বিষয়-বড়বায় বিদগ্ধ হইয়া নিরন্তর জ্ঞান ও শান্তিচ্ছায়া অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি একবার এই মহান্ তত্ত্ব-চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে উপকৃত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থকারের গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইতে পারে, বিষয় সংকীর্ণ হইতে পারে, হৃদয়ের স্রোত স্থানে স্থানে ঘোর যুক্তি-আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে পারে, ভাষার বিকৃতাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল ও সারকথা কোথাও ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই। মনুষ্য এই অনিত্য সংসার ধামে জন্মগ্রহণ করিয়া যে দুই চারি দিন যে যে জ্ঞানের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিবার সম্ভব, যে ব্যক্তি যে পথের পথিক তাহার সেই জ্ঞান ও পথ অতি সাবধানে অঙ্গুলি

নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিধিপূর্ব্বক লিখিলে ইহার এক একটী বিষয় এক একটী বৃহৎ গ্রন্থের ন্যায় হইত কিন্তু গ্রন্থকার কেবলমাত্র জ্ঞানীদিগের জন্যই সে বিধি অতিক্রম করিয়াছেন। যদিও তিনি জানিতেন প্রকৃত জ্ঞানী ও সারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এজগতে অতি স্বল্পই আছেন, তাঁহার গ্রন্থও সহস্রের ভিতরে একজন পড়িবে ও একজন মাত্র বুঝিতে পারিবে, তথাপি তিনি সেই প্রকৃতির জন্য আপনি বাহ্যিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াও প্রকৃত ও সার পথ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

বর্ত্তমান সমাজে তাঁহাকে যে সাধারণ লোকে যে ভাবে জানে তিনি প্রকৃত পক্ষে সেভাবে তাঁহাদিগের জন্য নহেন, তিনি যে ভাবে আছেন ও যাঁহাদিগের জন্য যেমতে আছেন, তিনি আত্ম-অভ্যন্তর তাহাতেই পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে পূজা করে, কেহ তাঁহাকে ঘৃণা করে, কেহবা এ উভয়ের মধ্যে কিছুই উচ্যবাচ্য করে না। ফলতঃ বর্ত্তমান দেশ কাল ও পাত্রানুসারে এ সমস্ত

ব্যাপারে বিদ্বেষকারীতাই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার যে গণনা বিষয়ে জগতে পরিচিত, কিন্তু জগতের আভ্যন্তরিন্‌শক্তি ও তিনি তাঁহাকে সে শক্তিবলে শক্তিমান বলেন না। তিনি কি, পৈশাচিক কি দৈবিক? অনেক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা পাওয়া যায় নাই। অনেকে অনেক কথা বলে কিন্তু তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকুন, আমরা তাঁহাকে যে পরিচয়ে যে টুকু বুঝি তাহা জানিয়াই সুখী হই। কেননা মনুষ্য মাত্রেই অসীম জ্ঞানের অধিকারী, মনুষ্য দেহই দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড, কাহার অভ্যন্তর কিসে পরিপূর্ণ, ঈশ্বর কিভাবে কাহাতে বিরাজ করেন, তাঁহার রাজত্ব কোন্ হৃদয়ে কি ভাবে প্রকাশ পায়, তাহার সমালোচনা করা আমার বা তোমার শক্তির অতীত, আমি বা তুমি যে ভাবে আছি, যে ভাবে সংসারে বিচরণ করি, তাহাতে বলিবার ও কহিবার কিছুই নাই। মনুষ্য কতকাল উপার্জ্জন করিয়া কতকাল পরে তাহা প্রকাশ করে, তাহার

বলে কখন কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। বয়ঃক্রম, অনুমান ও সম্বন্ধ-ভাব-জ্ঞান সেই অনন্তকাল-প্রবাহী কর্ম্মজগতে বার বার পরাস্ত পাইয়া থাকে, মনুষ্য দৈব ও পুরুষকার লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে ভাবে এই সংসার-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ জয় পরাজয়ের বশীভূত হইয়া যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনের ফল কেহ বলিতে পারে না। অতএব যে যেমন অদৃষ্টের অধীন চেষ্টা ও যত্ন করিয়া যেরূপ সুখ দুঃখের অধীন আছ তাহাই থাকা কর্ত্তব্য, সকলকেই এক মহাশক্তিময়ী ইচ্ছাধীন-কর্ম্ম-পথে প্রয়াণ করিতে দাও, কিছুরই সমালোচনা করিয়া আপনি ভ্রমে পতিত হইও না! এসংসারে মনুষ্য জ্ঞানের অনিশ্চিত নির্লিপ্ত-পূর্ণ-জ্ঞানাভাসের সমালোচনা হইতে পারে না। মনুষ্যের দৈব-প্রতিভা বাহিক সমালোচনার বিষয় নহে। সমাজের ভালমন্দ, দেহগত বিকারের ভালমন্দ, এই মলীন বিষয়গুলিই সাধারণের বলিবার আয়ত্ত।

গ্রন্থকার জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া পরিচিত

কিন্তু তিনি গ্রহ নক্ষত্রাদির সীমাবিশিষ্ট জ্যোতিঃ লইয়া সে বিদ্যা আলোচনা করেন না। তিনি সামান্য তেজোময় জড়-পদার্থ-জ্যোতিতে মনুষ্যকে ভাল চিনিতে পারেন না, সুতরাং তদ্দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করা হয় না। বাস্তবিক উক্ত নক্ষত্রাদির স্থূল জ্যোতিঃ তোমার আমার স্থূলচক্ষুরই আয়ত্তাধীন, সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সূক্ষ্ম কাল-পুরুষকে তদ্দ্বারা অবগত হওয়া নিতান্তই অসমর্থ, সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে জ্যোতিষী বলিয়া যে সমস্ত গণনাদি কার্য্য করান তাঁহারা স্বকীয় বিশ্বাস জ্যোতিতেই আশানুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য যেরূপ বিজ্ঞান-জ্যোতির অধীন তাহার আলো সেইরূপই প্রকাশ পাইয়া অনন্ত আলোতে মিশ্রিত হয়, এই অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ গ্রন্থকারের সেই বিজ্ঞান-জ্যোতির্জ্ঞানের প্রত্যক্ষফল প্রসব করিবে ইহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি।

গ্রন্থকারের জীবনী অতি অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ, আমরা তাঁহার যৎসামান্য ভূতপূর্ব্ব জীবনের অনেক সময়ে অনেক

কথা শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়া কোন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সে সমস্ত বর্ত্তমানাবস্থায় বৃথা আলোচনা বোধে আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আমরা তাঁহার অদ্ভুত উপাখ্যানের ন্যায় অলৌকিক জীবনী ক্রমশঃ গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টায় আছি।

এই গ্রন্থ প্রধানতঃ ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে অধ্যায়ে যে যে বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে নিম্নে তাহা লিখিত হইল। বিষয় গুলি যে কতদূর গুরুতর চিন্তা-সম্ভূত পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম অধ্যায়ে।—মুক্তি, বিশ্বাস, আত্ম-বিরোধ, ধর্ম্মঘাতকতা, সত্য কি? সমাজের সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব, আভ্যন্তরিক ধর্ম্ম রক্ষা, সূক্ষ্ম ও নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, ঈশ্বরকে কি প্রণালীতে অবগত হওয়া যায়। পুনর্জ্জন্ম ও নির্ব্বাণ মুক্তি, ঈশ্বর জ্ঞান হেতু শাস্ত্রপাঠে অবিধি কেন? মনের দুর্ব্বল শক্তি কি করিলে

বলিষ্ঠ হয়, শরীর ও মনের এক সঙ্গে পূর্ণতা সাধন, আত্মজ্ঞ হইবার চেষ্টা, আধ্যাত্মিক ও বাহ্য প্রচারের ফল, পাপ পুণ্য কি? ইষ্টদেব অর্থাৎ গুরু বলিয়া কাহাকে মানিব? সত্যাসত্য বিচার, শাস্ত্রপ্রচারের সাময়িক উদ্দেশ্য, আত্ম চেষ্টা ও সাময়িক প্রকৃতি-গত বলাবলের শ্রেষ্ঠতা, সকল শাস্ত্রই শাস্ত্র বলিয়া মান্য করা উচিত কি না? আত্ম-জ্ঞানী হওয়া ও আত্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপদেশ, চৈতন্য ও জড়শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মনুষ্য কিরূপাবস্থায় অদৃষ্টাধীন হয়, দেহীর কর্ম্মকর্ত্তা কে? সুখ দুঃখের কারণ কি? মানসিক সঙ্কল্পের অবশ্যম্ভাবী ফল, কালের স্বরূপ, তীর্থ স্থানীয় মহাত্মা মানিবার তাৎপর্য্য, সাকারোপাসনা মানিবার যৌক্তিকতা, অজ্ঞানীর জ্ঞান শিক্ষার নিদর্শন, অবতার জ্ঞান ও সম্প্রদায়িকতা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল হইতে একত্ব স্থাপন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে।—গুরু, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি; হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতদূর সম্মত, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া গুহ্য শাস্ত্রীয় বিষয়

সকল প্রকাশ এবং যোগাদি দুরূহ বিষয় বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত করা কতদূর অন্যায় ও সামাজিক অনিষ্ট কর? পরমহংস ও সিদ্ধ লোক কাহাকে জানিবে? গুরু ও শাস্ত্র বাহিরে কোথায় অন্বেষণ করিবে? প্রকৃত শিষ্য না হইলে প্রকৃত গুরু পাওয়া যায় কি? প্রকৃত ত্যাগী কে হইতে পারে? স্বয়ং সিদ্ধ মনুষ্যের শাস্ত্র-পাঠ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য কেন? পণ্ডিত ও জ্ঞানী কাহাকে বলা যায়? শাস্ত্রপাঠের সুব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারক, ঈশ্বরকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা, প্রাকৃতিক নিয়মে বাল্যবিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে দেহও আত্ম-গত শ্রেষ্ঠত্ব, বহু বিবাহের কর্ত্তব্যতা কোন্ অবস্থায়? বিধবাবিবাহের নির্দ্দোষ যৌক্তিকতা, বেশ্যাদ্বারা স্বতন্ত্র একটী পবিত্র সমাজ কিরূপে রক্ষা হয়? বেশ্যাবৃদ্ধি বর্ত্তমান সমাজের হিত ভিন্ন অহিতকারী নহে, স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী পুরুষ রক্ষণের সাময়িক কর্ত্তব্যতা; ঐক্য ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, বিশ্বাসানুযায়ী বা পুরুষ-পরম্পরা-গত যাবতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্ম্মপ্রলয় ও যুগপ্রলয়, রাজনৈতিক

মীমাংসা, রাজা প্রজায় সদ্ভাব রক্ষা, রাজভক্ত হওয়ার ভবিষ্যৎ ফল, রাজা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধীন তদ্ধেতু সেই প্রকৃতিকে বিপরীত পথগামী না করা, শান্ত ও শান্তি ভাবে রাজ-অনুগ্রহ লাভ, অধর্ম্ম ও স্বার্থান্ধতাই রাজা ও প্রজার বিনাশের মূল, দেশ কাল পাত্র, জিত ও জেতা বিচার পূর্ব্বক রাজনৈতিক আলোচনা, বীর ও বীরত্বের ফল।

তৃতীয়াধ্যায়।—প্রকৃতি-গুণ, শান্তি ও জ্ঞান-রোগ; দৈহিক ও মানসিক অশান্তির কারণ, মনুষ্য-মন কিসে বলবান ও দুর্ব্বল হয়? পরমায়ু বৃদ্ধি ও শোক দুঃখাদি ব্যাধির কারণ কি? বর্ত্তমানে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগ হইবার প্রকৃত কারণ নির্ণয়, বিশেষ বিশেষ আকস্মিক ও প্রাকৃতিক ঘটনার সূক্ষ্ম কারণ, পদার্থ বিশেষে গ্রহনক্ষত্রাদির আকর্ষণ হেতু বিশেষ বিশেষ অশান্তির কারণ, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও জলপ্লাবন, গ্রহদিগের শুভাশুভ ফল প্রদানের অবস্থা, গ্রহ বিশেষের অধিকারে দ্রব্যবিশেষ ধারণ করিবার ফল, যে যে শক্তির অভাবে যে যে শারিরীক ও

মানসিক শক্তি আনা যাইতে পারে, দেহগত স্থূল সূক্ষ্ম আকর্ষণ, স্নানাদি ও বিবিধ বাহ্যিক শান্তির প্রয়োজন কেন? মহাভূতের পরিবর্ত্তন ও তজ্জনিত সংসারের মহাশান্তি ও অশান্তি, জীবের ভাগ্য স্থূল ও সূক্ষ্মের প্রতি নির্ভর ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন, দেহ রক্ষার জন্য দ্বিবিধ শান্তির প্রয়োজন কেন? গ্রহাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ-যোগ প্রত্যেক মহাভূতেও নির্দ্দিষ্ট আছে, একটী মহৎ প্রাকৃতিক বিপ্লবে একজনের অমঙ্গল না হইয়া সমগ্র দেশের অমঙ্গল কেন হয়? পরমায়ু সত্ত্বেও ঝটিকাদি বিপ্লবে মনুষ্যগণ অকাল মৃত্যুর বশীভূত হয় কেন? সহসা কোন দেশের উন্নতি ও সহসা কোন দেশের অধঃপতন হইবার কারণ কি? যে যে গ্রহ ও নক্ষত্র যে যে অসম কারণের বশীভূত হইলে যে যে অবস্থায় পৃথিবীর যে যে অমঙ্গল সাধিত হয়; মহাপ্রাকৃতিক অশান্তির শান্তি কর্ত্তা কে? চৈতন্য-শক্তি ও ভৌতিক-শক্তির বিরোধ বন্ধন যে যে ভূত ও যে যে প্রকৃতির মহাত্মার পক্ষে আয়ত্ত। যে যে ভূত যে যে গুণের অধীন, যে অবস্থায়

যোগীদিগের যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ; যে ভূতের যে প্রকৃতি ও যে কার্য্য সাধনের ক্ষমতা। দেহস্থ স্থূল তত্ত্বাদির দ্বারা মন পরিশুদ্ধির উপায়। জ্ঞান-যোগীরা যেরূপ অবস্থায় সিদ্ধ হইয়াও দেহকে কঠোর ব্রত অবলম্বন করাইতেন। জ্ঞানময় ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। দৈব-কৃপাধীন জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষের লক্ষণ। যথার্থ জ্যোতির্ব্বেত্তা কাহাকে বলা যায়? মনুষ্যের তুচ্ছ জ্ঞানাভিমান কি নাস্তিকতার কারণ? নাস্তিক কে? কিরূপাবস্থায় মনুষ্য আপন জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ?

চতুর্থ-অধ্যায়।—শাস্ত্র ও সূক্ষ্ম কাল-জ্ঞান। তর্ক ও যুক্তির ভ্রমশূন্য মীমাংসা কিসে? আত্মবিরোধেই স্থির আদর্শ স্বরূপ বেদের বিরোধ ও বিবিধ শাস্ত্রের উৎপত্তি। মূল বিষয়ে যিনি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইয়াছেন, মূল বিষয় কি? শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব করা জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য কিনা? যে স্থানে অজ্ঞান সুলভ সংশয় সেই স্থানেই অযথার্থ তর্ক, এ জগতে কি অসম্ভব হইতে পারে? যাহা জানা হইয়াছে

তাহাতেই স্থির হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। যেরূপ জানিলে কিছুই অসত্য হয় না। যাহার যেরূপ প্রয়াস তাহা তাহার জন্মান্তরীন কার্য্যের ফল। মনুষ্যের বর্ত্তমানে স্থির লক্ষ্য করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ জানা যায়। ভূত ভবিষ্যৎ অবস্থা তোমার কি কালের? কালের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের সহিত তোমার স্থূল সূক্ষ্ম কর্ম্মের অভেদ তুলনা। কর্ম্ম ও সময়ের গতির ইতর বিশেষ। জ্ঞান প্রভাবে সূক্ষ্ম কালকে চিনিতে পারিলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণের বিবিধ শাস্ত্রার্থ বচনের নিগুঢ় উদ্দেশ্য। মহর্ষিগণ কেন বিজ্ঞান ও যুক্তি জানিয়াও তাহা দ্বারা শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করেন নাই? ঋষিবাক্য সমস্তই ধর্ম্মার্থ পূর্ণ অবশ্য পালনীয় বিষয় কেন? বর্ত্তমান শিক্ষা-স্রোত তাহার তুলনায় কত প্রভেদ? আমাদের প্রত্যেক ব্যবহারিক শাস্ত্রই বিজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ। তন্ত্র শাস্ত্র দ্বারা বিষয়াশক্ত সাধকগণের সাধনা সম্বন্ধে নিগুঢ় উদ্দেশ্য। তন্ত্র শাস্ত্র কি? তন্ত্রজ্ঞ প্রকৃতি ও পদার্থ কিরূপ? এই প্রকার সাধনায় কোন্ অবস্থায় কোন্‌রূপ পদার্থ

বা মন্ত্রাদির সংশ্রবে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় শক্তি সাধন করা যায়? পুরাণ-শাস্ত্র ও তাহার উদ্দেশ্য। স্মৃতি, ব্যবস্থা, মীমাংসা, দর্শন, ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রের বিস্তৃত নিগূঢ় উদ্দেশ্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের মহাত্ম্য। আর্য্য জাতির শিল্প শাস্ত্র। ধনুর্ব্বেদ। সঙ্গীত শাস্ত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র।

পঞ্চম-অধ্যায়।—অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ, মনুষ্য-দেহে নবগ্রহাদির সূক্ষ্ম আকর্ষণ জনিত ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক ও সাংসারিক সুখ দুঃখাদির অবস্থা, মনুষ্যই কি জড় গ্রহ নক্ষত্রাদির অধীন কি গ্রহাদিই মনুষ্য-শক্তির আয়ত্ব? একমাত্র প্রাণ-শক্তিদ্বারা জড় জগতে মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, অদৃষ্ট কি? কোন্ অবস্থায় অদৃষ্টবাদী হইতে হয়? জড়শক্তি কি কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়াদির উপরেই কার্য্য করে? মনুষ্য যে অবস্থায় গ্রহ-শান্তি করিয়া আপন ইচ্ছাধীন অদৃষ্ট-স্রোত ফিরাইতে সমর্থ হয়, ভবিষ্যৎ যদি নিশ্চয় হইল তবে গ্রহ শান্তি করিয়া ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রতিপাদিত করা যায় একপাবস্থায় জ্যোতিষ

মিশ্রণের ফল। সকলেই নিজ ভাগ্যাদির অবস্থা অভিজ্ঞ। নিজের বিষয় নিজেই গণিয়া বা বিচার করিয়া বলিয়া দিতে পার, সকল কার্য্যেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। জীবন রক্ষার একমাত্র মহৌষধী কি কর্ম্ম ধ্বংশ? যোগসাধন ও কর্ম্মাতীত ঈশ্বরকে লাভ, লোভাদি বিকার রহিত বলিষ্ঠ ও একাগ্র মনের ক্ষমতা। আত্মনির্ভর ও মনস্থৈর্য্যতার মহৎ ফল। মহাত্মা কাহাকে বলা যায় এবং তাঁহারা কোথায় অবস্থিতি করেন? আশক্তি শূন্য হইয়া কি উপায়ে সংসারে অমৃত লাভ করা যাইতে পারে? জ্ঞানবলে ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষাই প্রকৃত পুণ্য উপার্জ্জন। ইতি।

ডব্লিউ, রোলাণ্ড স্মিথ্।

ফেলো অব্‌দি থিওসফিক্যাল সোসাইটী, কলিকাতা।

তারিণী-তত্ত্ব-চিন্তা।

(বিবিধ দর্শন ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক।)

অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ।

প্রথম অধ্যায়।

জ্ঞানোপদেশ।

তুমি যাহাতে আছ তাহাই স্থির মান ও স্থির কর, তাহাতেই মুক্তি।

বিশ্বাসকে মনের চাঞ্চল্যে মিশাইলে ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং বার বার ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল হইবে না।

তোমাতে বিরোধ, তুমি যাঁহাকে চাও তাঁহাতে বিরোধ বা বিকার নাই।

কেহ কাহাকে লইতে বা লওয়াইতে পারে না যে আপনার মত বিশ্বাসে লওয়ায় সে বিশ্বাস ও ধর্ম্মঘাতক।

তুমি ভাল বোঝ, তুমি কর, তুমি লও এবং জন্মকালীন লইয়া আইস, স্বভাবের দ্বারা তাহার পোষণ কর, মৃত্যুকালীন লইয়া যাও ইহাই সত্য।

সমাজ সমাজেই থাকিবে, ধর্ম্ম ধর্ম্মেই থাকিবে, যেমন তোমাতে তুমি আছ,—তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মনকে আনন্দ-চ্যুত ব্যাধি ও পাপগ্রস্ত করিবে না।

পরিবর্ত্তন সমাজের, সমাজ তোমার দেহের, ধর্ম্মোন্নতির নহে; ধর্ম্ম গুপ্ত-ভাবে উপার্জ্জিত হয়, গুপ্তস্থানে সঞ্চিত হয়, গুপ্তস্থানে সঙ্গের সঙ্গী লয় হয়, অতএব বাহিরে সমাজ রক্ষা ও অভ্যন্তরে ধর্ম্মরক্ষা করিবে।

ঈশ্বরকে অনন্ত ও সর্ব্বত্র স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণুব্যাপী জানিয়া তাঁহার পূর্ণতা স্বীকার কর, তাঁহাকে তোমার আত্মাও

মনের সহিত ধারণা কর, যোগ কর, প্রেমকর কিন্তু তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়া, প্রণাম করিয়া, কিছু চাহিয়া, কিছু প্রদান করিয়া কদাচ অপূর্ণতা দেখাইও না, তিনি অব্যক্ত ও অনন্ত, তিনি তোমার সামান্য আব্দারের জন্য অপূর্ণ বা সামান্য স্থূল হইতে পারেন না, ওগুলি তোমার বাল্যাবস্থার প্রবোধ ও শিক্ষার জন্য, উচ্চজ্ঞান সম্মত নহে; তিনি না ডাকিলেও আছেন, না চাহিলেও দিবেন, না দিলেও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।

ঈশ্বর তোমার দেহের বা কর্ম্মের দ্বারা আয়ত্ব নহেন, সুতরাং তাঁহাকে পাপ বা পুন্যের দ্বারা আশা বা নিরাশ গ্রস্ত হইও না, নিষ্কামী, নিরুপাধী ও নির্ব্বাণযুক্ত হইয়া তাঁহাকে জান।

বিবিধ বাসনাধীন কর্ম্মে ও তদনুরূপ আকর্ষণে তোমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, সুতরাং তোমার আত্মার নির্গুণ অর্থাৎ মায়া বর্জ্জিত অবস্থা পাইয়া তৎগত সমাধী না পাইলে তোমার যথার্থ মুক্তি ও জন্ম মৃত্যু-হীনত্ব হইতে পারিবে না।

বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া বা উপদেশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানের আশা করিও না, তাহাতে চাঞ্চল্য ও বিবিধ তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, সকল শাস্ত্র তোমাতে ইত্যাকার জ্ঞান করিয়া একমাত্র পূর্ণশক্তির অস্তিত্ব জ্ঞানে বিভোর থাক; তাহা হইলে তিনি বা তুমি তোমা হইতে সকলের মূল বা সকল জানিতে পারিবে।

তোমার দুর্ব্বল শক্তিকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য দ্বিবোধ, দ্বিরুক্তি বা

দ্বিপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ কর, দেহ-যন্ত্রকে তদনুযায়ী কর্ম্মে, তদাশ্রিত উচ্চ-বৃত্তিগুলিকে স্থায়ী আত্মপ্রসাদে রাখিয়া নিয়োগ কর, কিন্তু তাহাতে মনের সহিত লিপ্ত হইবে না, তাহা হইলে অসত্য মায়া বা মৃত্যুর সহিত অধিক মিশ্র-ভাব।

শরীর ও মন এক সঙ্গে উঠাইয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধ করিবে, তাহা না হইলে একের পতন হইয়া পুনর্ব্বার সে স্থানের অভাব পুরণ করিতে জন্ম লইয়া আসিতে হইবে।

তুমি তোমাকে যতদূর জানিবার ও চিনিবার চেষ্টা করিবে, অপরকে তাহা করিবে না, কারণ তোমার অভ্যন্তরে যাহা নাই,--অপর এ জগতে নাই।

তোমার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল

দ্বারা কিছু প্রচার করিবে না, আধ্যাত্মিক মানসিক প্রচারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যাহাতে শরীর ও মনের কোন প্রকার মালিন্য উপস্থিত হয় তাহাই পাপ, সুতরাং তাহা হইতে বিরত থাকিয়া দেহস্থ নির্লিপ্ত আত্মপুরুষকে কর্ম্মভয় ভীতি হইতে রক্ষা করিবে।

জগতে যাহাকে তোমার মনোহভিষ্ট পুর্ণকারী বলিয়া দেখিয়া বিশ্বাস হইবে, তাহাকেই ইষ্টদেব অর্থাৎ গুরু বলিয়া মানিবে ও তাহারনিকট সদসদ্ উপদেশ লইবে।

জগতে কিছুই অবিশ্বাস বা বিশ্বাস করিয়া,কিছুই অসত্য বা সত্য মনে করিয়া, কিছুই দুঃখের বা সুখের মনে করিয়া মুগ্ধ হইবে না, কারণ এক সত্য হইতে সকলি সত্য ও অসত্য, এক বিশ্বাস হইতে বহু

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, এক সুখ হইতে বহু সুখ ও অসুখ; উহাদিগের সকল-কেই দুই স্থানের মনে করিয়া যাহার যে স্থান উপযুক্ত তাহাকে সেই স্থান প্রদান করিবে, কারণ যে দেহকে তোমার সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে বাস্তবিক সে সত্য নহে, আর যাহাকে তোমার অসত্য বা অবিশ্বাসযুক্ত মনে হইতেছে, তাহা মনের বা ঈশ্বরের সৃষ্টির বাহিরে নহে; ঈশ্বর যখন জড়শক্তির সহিত চৈতন্য শক্তির সমন্বয় করিয়াছেন, তখন দুইই হইতে পারে, হয় না, হইবে না, হইতে পারে না, এমত বলিও না।

দেশকাল পাত্রানুযায়ী শান্তি ও ধর্ম্মে মনস্থির রাখিবার জন্য জ্ঞানী-জন কর্ত্তৃক যে বিধি প্রস্তুত হইয়া থাকে

তাহা তৎকালীন শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত, তদ্দ্বারা তৎকালীন মনুষ্য সমাজকে রক্ষা করিবে, তদ্ব্যতিত অপর শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্যে বিপরীত ফল লাভ হইবে, ও তাহাতে বিবিধ বিপ্লব সমুদ্ভব হইবে; ঐ রূপ মহা বিপ্লবের শেষ শান্তিই পুনর্য্যুগ।

অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেই মূলের বল হ্রাস হইয়া বৃক্ষ পতিত হইয়া থাকে, পুনরায় সেই মূল অর্থাৎ বীজ হইতে তদাশ্রিত ক্ষেত্রে পূর্ব্বের ন্যায় সেই-রূপ সুন্দর বৃক্ষ হয়, সুতরাং তাহাকে বৃদ্ধি হ্রাস বা কোন প্রকার রূপান্তরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না; তাহা করিলে আপনি আপনাকে হারাইবে ও অপ্রতিভ হইবে, কারণ সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মস্তিষ্কের উচ্চ ক্ষমতা হইতেই উৎকৃষ্ট শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, সুতরাং তুমিও চেষ্টাদ্বারা শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়া সকল শাস্ত্র সমালোচনা করিতে পার। যে স্থানে বিশ্বাসানুযায়ী মনের প্রবোধ ও যুক্তি নাই তাহাকে শাস্ত্র বলিয়া মানিবে না।

বাহ্যিক পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার দেহের অনবরত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, দেহ হইতে মনে যাইতেছে, আবার মন হইতে দেহে আসিয়া তোমাকে সুখ দুঃখের অধীন করিতেছে, কিন্তু তোমার স্থির পুরুষ নির্লিপ্ত আত্মার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না তুমি ইহা জানিয়া আত্মজ্ঞানী হও এবং স্থিরমনে আত্মক্ষমতা বৃদ্ধি কর, তাহাহইলে বাহ্য জগতাকর্ষণজনিত পরিবর্ত্তন

আর তোমায় কোন রূপান্তরিত করিতে পারিবে না, তোমার আত্ম পুরুষের যেমন গুণ ও শক্তি তুমিও তাহাই লাভ করিতে পারিবে।

জড়ের আকর্ষণ ও পরিবর্ত্তন জড়-বস্তুতেই হইয়া থাকে, সুতরাং জড়পদার্থপিণ্ড গ্রহ নক্ষত্রের আকর্ষণ তোমার দেহে উপস্থিত হইলে তদুপরি চৈতন্য শক্তি বলে তাহা ধ্বংশ করিয়া তৎসহ দেহ ও মনকে নিশ্চল রাখিবে, কারণ তুমি সূক্ষ্মত জড় নহ ; নতুবা উভয়েরই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া তাহাদিগের গতি পথকে প্রশ্রয় দিতে হইবে ; ইহাকেই মনুষ্যের ন্যায় উচ্চজীবের অদৃষ্টাধীন ফল বলা যায়, বাস্তবিক মনুষ্য বাহ্যিক কোন অদৃষ্টেরই অধীন নহে।

তোমার দেহের কর্ম্ম কর্ম্ম নহে মনে যাহা কর তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম, সুতরাং সেই কর্ম্মের হিতাহিত প্রচার বা লিপ্ততা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম পুরুষকে মুক্ত কর, না করিলে মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখ পাইবে এবং সেই সুখ দুঃখই আবার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের কারণ স্বরূপ হইবে।

তোমার মনের সংকল্প বিকল্প কখন বৃথা যায় না অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সহযোগে কোন বাহ্যিক কিছু করিতে পারিলে না বলিয়া নিরাশ হইবে না,—অবশ্য তাহা এজীবনে বা পর জীবনে সম্প্রাপ্ত হইবে।

কালকে নির্লিপ্ত ও নিশ্চল আত্মার ন্যায় বলিয়া জানিবে, প্রকৃতি ও

বহু ইচ্ছার অভাব-আকর্ষণ-পোষিত মনুষ্যের সাময়িক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কতকগুলি ঐশীশক্তির সহযোগে পৃথিবীতে যাঁহাদিগের জন্ম লাভ হইয়া থাকে তাঁহারাই যুগে যুগে অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন, সুতরাং দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া স্বীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহাদিগের মহাবাক্য ও মহৎ কর্ম্মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। এ জগতে যাঁহারাই মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, কেহই কোন সম্প্রদায় বিশেষের অধীন বা সংলিপ্ত ছিলেন না, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথ্বীর এক উন্নত ভাব ব্যতিত কিছুতেই নির্দ্দিষ্ট ছিলনা, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সাংসারিক মনুষ্য হইতেই তাঁহারা সমাজ বা সম্প্রদায় বিশেষে

নীত হইয়া সংপূজ্য ও তদ্দলভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, নতুবা সকলদেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ঈশ্বর ও জ্ঞানোপদেশ একরূপ হইবার কোনও সম্ভব ছিল না এবং আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ পার্থক্য হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুরু, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি।

হিন্দু ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণের ভ্রম দূরীকরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা মনুষ্যের মনে বিবিধ সন্দেহ ও তর্কভাব উপস্থিত হইতে পারে, সেই সন্দেহ ও তর্কভাব যথার্থ

ধর্ম্ম লাভের অন্তরায়; যেখানে আবহমান পর্য্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি বলে ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মবন্ধন চলিতেছে, সেখানে বিজ্ঞান, দর্শন, উপস্থিত হইলে তাহার শিথিল অবস্থা হইতে পারে। বিশ্বাসীর হৃদয়ের বল বৈজ্ঞানিকের মনের বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কার্য্যকারী, ঋষিগণ বিজ্ঞান জানিয়াও তাহা প্রকাশ দ্বারা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই, কারণ অগ্রে বাহিরের শক্তিদ্বারা মনুষ্য জ্ঞানী হইলে সেই শক্তিতে বিজ্ঞান আপনি উপস্থিত হইতে পারে, যখন স্থূলে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানভাব তখন তাহার মুক্তিভাব, সুতরাং ধর্ম্মের শৈশবাবস্থায় বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার উন্নতি কোন কার্য্যকারী নহে, প্রকারন্তরে অবলম্বন রহিত, বিশেষতঃ কতকগুলি বিশ্বাসী

লোকের ভ্রম ও সন্দেহ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাই মনুষ্যের অন্ধ বিশ্বাস ও মহোপকারী;—তুমি গঙ্গা-জলের বিজ্ঞান জানিয়া গঙ্গাস্নান কর, তাহাতে যেরূপ ফল পাইবে, আমি শুধু বিশ্বাস ও ভক্তিভাবে গঙ্গাকে ধর্ম্মার্থমোক্ষদায়িনী জানিয়া তাহাতে স্নানপূর্ব্বক তোমাপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ফল পাইব; তোমার শুধু শারীরিক ভাবের উন্নতি, আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ভাবের উন্নতি, অতএব বৃক্ষের মূল সকল নাশ করিয়া সুদৃশ্য ফল পুষ্পাদির আশা করা যুক্তি যুক্ত নহে।

ঋষিগণ কোন কোন শাস্ত্রসম্বন্ধীয় যে যে গুহ্য বিষয় সকল কুলবধুর ন্যায় গোপন রাখিতে বলিয়াছেন, যাহা দেশ

কাল ও পাত্রবিশেষে বিশেষ সাবধান হইয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য জানিতেন, যাহা অপাত্রে ও অস্থানে প্রকাশ করিলে বিষময়ফল সম্ভূত হইতে পারে, তদ্দ্বারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা কদাচ প্রকাশ বা সাধারণে বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত করিবে না। যাহার মূল ক্রিয়া তুমি অবগত নহ, কেহ অবগত আছে এরূপ উত্তর-সাধকের কোন নিরূপিত নাই, কোন্ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অবগত হওয়া যায় তাহার অভাব আছে, যদি তুমি তাহা বাক্যেরদ্বারা প্রকাশ করিতে যাও তাহা হইলে তুমি সমাজের মহা অনিষ্টকারী, কারণ তোমার বাক্যে অস্থাকরিয়া কতকগুলি লোক অনু-সন্ধানে ব্রতী হইবে কিন্তু সম্পূর্ণ অভাবের দরুণ তাহাতে অকৃতকার্য্য

হইয়া চিরচাঞ্চল্য গ্রস্ত বা বিশেষ শারীরিক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কিছু উন্নত আছে, তাহা নাজানা থাকে ভাল কিন্তু জানিয়া থাকিলে তাহা না পাও-য়ার ফল মৃত্যুকর, সুতরাং নিজে দিতে না পারিলে তাহা লোককে জানাইবে না, সেকালে যাঁহারা জানাই-তেন- তাঁহারা শিষ্যগণকে দিতে পারিতেন, তোমরা যাঁহাদিগের চেলা হইয়াছ,-কৈ এপর্য্যন্ত কি শক্তি পাইলে ? যে দেহ মলপূর্ণ সে মনের পবিত্রতা ও পূর্ণবল লাভ করিয়া পশ্চাৎ উৎকৃষ্ট যোগী-কৃষকের দ্বারা যোগবীজ বপণ করিবে, নতুবা শরীর রাখিয়া মন উঠাইবার চেষ্টা করিবে না ; স্থূলসূক্ষ্ম উভয়ের সমতাই জগ-তের যোগী-জন-কার্য্য-সাধক ; বাহিরের

কতকগুলি ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে যোগী বলিবে না। যোগ করিতে গিয়া যিনি বাহিরে, তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিয়োগে অবস্থিতি করিতেছেন জানিবে; যোগের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, শুনিতে পাওয়া যায় না, বা অপর কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, যিনি যোগী ও পবিত্র তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। যাহা বাহ্যিক তাহা ভৌতিক, যাহা ভৌতিক তাহা দেখিবার ও আশ্চর্য্য হইবার, নির্লিপ্ত জ্ঞানময় কার্য্যের সহিত তাহার ঐক্য করিবে না।

যাহার মহত্ত্ব বা ঐশ্বর্য্য ঐশীশক্তি প্রভাবে অভ্যন্তর হইতে তেজেরন্যায় নির্গত হইয়া শরীরের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, যাহার দেহযন্ত্র গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণ ও অন্যান্য

সামান্য পদার্থের অধীন, যাহাতে সুখদুঃখ, হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিকারভাব বর্ত্তমান আছে, যাহার সমাধি অবস্থা বিবিধ বিষয় বাসনাকে লুপ্ত করিতে পারে নাই, যাহার এক অঙ্গুলিমাত্র হংসাচার, স্থির চৈতন্যের অনুভবে একমাত্র পর-ব্রহ্মে নিয়োজিত করিতেছে না, যাঁহার বিপুল মানসিক বা শারীরিক শক্তি-দ্বারা জগতের কোন প্রকার নূতন সৃষ্টি না হয়,কেবল কতকগুলি স্বাভাবিক উচ্চ-শক্তির গুণে তিনি সকলের নিকট দেবপূজা পাইয়া থাকেন, যাহার নিকট স্থাবর জঙ্গম প্রাণী মাত্রেই একমাত্র স্বাভাবিক মহত্তাকর্ষণে অবনত ও বাধ্য এবং সমগ্র স্থূল প্রকৃতি যাহার অধীনা ও মহান পরিচারীকা না হইয়াছে তাহাকে সিদ্ধ পরমহংস বলিয়া জানিবে না।

গুরু ও শাস্ত্র এইদুই মহাবস্তু তোমার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান আছেন, তুমি গুরু লাভের জন্য ও শাস্ত্রঅধ্যায়নের জন্য চেষ্টা করিয়া কদাচ আত্মবিস্মৃতি জলে ডুবিও না। তোমার দেহস্থ মনোরাজ্যে সকলি বর্ত্তমান আছে, যাহা তোমার ভিতরে নাই তাহা এ জগতে নাই, তুমি তাহা জানিয়া স্থির হও ও আপনাকে আপনি ভাল করিয়া জানিতে চেষ্টা কর। যাহা চাও তাহা পাইবার উপযুক্ত হইতে আপনার ভিতর আপনি চেষ্টা কর, তুমি যে পবিত্রতা উপার্জ্জন করিলে গুরুলাভের উপযুক্ত পাত্র হইতে পার, সেই পবিত্রতা উপার্জ্জন কর ; তাহার আকর্ষণে গুরু আপনি তোমার নিকট আকর্ষিত হইবেন, কারণ তুমি ও গুরু বিভিন্ন নহ, তোমার

অভ্যন্তর তাঁহার অভ্যন্তর একই; কারণ এক হইলে উভয়ে উভয়কে এক ঐশী-বলে জানিতে ও চিনিতে পারিবে, নতু-বা পারিবে না, যেমন পঙ্কিল ও নির্ম্মল জলে প্রভেদ, সেইরূপ এক্ষণ তোমাতে ও গুরুতে প্রভেদ, তোমার পঙ্কিলত্ব ঘুচিলে তখন উভয়স্থান মিশাইতে পারিবে, ইহা ব্যতিত গুরু সন্ধানে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিলেও পাইবে না। এ সংসারে গুরুনারদ অনেকেই আছেন কিন্তু ধ্রুবশিষ্য একটী ও নাই অতএব ধ্রুবের মত না হইলে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সংসারে ঘরে বসিয়া যাহা না হয়, পর্য্যটন বা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও তাহা হয় না, কেহ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, পারিবে না; যখন দেহরূপ সংসারে যেখানে যাও সেই

খানে থাকিতে হইবে, তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে হইবে, তখন সংসার পরিত্যাগ কখন কাহার ঘটে না, প্রকারন্তরে আত্মার কর্ম্ম বন্ধন-সূত্রে মরিলেও কাহার সংসার ত্যাগ করা হয় না, আবার সেই জীবাত্মার কর্ম্মসূত্রে সেই সমকর্ম্মানুযায়ী ইচ্ছাশক্তির অধীনে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহের সেবা করিতে হয়, সুতরাং নির্লিপ্ত হইয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দে মন ও আত্মার সমাহিত জনিত নির্ব্বান্ ব্যতিত প্রকৃত সংসার ত্যাগ কোথায় ?

মনুষ্য সম্পূর্ণহইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার দুর্ল্লভ ঐশীজ্ঞানাত্মক মস্তিষ্কের সহিত অপর কোন অসম্পূর্ণ প্রাণীর মস্তিষ্কের ঐক্য হইতে পারে না। মনুষ্য যেরূপ স্বভাবকেও অনন্তবলে উলজ্ঘন করিতে পারে

অপরে সে স্বভাবের একপাদও অগ্রসর হইতেপারে না ; তাই মনুষ্য শিক্ষা না করিলেও শিক্ষিত, বুদ্ধি না থাকিলেও বুদ্ধিমান, সিদ্ধ না হইলেও সিদ্ধ, শাস্ত্র না পড়িলেও শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব বাহ্যিক শাস্ত্র পড়িয়া কিছু শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে না। বাহ্যিক শাস্ত্রে পণ্ডিত করে ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে জ্ঞানী করে। যাহা অপরের প্রকৃতি ও মস্তিষ্ক সম্ভূত তাহা নিজের প্রকৃতি ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নহে, সুতরাং অপরের নিকট কিছু ধার করিবে না। মনে যে কোন অংশ অনৈক্য বোধ হইবে, তাহার সেই অংশই মানসিক চাঞ্চল্যের কারণও আত্মবিস্মৃতির মূল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং প্রকৃত বিশ্ব-জ্ঞান লাভের বিপরীত বোধ করিয়া শাস্ত্রপাঠ পরিত্যাগ করিবে। যাহার অভ্যাস

ও যাহাদিগের দ্বারা অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তিদ্বারা যে সকল বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তুমি আপনি তাহা-দিগকে অবিদ্যা হইতে জাগ্রত করিলে তাহার সকলেই স্ব স্ব বিষয় অনুসরণ করিবে। তোমার মন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আছে, এখন তোমার আপনাকে আপনি তাহা পরিস্কার করা কর্ত্তব্য। দেখ আপনি না করিলে, আপনি না শিখিলে, কেহ কাহাকে করাইতে বা শিক্ষাদিতে পারে না।

এ সংসারে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারক দিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, কারণ তাহারা বিবিধ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আপনাপন সাম্প্রদায়িক রুচি অনুযায়ী ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা লোকের বদ্ধমূল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে উৎপাটন করি-য়া থাকে; যাহারা এরূপ বিশ্বাস-

ঘাতক, প্রলোভন ও বাক্যজাল বিস্তার করে তাহারা মানুষকে হিতাহিত লওয়াইতে না পারে এমন কার্য্য সংসারে নাই।

পাপ পুণ্যের অতীত শ্রেষ্ঠ পুরুষেই আপনার সকল বিষয় পূর্ণভাবে স্থিতি বলিয়া জান, তাঁহাকে কোন অংশেই দুরে রাখিয়া অপূর্ণ করিবে না।

সমাজ ও দেহ রক্ষার জন্য উপযুক্ত অল্পবয়সে বিবাহ কর, অল্প বয়সে সন্তানোৎপাদন কর, কেননা ঐ যৌবনোন্মুখ সময় বৃদ্ধির সময়, বিবাহ ও সন্তান দ্বারা তোমার যাহা হ্রাস হইবে প্রকৃতি স্বয়ং তেজপ্রভাবে তাহা পূরণ করিয়া দিবেন, ক্ষয়ের সময়ে সে পূরণের তেজ থাকিবে না, সুতরাং তুমি অল্পায়ুঃ ও অল্পজ্ঞানা

হইবে ; যাহারা মনুষ্য বীজের সহিত বৃক্ষবীজের তুলনা করিয়া অপক্কাবস্থার অবিচার বলিয়া কহে, তাহারা মনুষ্যবীজে ও বৃক্ষবীজে কত প্রভেদ তাহা অবগত নহে, তাই মন ও শরীরের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেহের পূর্ণতা সাধন কর।

স্ত্রীজাতিদ্বারা সমাজ ও পুরুষের দ্বারা তাহার শক্তি রক্ষা হয়, যেস্থানে স্ত্রী সামাজিকাওপুরুষ শক্তিমান নহে, সে সমাজ সহস্র উন্নত হইলেও অধঃ-পতিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির জন্য তুমি নহ,তোমার জন্য স্ত্রীজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং বহু বিবাহ করিয়াও যদ্যপি তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম পুরুষানুযায়ী প্রকৃতি লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ ও জ্ঞানবান হইতে পার তাহা করিবে, যাঁহারা দোষাবহ মনে করেন তাঁহারা

প্রকৃতি পুরুষের অভাবনীয় শক্তি-সম্বন্ধ অবগত নহেন। যে উদ্দেশ্যে রাজাকে প্রজালোকের প্রভু, এক মহাশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির স্রষ্টা, পুরুষকে স্ত্রীজাতিরস্বামী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এক নারীর বহু স্বামী যেমন সেই শ্রেষ্ঠতার ফল সম্বন্ধে অনৈক্য ও হীন গুণ প্রসব করে সেইরূপ বহু নারীর এক শ্রেষ্ঠ স্বামী ঐক্যভাবে বহু শ্রেষ্ঠ ফল বিধান করা ইহা স্বাভাবিক। এজগতে বিধবা কেহ হইতে পারে না, সুতরাং বিধবাকে বিধবা বলিয়া বিশ্বাস করিও না; প্রকৃতি পুরুষ, স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ে উভয়ের মনের আশ্রয় ব্যতিত কদাচ অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং বাহিরে অবলম্বন নাথাকুক ভিতরে কেহই অবলম্বন বিহীন নহে।

যাহার ভিতরে হইতে পারে না, বাহিরে হইলে তাহার জন্য দোষাবহ হয় কি ? পৃথিবীতে কেহই সামাজিক অবনতির কারণ নহে, কেহই কাহার অপকার করে না ; কৃমি ও সর্প দ্বারা-ও যেরূপ মনুষ্য দেহের উপকার ও চিরায়ুঃ লাভ হয়, বারাঙ্গনা বা বিধবা স্ত্রীজাতি দ্বারাও সেইরূপ প্রকারান্তরে সমাজ রক্ষা হইয়া থাকে। গৃহস্থ কুলনারীগণের সতীত্ব বিনাশী শত্রু লম্পটগণ, সুতরাং বেশ্যাগণ সমাজের এক পাশে থাকিয়া লম্পট অর্থাৎ চঞ্চল পুরুষগণের মনোবেগ ও কামবেগ ধারণ না করি-লে কদাচ তাহাদিগের হইতে পবিত্র কামিনীগণকে সুরক্ষিত থাকা দেখা যাইত না। পুরুষের মানসিক তেজ দ্বারা স্ত্রীজাতির হৃদয়ের কোমল

জলীয় ভাগ (বহু দূরত্ব সম্বন্ধ হইলেও) আকর্ষণ করা যায়, ইহা স্বাভাবিক। উষ্ণ-বায়ু অথবা সূর্য্যতেজ পার্শ্ববর্ত্তী হইলে মেঘ ও ঘৃতের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সমান ঐক্য বা অসম চেষ্টাতে ও একের হিত-সাধন হইয়া থাকে, তাই এস্থলে বেশ্যাগণ সমাজেরপরম হিতকারিণী ওকুলাঙ্গনা-গণের পরম উপকারিণী বলা হইল, অত-এব কামিনী গণের হৃদয় বেগানুসারে পুরুষ তাহাদিগকে সেই পথের পথিক করিবে। যে পুরুষ যে প্রকৃতির ও যে প্রকৃতি যে পুরুষের, প্রবল সমাজ ও তোমাপেক্ষা মহাশক্তিশালীন স্বভাব তাহাকে তাহাই সংগ্রহ করিয়া দেয়, তুমি সামান্য সমাজ-বন্ধন ও প্রেম-বন্ধন কিম্বা ভয় বিভীষিকা দ্বারা তাহা করিতে পারে না, তাই বিধবা বিবাহ

অথবা বেশ্যা বৃদ্ধিতে সমাজের কোনও অপকার দৃষ্ট হয় না। যে পরিমাণে পুরুষের মন কলুষিত হইতেছে, সেই পরিমাণ প্রকৃতিও তাহার অভাব মোচন করিবার জন্য তাহার সহিত তদ্ভাবে মিশ্রিত হইতেছেন, অতএব অগ্রে পুরুষকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার কলুষতা মোচন কর, পশ্চাৎ আপনা হইতে প্রকৃতি বা স্ত্রীজাতি তাহার অনুগামিনী ও শুভ-সঙ্গিনী হইবে।

ধর্ম্ম লইয়া একজাতি হও, যে ধর্ম্মের প্রশস্ত উদার মত, যাহার কামনা ও মূল, সকল ধর্ম্মের মূল, যাহার সহিত কোন ধর্ম্মেরও বিরোধ নাই, যাহা নিষ্কাম বলিয়া অভিহিত হয় ও পুরুষ-পরম্পরার মস্তিষ্কে ধারণ করা হইয়া ক্রমশঃ দৃঢ়স্থান-বন্ধনে সংস্থিত হই-

য়াছে, তাহাতেই চিত্ত সমাহিত কর ; অথবা বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিয়া মুক্তি পথের পথিক হও। ধার্ম্মিক হইয়া কাহারও সহিত মত বিরোধে প্রবৃত্ত হইও না। অগ্রে ধর্ম্ম দ্বারা চিত্ত সংস্কার কর, পশ্চাতে সমাজ বা দেহ সংস্কার করিবে, কারণ ধর্ম্মই সকল সমাজের চিত্ত, দেহ ও সকল জাতির মূল। এ জগতে যে জাতি যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে উন্নত হইয়াছে, ধর্ম্মের ঐক্য-বিশ্বাস-ভিত্তি স্থাপিত অবিরোধ প্রশস্ত পথই তাহার আদি-কারণ ; বর্ত্তমান সময়ে অধঃপাতের কারণ, বিবিধ সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া ঠিক সেইরূপ উদার মতাবলম্বী হওয়া উচিত। আগামী দ্বাদশবৎসরের মধ্যে জগতে যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই

তাহার মূলভিত্তি, ঐ মূলভিত্তি তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়া জীবকে রক্ষা, বিনাশ ও স্থিতি করিবে, সমাজ তাহার অনুগামী হইবে। যাঁহারা নির্লোভী, ধার্ম্মিক, সত্য ও ন্যায়-পথ প্রার্থী, তাঁহারা তৎকালীন সমাজের জীবন স্বরূপ হইবেন। যাঁহারা ন্যায়-পথ ভ্রষ্ট নহেন, অথচ উপযুক্ত সত্যবিষয়ে থাকিয়া অর্থাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা বিশেষ ধনবান, ক্ষমতাবান ও রাজতুল্য ক্ষমতাশালী এবং রাজানুগ্রহভাজন হইবেন। যাহারা এক্ষণে গুপ্ত পাপ বা প্রলোভনের অধীন, সর্ব্বদা পশুর ন্যায় বিষম অজ্ঞান পথে প্রয়াণ করিতেছে তাহারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগের কতক বিনাশ রাজার বিষ-দৃষ্টিতে, কতক পাপোৎ-পত্তি ব্যাধি বা অন্য কোন আকস্মিক

দৈব-উৎপীড়নে নিশ্চিত হইয়াছে। মনুষ্যের পরমায়ুঃ জগতের মঙ্গল হেতু যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী স্বভাব কর্ত্তৃক এইরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, অতএব দুর্ল্লভ ঐশী-ক্ষমতা সহযোগে তাহার শান্তি বর্ত্তমান হইতেই প্রয়োজন। মনুষ্য স্বীয় ভবিষ্যৎ অবগত হইয়া মনুষ্যোচিত হৃদয়ের বল ও মনের তেজ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে অনায়াসে স্বভাবের বশ্য, মহাবলী ও কালের দুর্জ্জয় হইতে পারে।

রাজার ভাগ্যে আপনার ভাগ্য লক্ষ্মীকে স্থান দিবে, কদাচ সে ভাগ্য স্থান দেখিয়া ঈর্ষিত হইবেনা, কারণ ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কাহারও ভাগ্য উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ নহে। সমগ্র মহাপ্রকৃতির বলে একরাজা ঠিক হইয়া থাকে, সেই রাজা হইতে প্রজার চৈতন্য, দেহ

মনও যথা সর্ব্বস্ব; আবার সমগ্র প্রজার সত্ব ভাব হইতে এক রাজ্য, দেশ বা দেশের সমগ্র শক্তি রক্ষা হয়, সেই শক্তির সম বা অসমতাই সুশাসন কুশাসন বা সৃষ্টি বিনাশের হেতু, সুতরাং তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত একপ্রাণ ও বিনীত ভাবে উচ্চভক্তির দ্বারা রাজাকে দেবতার ন্যায় প্রীতি কর, রাজা দেবগুণ সম্পন্ন হইলে কল্পতরু হইয়া থাকেন। তুমি তাহা না বুঝিয়া রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমগ্র ন্যায় দাওয়া করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; যথন ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহার দৈব ইচ্ছার পোষণ ও তাহা হইতে দানের ইচ্ছা না হয়, রাজাকে বাক্য বা কৌশল দ্বারা কেহই পরাস্ত করিয়া ভোগাভিলাষী হইতে পারে না। রাজা আপনি আপনার মহৎ

কৌশলে পরাস্ত ও জয়ী হইয়া থাকেন, তিনি প্রজালোক হইতে অনেক উচ্চস্থ ঈশ্বর দত্ত সিংহাসনে অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে কেহই ধরিতে পারে না, তিনি সকলকে ধরিয়া থাকেন। পাপ করিয়া প্রকৃত ন্যায়দর্শী রাজার নিকট তুমি পার পাইতে পার না, যেখানে অরাজক সেই খানেই পার, সুতরাং রাজার পুণ্য তোমাকে রক্ষা করিতেছে, সেই পুণ্যের বৃদ্ধি করিয়া তুমি সুখী হও, কদাচ পাপ বা প্রলোভনের বশীভূত হইও না। যেখানে সকলেই স্বর্গীয় লোক, সেখানে সকলেই রাজা, সুতরাং তুমি তাহাই হইতে চেষ্টা করিয়া মহৎ রাজানুগ্রহ লাভ কর। এসংসারে অশান্ত ও অশিষ্টভাবে ভ্রুকুটী ও ভয় দেখাইয়া যে যাহা না পাইয়াছে, শান্ত ও ধীর হইয়া

সে তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শান্ত ও ধীর হইয়া আপনার ও সমগ্র দেশের শান্তি রক্ষার জন্য সতর্ক হও, তাহা হইলে অনায়াসে আপনি প্রাপ্য বিষয় সকল পাইবে ও মনানন্দে ভোগবান হইবে। আধুনিক রাজনৈতিক উচ্চশিক্ষিতগণ অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া অথবা বিপরীত ভাবে লেখনী ক্ষয় করিয়া উগ্রতেজ প্রয়োগে যাহা করিতে না পারিবেন, অথবা রাজা বা দেশের প্রকৃতি বিকৃতি করিয়া তুলিবেন, ধীরভাবে সুনীতি ও বিনয়ের অনুগামী হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিলে তাহা অনায়াসে লাভ করিবেন। দেখ প্রকৃতিই তোমার একমাত্র যোজনকর্ত্রী, তুমি তোমার নহ, অতএব অগ্রে রাজ্যের প্রকৃতি ও তদাশ্রিত দেশকাল পাত্র বিচার না

করিয়া উন্মত্ত হইলে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত ও রাজার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, সুতরাং বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে কদাচও সেরূপ বিকৃত হইবে না। ঘর্ষণ করিলে চন্দন কাষ্ঠও অগ্নি উৎপাদন করে, অতএব চন্দনের নিকট অগ্নি প্রত্যাশা কর্ত্তব্য কি ?

যে স্থানে ধীর সেই স্থানেই ধীর ভাবকে আকর্ষণ করে, সুতরাং ধীর হইয়া রাজা হইতে সেই ভাব ও তদ্দ্বারা আপনার দেশের সুখ প্রত্যাশী হও; অধীর বা বীর হইয়া বৈরী বৃদ্ধি করিবে না, তাহা হইলে আর স্থায়ী হইতে পারিবে না, আপনিও সমূলে যাইবে রাজাকেও বিপদগ্রস্ত করিবে; পুনর্ব্বার পৃথিবী ধ্বংশ হইবে, পুরাণোক্ত দ্বাদশসূর্য্যের উদয় হইবে, আবার সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বহুকাল-

পোষিত সাধের রাজ্য-হস্তিনাশ হইবে, অতএব স্থির হও এবং দেশ কাল পাত্র বিচারে সর্ব্বত্র নম্র হইয়া ন্যায়বান ও সমদর্শী রাজ মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া সুখী হও। অযথা ভগ্ন-পতাকা দেখিয়া কোথাও ভুলিও না, উদাসীনের শিঙ্গার বাদ্য শ্রবণ করিয়া কুরুক্ষেত্র উপস্থিত মনে করিও না, আবার সেই বাদ্য যার তার মুখে শুনিয়া লোককে ভীত করিও না, উহাতে তোমার বা দেশের লোকের কোন লাভ নাই, তুমি বা দেশের লোক প্রয়োজন হইলে কিছু করিতে পারিবে না, সুতরাং যাহা পার-না পারিবে না এরূপ আলোচনায় গিয়া অশান্তিতে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি ?

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতি-গুণ, শান্তি ও জ্ঞান-যোগ।

মনুষ্যের ভয় হইতেই দৈহিক ও মানসিক অশান্তির উদ্রেক হইয়া থাকে, সুতরাং এমন বিষয় আলোচনা করিবে না বা লিখিবে না, যাহাতে সেই ভয় মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে। প্রাকৃতিক কারণের সহিত মানসিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিগত সামঞ্জস্য বা তাহার ত্রুটি উপস্থিত হইলে মনুষ্যমন বলবান বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ঐ সামঞ্জস্য উৎকৃষ্টতর হইলে স্বাস্থ্য, পরমায়ুঃ, অলৌকিকমানবিকশক্তি ও দৈবশক্তির বিকাশ; অপকৃষ্টতর হইলে ব্যাধি-যন্ত্রণা, শোক, মূর্চ্ছা, মৃত্যু ও মহাঘৃণ-

নীয় পাপস্রোতে পৈশাচিক হীনশক্তি প্রবেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ এবং পূর্ব্বাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সামাজিক অবনতি,বিবিধ প্রকার দৈব-বিঘ্ন ও অল্পায়ুর প্রকৃত কারণ এপর্য্যন্ত বিশেষ কাহারও দ্বারা নিশ্চিত হয় নাই, উক্ত মানসিক দৃঢ়তা-চ্যুত প্রাকৃতিক অসংলগ্নতাই যে তাহার মূল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনুষ্য মন পাপাকর্ষণে আকর্ষিত হইলে শরীরকে সহসা বিকৃত করে,কতকগুলি ভৌতিক কারণ তাহার সাহায্য করে মাত্র;তাহাতেই মনুষ্য, দেহ মন ও জ্ঞানের বিকৃতকারীও শেষে জীবন বিনাশে বাধ্য হয় ; ঐরূপ দেহ ও মন হীনাবস্থাপন্ন হইলে ক্রমশঃ ক্ষমতার হ্রাস ও আলস্যাদি রিপু-পরতন্ত্রতার বশীভূত

হইতে থাকে, তৎপর কতকগুলি ভৌতিক কারণে অনাবৃষ্টিও অতিবৃষ্টি উপস্থিত হইয়া মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদির উৎপত্তি করে, ঐশী-ভাবাত্মক বুদ্ধি ব্যতীত কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতেপারে না, স্থূল চক্ষুর জ্ঞানে যাহা জানা যায়, কেবলমাত্র তাহাই কৃত-নিশ্চয় হইয়া থাকে ; উভয় ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব্যতীত কেহই তাহার প্রকৃত চিকিৎসক হইতে পারেন না। অন্যবিধ আক-স্মিক দৈবঘটনা প্রভৃতিরও ঐরূপ সূক্ষ্ম কারণ বিনির্দ্দিষ্ট আছে।

পৃথিবীতে যখন সকল পদার্থেই সকল পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণুর ব্যাপ্তিত্ব হেতু প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থূল সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে, ইহা স্বীকার করা যায়, তখন যে যে পদার্থের সহিত

যে যে পদার্থের অধিক নৈকট্য সম্বন্ধ ও নৈকট্য আকর্ষণ, তাহার আকর্ষণে সেই সেই পদার্থের বিশেষ২ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ; কাজেই তাহার অন্যান্য শক্তির সহযোগী পরিবর্ত্তনে বিশেষ একটী আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনার সূত্রপাত হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ কি ? যেমন তিথি বিশেষে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভাবে মহাসমুদ্র হইতে সামান্য জলকণার স্ফীতি ও হ্রাসভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণ অথবা অন্যবিধ কারণে তাহার সাময়িক সমতা রক্ষা না হইলে, অর্থাৎ যদি সেই সমতার হ্রাস বা আধিক্য হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে বিশেষ জলপ্লাবন অথবা শুষ্কাবস্থা উপস্থিত হইবে তাহার

আশ্চর্য্য কি ? গ্রহগণ যেরূপ মনুষ্য দেহের উপর আধিপত্য করিয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভাবে তাহার অবস্থান্তর করিতেছে, সেইরূপ সমস্ত পদার্থ ও পরমাণুপ্রকৃতিতেও আধিপত্য ও আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা অবস্থান্তর ভাব দেখাইতেছে; ইহাদিগের আকর্ষণ স্থূলে লাগিয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম মনের কার্য্যে ভাগ্য সংগঠন করায়, আবার সূক্ষ্ম হইতে তদাশ্রিত স্থূল সৃষ্টির সাহায্য করে; পদার্থ বিশেষে ইহাদিগের ক্ষমতা এত অধিক যে তৎ-বৈদ্যুতিকবল-সংস্রব জনিত তোমার স্থূল সূক্ষ্মের অনৈক্যাবস্থা সকল বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; তাই তদ্দ্বারা তোমার দৈহিক ও মানসিক সমতা রক্ষা হেতু শান্তির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। মনে কর, তোমার জন্ম

কালীন যে সকল গ্রহ শুভভাবে তোমার সমদৃষ্টি ও সমসূত্রপাতে অন্যান্য শুভনক্ষত্রাদির সংযোগে মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছে, তাহারা তোমার পক্ষে আজন্মই উৎকৃষ্টফলপ্রদ; ঐরূপ যাহারা অসম নিম্নাদিক্রমে তোমাকে দৃষ্টির বহির্ভূত রাখিয়াছে, তাহাদিগের আকর্ষণ তোমার পক্ষে উত্তম মধ্যমাদিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রহদিগের নিজ গতিতে কক্ষায় কক্ষায় রাশি ও নক্ষত্র বিশেষের সংক্রমণ দ্বারা ও তত্তৎ স্থানস্থিত পৃথক পৃথক দৃষ্টির দ্বারা তোমার ভৌতিক দেহের বিবিধ সময় বিবিধরূপ অবস্থান্তর ও ক্রমে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগকে সেই সেই সময়ে সমভাবে রাখা ও সম আকর্ষণের শুভফলে আনয়ন

করিবার জন্য গ্রহ বিশেষের দ্রব্য বিশেষ ধারণ ও কর্য্যবিশেষ দ্বারা শান্তি লাভ করিবার প্রক্রিয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমার ভৌতিক দেহে যাহা সময়২এত সূক্ষ্ম যে খুজিয়াপাওয়া যায় না, কখন তোমার দেহ ও মনের উন্নতির জন্য তাহা প্রয়োজন হইলে, জগতের এমন পদার্থে তাহা আছে যে অনায়াসে তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা তোমার মহদুপকার ও প্রয়োজন সিদ্ধ করা যাইতে পারে। তোমার ভৌতিক দেহ প্রত্যেক জড়-পদার্থ-পরমাণুর সহিত স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে আকর্ষিত হইতেছে, যেমন তোমার অনন্ত জ্ঞানময়-কোষের সহিত অনন্ত জাগতিক জ্ঞান ও জগত-প্রাণ মিশ্রিত ও সূক্ষ্মপথে সমভাবে সর্ব্বত্র পরিণত, সেইরূপ তোমার ভৌতিক

দেহাশ্রিত ভূত সকলও সর্ব্ব ভূতের সহিত মিশ্রিত ও পরিণত অবস্থায় আছে ; তাই আকাশে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইলে, তিথিনক্ষত্রবিশেষে বিশেষ২ যোগে তোমার দেহ মনকেও শোধন ও সাবধান করিবার জন্য স্নানাদি বাহ্যিকপবিত্র ক্রিয়া ও উচ্চ মানসিক শান্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐরূপ জগতের কোথাও কোন মহাভূতের অথবা মহামনের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে, তোমার দেহস্থ মহাভূত ও মহামনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। জীবের ভাগ্য, আধ্যাত্মিক বল না হইলে শুধু জীবের প্রতি জীব নির্ভর করিয়া কাটাইতে পারে না ; তাই জীব প্রত্যেক পদার্থের সহিত আপনাপন স্থূল ভাগ্য-বলপ্রভাবেপ্রত্যেক স্থূলের সহিত নির্ভর করিয়া রাখিয়াছে ;

অতএব তাহা হইতে অবস্থান্তর ঘটাইতে হইলেও স্থূলের প্রয়োজন, এই জন্যই স্থূল শাস্তিই সূক্ষ্মের ফল বিধান করিয়া থাকে, জগতে স্থূল সূক্ষ্মের সংমিশ্রণ না হইলে কোন কার্য্য সাধিত হয় না, এই জগত-সৃষ্টি-কার্য্য সেই স্থূল সূক্ষ্মের সম-মিশ্রণে উৎপত্তি হইয়াছে, তোমার দেহও সেই মিশ্রণে উৎপত্তি বলিয়া জানিবে। এক্ষণ তোমার দেহ কোন বাহ্যিক উৎপাতে উৎপীড়িত হইলে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়েরই সম-মিশ্রণ প্রয়োজন চাই। স্থূল বাহিরে থাকিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলে সূক্ষ্ম তোমার অভ্যন্তরে থাকিয়াই তাহার সহিত একত্রে কার্য্য করিবে, শুধু বাহ্যিক দ্রব্যে কার্য্য সাধন হইবে না, তাই বিশ্বাস ভক্তি সমন্বিত উচ্চ প্রবৃত্তি ও উচ্চ মনের

প্রয়োজন, তুমি ইহাদিগের নির্ম্মলতার দ্বারা স্থূল বস্তু সকল পরিমাণ বিশেষে গ্রহণ করিবে, ইহারা অন্তরে থাকিয়া উৎকৃষ্ট বল প্রভাবে কোনও বাহ্যবস্তু গ্রহণ না করিলে বিশেষ কোনও ফল লাভ হইবে না,তাই মন-শান্তি ও বাহ্য-শান্তি উভয়ই মনুষ্যের প্রয়োজন, ঔষধাদি দ্বারা যেরূপ ঐ প্রকার নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রহাদির প্রবল আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারাও মনুষ্য দেহের গ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যেরূপ গ্রহাদির সহিত তোমার ভৌতিক দেহের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ দ্বারা বিশেষ২ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে; সেইরূপ প্রত্যেক মহাভূতের সহিতও সেই সেই গ্রহের গুণ ও প্রকৃতি

অনুসারে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে। যেরূপ মনুষ্যাদির দেহকে দশাবিশেষ দ্বারা সময়ে সময়ে বিভাগ করা গিয়া সেই সেই দশানুসারে গ্রহাদির সামান্য বা অধিক ফলভোগ করিতে দেখা গিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মহাভূতেও বিশেষ বিশেষ গ্রহের বিশেষ বিশেষ দশাভোগ দ্বারা তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতার তারতম্য হইয়া উত্তমাধম সময়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই উত্তমাধম কালগত প্রাকৃতিক সুলক্ষণ বা দুর্লক্ষণের গুণাগুণ আবার মনুষ্যাদি প্রাণীর জড়দেহের সংশ্রব প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে; এই জন্যই বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্ত দ্বারা বিশেষ এক জনের অমঙ্গল না,

হইয়া সমগ্র মহাদেশ, দেশ বা গ্রামের অথবা স্থান বিশেষের অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে, এবং সেই সেই স্থানে বিশেষ বিশেষ দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। সৌর-মার্গাশ্রিত গ্রহ-পিণ্ডাদির প্রবল ঘূর্ণয়মান-গতি-পথ-প্রবাহে তাহাদিগের নক্ষত্র বিশেষে উপনীত হেতু তত্তৎ জড়-শক্তির তারতম্যানুসারে পরস্পর পরস্পরের যে আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই আকর্ষণ বিকর্ষণপ্রভাব পৃথিবীরও স্থান বিশেষে বা সর্ব্বত্র স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে উপনীত হইয়া কোথাও হ্রাস, কোথাও বৃদ্ধি, কোথাও এককালীন ধ্বংশ বা নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে গ্রহের আকর্ষণ যে প্রকৃতির, পৃথিবীও তাহার আশ্রয়ভূতা মহাভূত ও জীবাদি লইয়া তাহার অনুগামিনী

হয়েন; এই জন্যই অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা "এগ্রহ এবৎসরের রাজা, ও এগ্রহ এবৎসরে মন্ত্রী এবং অন্যান্য গ্রহ অন্যান্য বিষয়ের অধীশ্বর হইলেন,—ইহার ফল এই হইবে" এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, বাস্তবিকও তাহা ফলে সেইরূপ হইয়া থাকে।

যেমন রবি, চন্দ্র ও তন্মধ্যে শনির প্রবল ক্ষমতা উপস্থিত হইয়া কোন অসমশক্তি বা অসমগুণ বিশিষ্ট নক্ষত্রকে পীড়ণ করিলে, বিশেষ ঝটিকা বৃষ্টি ও জলপ্লাবনাদি দ্বারা সমুদ্র নদী ইত্যাদি স্থানে অধিক লোক পরমায়ুঃসত্ত্বেও বিনাশ পাইয়া থাকে; ঐরূপ শনি, মঙ্গল, চন্দ্র, ইহাদিগের নিপীড়ণে রেলওয়ে দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির উৎপীড়ন; রবি, মঙ্গল, শনি ও চন্দ্রের অশুভ

স্থান হেতু দুর্ভিক্ষ, মহামারী, উল্কাবৃষ্টি অগ্নিদাহাদি উৎপীড়ন; মঙ্গল, বৃহস্পতি বা শুক্র, রবি, বুধ বা শনির অশুভ সংস্থান কিম্বা অশুভ দৃষ্টি বা আকর্ষণ জনিত বিবিধ দুর্ঘটনা, রাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, দস্যুভয়, চৌরভয়, আত্ম-হত্যা ও যুদ্ধাদি দ্বারা লোক সংহারের হেতু বিবিধ পাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে; একজন মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিলেও এই মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক উৎপাতের শান্তি করিতে পারগ হয়না, কারণ ইহার প্রবল বল সমগ্র মহাভূতাশ্রিত ও সমগ্র দেশের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে; ইহার শান্তি মহাঝটিকার অন্তভাগের ন্যায় প্রকৃতি আপনি করিয়া থাকেন; এইরূপ মহাভূতোৎপাতিক গ্রহাদির পরস্পর

বিশ্লেষণ-দোষ-শান্তি ঐশী-শক্তি সমন্বিত সিদ্ধ-যোগী পুরুষদিগের দ্বারা সম্পন্ন না হইলে কুত্রাপি হয় না।

সামান্য মনুষ্য বিশেষ সাবধান ও শক্তিমান হইলে কেবল তাহারই দেহোৎপাত শান্তি করিতে পারগ হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি সাবধান ও শক্তিমান নহে,—যাহার ইন্দ্রিয়াদি দ্বার সকল কেবল বিষয়-মলদ্বারা পরিপূর্ণ, যাহার জ্ঞান-চক্ষু নির্ম্মল আত্মাকে দৃষ্টি করিতে অসমর্থ, অথবা যে ব্যক্তি নিতান্ত ভৌতিক পদার্থের অধীন, সে অপরের শান্তি দূরে-থাকুক আপনার দেহমনকেও শান্তি সুখধামে আনিতে পারে না; তাহার চিন্তা ও মস্তিষ্ক এত স্থূল যে সে ব্যক্তি ক্রমশঃ সামান্য স্থূলবস্তুর সামান্য বেগ বা বিকার প্রভাবেই

মৃত্যুকে আনিয়া আপনার নিকট উপনীত করায়।

সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীগণ এই মহাকাশ-পরিব্যাপ্ত বিবিধগুণাত্মক ভূত ও তন্ময় নির্গুণ চৈতন্য, এই উভয়কে আধার আধেয় বা কার্য্য কারণ সম্বন্ধে স্থির করিয়া তাহা হইতেই একমাত্র নিগূঢ় স্বগুণ-কর্ম্মোৎপত্তির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, যদিও এই উভয়ের স্থূল সূক্ষ্ম সংমিশ্রণহেতু স্থাবর জঙ্গমাদি জীব-জগত চালিত হইতেছে, তথাপি সেই মহান্ চৈতন্য শক্তি ইহাতে লিপ্তভাবে নহে; মনুষ্য কর্ম্ম প্রভাবে স্বীয় মনে দ্বারাই সূক্ষ্মকে স্থূলে বন্ধন করে, আবার তাহার নির্লিপ্ত-শূন্যতা হইতেই তাহাকে মুক্ত করে; বন্ধন অবস্থায় যিনি যে পরিমাণ মুক্ত, তিনি সেই পরিমাণ ক্ষমতাশালী এবং

ভূতগণও তাঁহার তত আয়ত্তাধীন ; প্রকৃতিও তাহার গুণাদি দ্বারা ভূত-গণের মধ্যেও আবার ইতর বিশেষ আছে ; মুল পঞ্চমহাভুতের মধ্যে যে মহাভূতে যত গুণ বা উপভূতের সংখ্যা অধিক সে ভূতের মহত্ত্বও তত স্বল্প ও চৈতন্যের পক্ষে মহাবন্ধন স্বরূপ, এই জন্য জ্ঞানপ্রার্থী যোগীগণ তাহাদিগের ইতর বিশেষ দ্বারা দূরেও নিকটে অবস্থিতি করিবেন।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী পঞ্চগুণ ও পঞ্চবিষয়াশ্রিত,দৃশ্য-মান জড়-জগতে-সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল বলিয়া কথিত হয়, ইহার উপভূতগণও অন্যান্য ভূতাণু-সহযোগে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কার্য্য সকল উৎপাদন করিয়া থাকে, যাহাতে স্থূলজ্ঞানের কোনও সংশয় থাকে না ; তৎপর তাহা-

পেক্ষা একাংশ স্বল্পতা জল-তত্ত্বে লক্ষিত হয়; পদার্থ ছাঁচে ঢালিবার উপযোগী করিতে দ্রবতাই এই মহাভুতের কারণজ্ঞান, এই তত্ত্বে সৃষ্টি-কার্য্যের কারণ-জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, কোনও আকর্ষণ প্রভাবে কোথাও নীত হইবার উপযোগী হয়; এই জল-তত্ত্বাপেক্ষা একাংশ স্বল্পতা তেজতত্ত্বে লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা কোমলাংশের নির্ম্মলতা ও সৃষ্টির স্থূলসূক্ষ্মের সমতা স্থাপিত হয়, ইহার প্রভাবে পদার্থ-জ্ঞান জন্মে, কালের অক্ষয় তুলি-কায় বিবিধরূপে বিবিধ বস্তুর দৃষ্টিগোচর হয়, এই তত্ত্ব বিবিধ মন বা বায়ুকে আকর্ষণ করিতে পারে, পৃথিবী হইতে যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এই তত্ত্বের অধীন, বায়ুর আশ্রয়ীভুত সূক্ষ্ম-পুরুষের মন এই স্থানে লিপ্ত

হইয়া নূতন সৃষ্টি বা তদ্ধেতু জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়; এই তেজ-তত্ত্বা-পেক্ষা একাংশ স্বল্পতা বায়ুতে অব-স্থান করিতেছে, বায়ু দ্বিবিধ বিষয় ও কতিপয় অপ্রত্যক্ষ পঞ্চগুণ লইয়া অবিরাম সর্ব্বভূতে সঞ্চরণ করিতেছে, ইহার কার্য্য নিম্ন-তত্ত্ব-পরমাণুত্রয় হইতে পরস্পর পরস্পরের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত বিবিধ আকারে পরিণত করা, একের অস্তিত্ব বিনাশ করিয়া আবার সেই অস্তিত্ব-মূল লইয়া অপর পদার্থে অপর ভাবে প্রকাশ হওয়া, নির্লিপ্তভাবে প্রকৃতির অন্তর্মধ্যে অবস্থান করা অথচ নিরবয়ব আকাশের একমাত্র গুণকে ধারণ করিয়া তন্মধ্যে মন বুদ্ধি অহ-ঙ্কারাদি তত্ত্বগুলিকে কম্পিত বা জাগ্রত করাই ইহার কার্য্য, এইজন্য যোগীগণ অগ্রে প্রাণায়ামাদি বায়ু-

তাহির কার্য্য দ্বারা আপনারা অনিশ্চিত শূন্যাশ্রয়ী উল্লিখিত তত্ত্ব-বিষয়-পাশাবদ্ধ মন-বিহঙ্গকে সুস্থির করিয়া থাকেন; এই বায়ুই আবার সকল গুণের আধার, অথচ প্রত্যক্ষ বিষয় নির্লিপ্ত সর্ব্বব্যাপী আকাশ তত্ত্বকে একমাত্র শব্দ বিষয়ের অনুগামী করিয়া সকল সূক্ষ্মের মূল সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, এই আকাশ-মূল দ্বারা সর্ব্ব-তত্ত্বাতীত নির্গুণ ও অনন্ত-জ্ঞানময় অক্ষয় ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করা যায়, অতএব মহাপুরুষ হইবার জন্য ও মহান্ সচ্চিদানন্দ ভূতাতীত নির্লিপ্ত পুরুষকে লাভ করিবার জন্য মহৎতত্ত্ব আকাশের আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়া মুক্ত হও।

দেহ মধ্যে জল ও পৃথ্বীভাগের আধিক্য হইলে মনুষ্যকে বিবিধ তাম-

সিক কর্ম্ম-সূত্রে লিপ্ত করে, পৃথ্বী ও জল এই দুই মহাভূত বিষয় বাসনা ও অশান্তির মূল, বাহ্যিক সংগ্রামে ইহাদিগকে নির্য্যাতনে ও দমনে রাখা কর্ত্তব্য, ইহাদিগের প্রশ্রয় দেওয়া কস্মিন্‌কালেও কর্ত্তব্য নহে। যোগ সাধনা করিতে গিয়া প্রাণায়ামাবস্থায় যাঁহারা সহসা মৃত্যুকামী নহেন, তাঁহারা অগ্রে এই ভূতদ্বয়কে পরাস্ত করিবেন, তৎপর অন্যান্য ভূতকে সাধন ও শোধন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন। আমার মতে যিনি পূর্ব্বাবস্থায় পৃথ্বী বর্জ্জন, জল শোষণ, তেজ বর্দ্ধন, বায়ু আকর্ষণ ও আকাশকে বিস্ফারণ করিতে ক্রমে চেষ্টা না করিবেন, তিনি কদাচও জীবাত্মাকে কর্ম্ম-সূত্র-বন্ধন-চ্ছেদন প্রয়াশী করিয়া দুরূহ যোগ-ফল-কামী হইবেন না। ইহারা এই ভাবে সংসিদ্ধ না হইলে

কদাচ দুর্দ্দম্য মন দমিত হইবে না। মন দমিত হইয়া মহান্ শান্তির পথে প্রয়াণ না করিলে কদাচও আপনাকে আপনি চিনিতে পারিবেন না; অতএব আত্মপুরুষকে স্থিরভাবে না চিনিলে কদাচও তত্ত্বাতীত নির্লিপ্ত নিরঞ্জনকে উপলব্ধি করিতে পারগ হইবেন না। আমার বিবেচনায় মলপূর্ণ স্থূলদেহ লইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ উপলব্ধি করিবার ঐ এক মাত্র মহান্ পথ; তদ্রূপভাবে স্থূলের পরিশুদ্ধি ব্যতীত গুহ্যতম দুরূহ আভ্যন্তরিক পরিশুদ্ধি কখন হইতে পারে না, অতএব মন পরিশুদ্ধি না হইলে অচিন্ত্য মনোময় ঈশ্বরকে কি উপায়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে? আর্য্যঋষিগণ ভূত-গুণাশ্রিত ভৌতিক দেহকে সিদ্ধাবস্থাতেও বিশেষ ভয়

করিয়া চলিতেন, তাই পৃথ্বী ও জল তত্ত্বা-
ধিক দেহকে কখন কোন বিষয়ে প্রশ্রয়
দিতেন না, এবং অন্যান্য তামসিক
ভৌতিক বিকার ভয়েও তাহা হইতে
দূরে অবস্থিতি করিতেন, সকলকেই
ব্রহ্মানন্দময় পবিত্র ঐশী-ক্ষমতা-পূর্ণ
মনের অধীন রাখিতেন। কাহারও
অধীন মনকে রাখিতেন না; সুতরাং
তাহাতে তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের কিছুই
ইতর বিশেষ ছিল না। মন একমাত্র
চিন্ময় সুখের অধীন থাকিলে অন্যবিধ
বাহ্যিক বা ভৌতিক সুখ দুঃখাদি জ্ঞান
কদাচ থাকিতে পারে না। সেই
অনন্ত সুখের হৃদয়ে বাহ্যিক সুখ দুঃখ
জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই অধিকার করিতে
পারগ হয় না। যে সম্পদ ভৌতিক
বিষয়ের অধীন তাহাই ক্ষয় হয়, যাহা
ভূতাতীত নিগুর্ণ বিষয়ের অধীন তাহার

আর ক্ষর কি ? তুমি বাহিরের বিষয় চিন্তা কর, বাহিক বিষয় সকল তোমাতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে ; সেই প্রকার বিষয়-সংস্রব-বিহীন একমাত্র জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানময়কে চিন্তা কর, সকল জ্ঞান বিনা আহ্বানে তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিবে ; তুমি বিশ্ব-জ্ঞানে জ্ঞানী হইবে, এ জগতে তোমার অজানিত ও অতীত কিছুই থাকিবে না। যিনি একমাত্র আত্মার তেজে তেজবান, আত্মার দ্রবভাবে দ্রবীভূত, অদৃশ্য বহনে দিগন্ত প্রবাহিত, অলক্ষ্য গমনে সর্ব্বত্র গতিমান ও সুস্থির, তিনি অনায়াসে সকল বুঝিতে, জানিতে ও করতলে পাইতে পারেন। তিনি না পড়িয়া পণ্ডিত, না জানিয়া বিজ্ঞ, না সাধিয়া সাধক ও জ্ঞানীপদ বাচ্য হয়েন। মনুষ্যগণ তাঁহাকেই দৈব-

কৃপাধীন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক মনুষ্য, মনুষ্য-লোকে দেবতার তুল্য সন্দেহ নাই। যিনি সকল জ্যোতির আদি কারণ, যাঁহার জ্যোতিতে প্রবল জ্যোতিষ্মান্ গ্রহ নক্ষত্র সকল জ্যোতিঃ লাভ করিতেছে, যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ প্রভাবে সেই আদি জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে অবগত হইতে পারে, সেই যথার্থ জ্যোতির্ব্বেত্তা; তাহার অধ্যাত্মজ্যোতিঃ সকল জ্যোতির মূলে উপস্থিত হইতে পারে; কারণ যে কোন বিষয়েই তাঁহার বিভূতি গ্রহণ করা না যায় তাহা অসম্পূর্ণ। মনুষ্যের জ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞানেরই অধীন,—যে বিষয়-জ্ঞানে সেই অতুল বিশ্ব-জ্ঞান বর্ত্তমান নাই, সে জ্ঞানকে জ্ঞান ও সে বিষয়কে বিষয় বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে না। তুমি

সহস্র বৈজ্ঞানিক বা জ্ঞানবান্ হও, সহস্র প্রকার গর্ব্বভাব তোমাতে আসুক, তাহার উষ্ণতায় তুমি আপনাকে আপনি এককালীন ভ্রমশূন্য মনে কর, কিন্তু তোমার সেই জ্ঞান-গর্ব্ব অনন্ত জলধির এক বিন্দুমাত্র জলের ন্যায় স্থির হইয়া তোমাকে ধারণ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। যিনি অহংজ্ঞান প্রভাবে আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন, "আমিই জগৎসৃষ্টির কারণ" এরূপ বলিয়া থাকেন, তিনিও প্রকারান্তরে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমার আমিত্ব ভাবিয়া দেখিলে তিনি ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না, কতকগুলি সামান্য পদার্থের সমষ্টি "আমি" বা "তুমি" হইতে পারে না, বা তাহাদিগের মিশ্রণ তৎচৈতন্য-শক্তির অধীন না হইলে আমি বা তুমি

উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং সূক্ষ্ম পুরুষের এই লীলাময় বিশ্বব্যাপারকে যে দিকে তোমার সহিত লইয়া যাইবে, সেই দিকেই তুমি বা তিনি আছেন, তোমাকে মানিলেই তাঁহাকে মানা হইল। যে জন আপনার অস্তিত্ব আপনি বিশ্বাস করে তাহার নাস্তিকত্ব কোথায়? অতএব নাস্তিক কেহই নহে।

এই অনন্ত বিশ্বজ্ঞান তাঁহারই সম্মীলন সাহায্যে অনন্তভাবে পরিচালিত, অতএব তাঁহাকে নির্ভর করিয়া তুমি যাহা দৃষ্টি কর তাহাই সত্য ও অনন্ত জ্ঞান শিক্ষার মূল। যাহা তোমার স্থূলত্বের সীমা, তাহাই তোমার জ্ঞানের সীমা। তোমার ঊর্দ্ধ-চক্ষু বিকাশ না হইলে কদাচ সেই সীমার বাহিরে দৌড়িতে পারিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

শাস্ত্র ও সূক্ষ্ম কালজ্ঞান।

এজগতে তর্ক ও যুক্তির ভ্রম-শূন্য মীমাংসা কিছুতেই হইতে পারে না, কেহই তাহা করিতে পারেন নাই ও পারিবেন না; ভাবিয়া দেখিলে মূল একটী কথা লইয়াই বহু কথা হইয়াছে; যেমন একটী বীজ হইতে বহু শাখা প্রশাখা ও ফল পুষ্পাদি সমন্বিত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একই বেদ-মূল হইতে বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে; সেই বিরোধই মূলের অবনতির মূল ও স্থূল জ্ঞানের সাহায্যকারী, অতএব তাহা লইয়া বহু বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আদিগুরু ব্রহ্মার বেদ নির্ম্মল

আদর্শস্বরূপ, তাহাতে উচ্চ দার্শনিকের মহৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হইতে সামান্য আর্য্যকৃষকগণের সামান্য-বুদ্ধি-নির্গত সুললিত গীতচ্ছায়া পর্য্যন্ত সকলি প্রতিবিম্বিত হয় ; সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ মুখ লইয়াই তন্মধ্যে দৃষ্টি করুক না কেন, তদীয় প্রবোধ জনক তদনুযায়ী মুখই তাহাতে অবলোকন করিবে। কাহারও মুখ কাহারও নিকট ভ্রমাত্মক বা অপ্রাকৃত মনে হইবে না ; সুতরাং তাহা লইয়া পরস্পরের দৃষ্টিকে ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত বলিয়া অনর্থ বিরোধ করা কোনও যুক্তিসঙ্গত নহে। যিনি একমাত্র সূক্ষ্মপথে বেদ-মূল-প্রণব জ্ঞান দ্বারা চিন্ময় শক্তিকে আহ্বান করিয়া সকলকে একমাত্র সূক্ষ্মপুরুষাত্মক ও সূক্ষ্মময় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার

সকলি অভ্রান্ত হইয়াছে ; তিনি আর বেদ-বিধি লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই ; তাঁহার ঐশী-তেজাত্মক উচ্চজ্ঞান বেদের সকল বিধিতেই একরূপ দৃষ্ট হইয়াছে। তাই বলিলাম শাস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব লইয়া এত বিস্তৃত ফল লাভ হয় যে, সামান্য মানব দেহ লইয়া মহাসমুদ্র উত্তীর্ণের ন্যায় তাহা হইতে কোন ক্রমেও উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যিনি একটীমাত্র অব্যক্ত ব্রহ্ম-শব্দ-জ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন ; যিনি শব্দের মূল অবগত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার যাবতীয় অভিধান জ্ঞানের সাহায্য হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ? এই দেহ-চৈতন্যের সূক্ষ্ম অবতরণিকাই বৃহৎ তর্কের স্থল। যেখানে দৃশ্য

সেই থানেই সংশয়; বিচার করিয়া দেখিলে দৃশ্যমান বস্তু মূলমহাভূতের বৈকারিক রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং মনুষ্যের সংশয় ও তর্কজ্ঞানও তাহার লয়ের সহিত লয় হইয়া থাকে। তুমি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ একই মনে কর; হইতে পারে না, হইবে না, কিছুই মনে করিও না;—যদি কর, যাহা কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না, তাহা হইল কি উপায়ে? যাহাকে কখন দেখি নাই, তাহাকে দেখিতেছি কি প্রকারে? যাহা কস্মিন্-কালেও দেখিতে ও শুনিতে পাই নাই তাহারইবা অস্তিত্বানুভব কোথা হইতে হয়? অতএব বর্ত্তমানে তোমার দেহ ও স্বভাব লইয়া তুমি যাহা জানিয়াছ, তাহাতেই স্থির হইয়া আরও তাহা ভাল করিয়া জান।

তাহা হইলে তৎসংশ্রবীয় অন্যান্য বিষয় আরও উৎকৃষ্ট রূপে জানিবে। মনকে বিশুদ্ধ ও স্থিরতর করিয়া ধ্যানকে একাগ্র কর, সম্মুখে যাহা দৃষ্ট করিবে, অথবা চিন্তা করিয়া ধারণা করিবে, তাহা কদাচ অসত্য হইবে না। ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমার নিকট অসত্য প্রতীয়মান হইলে তাহা জগতের সম্বন্ধে অসত্য নহে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা তোমার ব্যক্তব্য, সেই বিষয় গাঢ় চিন্তা করা হইলে, তাহা তাহার এজীবনের নাহউক অপর জীবনের হইবে। কর্ম্মের প্রয়াশ পূর্ব্ব ও পরদেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, সুতরাং কাহারও জীবনে যে কোন প্রয়াশ দর্শন করিবে, তাহা তাহার জন্মান্তরিন বলিয়া স্বীকার করিবে, এবং তাহা হইতে তাহার

ভবিষ্যৎ জন্ম ও কর্ম্মাদির বিষয় নির্ণয় করিবে; তুমিও বর্ত্তমান, সেও বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার বর্ত্তমানে স্থির-লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লও; তাঁহাকে চিনিলেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।

তুমি কস্মিন্‌কালেও ভবিষ্যৎ বা ভূত হওনা, তোমার কর্ম্ম সকলই ভূত বা ভবিষ্যৎ হইয়া তোমাকে ভূত ভবিষ্যতের আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি ভবিষ্যৎ হইতেছ, ভূত হইতেছ, ইহা মনে করিবে না। তোমার ভৌতিক দেহ-যন্ত্র সকল তোমাকে অসার ও স্থির আশ্রয় পাইয়া ভূত ভবিষ্যৎ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তুমি স্থির-বর্ত্তমানের আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে সুস্থির করিলেই তাহারা স্থির ও তোমার অধীন হয় এবং তোমাকে ভূত ভবিষ্যৎ বিহীন

করিয়া চিরকাল তোমার সেবা করিতে পারে; তুমি স্থির কালের সহিত গতি-বেগ শূন্য হইয়া নিশ্চয় অমর হইতে পার। তোমাকে লইয়া যাহারা বিবিধ ভূতচক্রে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের অধীন করিয়া বিবিধ রূপান্তরে স্থিতি ও অস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগকে পরমশত্রু বলিয়া জান। কালের অথবা তোমার আত্মার ভূত ভবিষ্যৎ কিছুই দৃষ্টি হয় না, যাহারা তোমার পুনর্জ্জন্মের হেতু ও কৈবল্য লাভের শত্রু, তাহারাই ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আপনারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অতএব তুমি তাহাদিগের আশ্রয় ত্যাগ কর ও অনন্ত সক্ষ্ম কালের সহিত এক হও। সাধু-গণ প্রাকৃতিক ব্যাপার ও দৈহিক কর্ম্ম-সূত্র দ্বারা পুনর্ব্বন্ধন করিবার জন্যই

পাপ পুণ্য বা কর্ম্মকাণ্ডের হিসাব স্থলে কালকে বিভাগ করিয়াছেন; তাই সম্বৎসর, ঋতু ও মাসাদির বিভেদ হইয়াছে; নতুবা স্বয়ং কাল বিভক্ত নহে, সামান্য জড় জগৎ সম্বলিত চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহের পরিবর্ত্তন দ্বারা মহৎ কালকে বিভাগ করা যায় না, কাল অনাদি অনন্ত ও স্থির; যেমন তোমার আত্মার আশ্রিত দৈহিকাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমাকে বাল্য বৃদ্ধ যৌবনাদি বিবিধ অবস্থায় বিভাগ করা গিয়াছে, সেইরূপ কালকেও দিবা রাত্রি মাস পক্ষাদি দ্বারা অবস্থা বিশেষে বিভাগ করিয়া তোমার সহিত বাহিরে একই প্রকার করা হইয়াছে। বাহ্য চক্ষুর দৃষ্টিতে যেমন কালকেও তদ্দারা গতিশালী বোধ হয়, তোমাকেও সেইরূপ তাহার অধীন গতি বিশিষ্ট

বলিয়া বোধ হয়, অতএব স্থির জ্ঞান সম্মত তুমিও যাও না, কালও যায় না। তোমরা আবহমান একভাবে ও একরূপ দৃশ্যে এই অনন্ত কালের সহিত একত্রে অবস্থান করিতেছ। কর্ম্ম ও বাহ্য বিষয়ের কল্পিত আশ্রয় দ্বারাই তোমাদের গতি মানা হইয়াছে, তোমরা তাহাতে কদাচ লিপ্ত নহ, কস্মিন্ কালেও হইবে না। যেমন তোমার দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিবে, সেইরূপ চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রের সহিতও কালের সম্বন্ধ থাকিবে। যেমন তোমাদের দৃশ্যমান রূপাদির বিনাশ ও পুনরুৎপত্তি হইবে, সেইরূপ কালের বক্ষেও এই পৃথিবীতে দিবা রাত্রি ঋতু পক্ষ প্রভৃতি সময় বিভাগে কত কি উৎপত্তি ধ্বংশ ও পুনরুৎ-পত্তি হইবে; অতএব তোমার

দেহ, কালের দেহ ও চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের দেহ একইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণে উৎপত্তি ও ধ্বংশবান হইয়া জড়-জগতের মহিমা ঘোষণা করিবে; আবার আত্মা ও কাল একরূপ চৈতন্ত প্রভাব বিশিষ্ট হইয়া তাহার সহিত চির কালই ক্ষয় বৃদ্ধি হীনত্ব ভাবে আধ্যাত্ম মহিমা ঘোষণা করিবে, জড়ের সহিত লিপ্ত হইয়াও লিপ্ত হইবে না। তুমি বাহ্যচক্ষু দ্বারা দেখিবে সময় গেল, আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিব সময় যায় নাই, তোমার কর্ম্মই গেল; তুমি পুনঃ২ কর্ম্মক্ষেত্র কর্ষণ করিতে চলিলে, তৎসহ গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিবর্ত্তন হইল, দিবা আর রাত্রি হইল, তাহাতে কালের কিছুই ক্ষয় বৃদ্ধি হইল না; অতএব তোমার আত্মাকে কালের সহিত মিত্রতা করাও, কালের

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্রব পরিত্যাগ করাইয়া দেহকে স্বতন্ত্র আত্মার শক্তি দ্বারা রক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি মনুষ্য-কর্ম্মের ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল অবগত হইতে পারিবে। জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বিবিধ পরিবর্ত্তন তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে অর্থাৎ তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবে। যোগীগণের এই একমাত্র মহাসিদ্ধি তুমি কস্মিন্ কালেও যুক্তি ও কর্ম্মের বিরুদ্ধ মনে করিবে না।

অস্মদ্দেশীয় মহাত্মা-মহর্ষিগণ প্রণীত যাবতীয় শাস্ত্রই নিগুঢ় বিজ্ঞানার্থ পূর্ণ। আমাদিগের পিতৃগণ আধ্যাত্ম সূক্ষ্মজ্ঞানবলে জগতের সর্ব্বজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা একমাত্র মহান্ ধর্ম্ম-সূত্রে সকল শাস্ত্রের ও সকল অর্থের মূল বন্ধন করিয়া

গিয়াছেন, সেই মহাবন্ধন দ্বারা আজিও আমাদিগের যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড, বিবিধ বিচার ও ব্যবহার পদ্ধতি সমাজাদিতে যথা নির্দ্দিষ্ট রূপে চালিত হইতেছে। তাঁহাদিগের পাত্রাপাত্র ও হিতাহিত জ্ঞান ছিল, এজন্য কাহারও গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া শাস্ত্রীয় বিশ্বাস মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই এবং সেজন্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিতেও চেষ্টা করেন নাই। যদি তাহা করিতেন, তাহাহইলে সমাজে ব্যক্তি বিশেষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম লইয়া বড় গোলযোগ হইত, এমন কি অনেকানেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম আদৌ সম্পাদন হইত না, এবং জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মেরও এতাধিক নিগূঢ় মহিমা থাকিত না; সহজেই বন্ধনচ্যুত ও পরিবর্ত্তিত

হইয়া বৈদেশিক রাজার যথেচ্ছাচারিতায় উৎপাটিত হইত, মনুষ্যের মন দুর্ব্বল ও তদ্ধেতু শারিরীক মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হইত। যাহাদিগের অভাব নাই তাহারা আদপে নিত্য নৈমিত্তিক কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিত না, তদ্ধেতু তাহাদিগের বিষম ক্ষতি হইত। জ্ঞান সকল ক্রমে ক্রমেই ইন্দ্রিয়-কল পরিচালক মনকে মার্জ্জিত করিয়া স্বভাবিক বিজ্ঞান পথে ধাবিত হয় ও তত্তৎপথীয় মধুর আস্বাদে মোহিত হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য তাহাদিগের সেই ক্রমক্রমিক কর্ত্তব্য-হৃদ্বোধ অপেক্ষা সহসা যুক্তি ও বিজ্ঞান সমালোচনা হৃদয়ঙ্গম করাইবার অধিক আবশ্যক হইত না। আবশ্যক হইলে তাহা সেই কর্ত্তব্য

পালন দ্বারাই মনুষ্যের যাবতীয় উন্নতির সঙ্গে বোধগম্য হইত।

ঋষিগণের নিগুঢ় বিজ্ঞান-ভাব-উদ্ভাসিত মহাবাক্য সকল কিছুতেই অবিশ্বাস করিবার নাই। যাহা তোমার শরীর মন ও আত্মার পক্ষে উৎকৃষ্টতর এবং ইহলৌকিকও পারলৌকিক কল্যাণ কর, তাহাই তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করিয়াছেন; সে আদেশ যুক্তি ও বিজ্ঞানের এক পাদও বাহিরে নহে, পরন্তু গভীরার্থপূর্ণ পুষ্প-মাল্যাভ্যন্তর-গত অদৃশ্য সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় গ্রথিত, সেই ঋষিবাক্য সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তোমার জীব-মুক্তির জন্য তোমাকে বাধ্য হইয়া পালন করিতে হইবে; যুক্তিও বিজ্ঞা-নের অবৈধ তর্কে তুমি তাহা কদাচ ভ্রম করিতে পারিবেনা; এই জন্য তাঁহারা

তোমার বাল্য বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া প্রধান্যে আনিবারজন্য বিবিধ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন, অন্যরূপ হইলে পারিতেন না, তাঁহাদিগের মত তাঁহারা করিলে তোমরাই বঞ্চিত হইতে। এক্ষণে যাঁহারা সেই পুষ্পমালার মধ্য স্থিত সুন্দর সুন্দর ফুল গুলি ফেলিয়া দিয়া মূলসূত্র উৎপাটন পূর্ব্বক সেই বাক্য সকলের ভাবার্থ বুঝাইতে প্রয়াশ পাইতেছেন, তাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষের বৃথাতর্কাগ্নিতে যুক্তি-ঘৃত ও বিজ্ঞান-ইন্ধন আহুতি দিতেছেন, ফলতঃ পুড়িয়া ভস্ম ও ধুম্রজাল ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতেছে না।

অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রার্থ বচন গুলি কোন মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানীজন কর্তৃক

বিশেষ রূপ চিন্তিত হইলে তাহাহইতে যে বিবিধ বৈজ্ঞানিক ভাবার্থ পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মতঃ বা কার্য্যতঃ পরিণত করিলে সমাজ ও আত্মার পক্ষে পরম মঙ্গল জনক ; এস্থানে দুরূহ শাস্ত্র সম্ব ন্ধীয় দুই একটী বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয় লিখিত হইল।

তন্ত্রশাস্ত্রে বিবিধ বিষয়াশক্ত মানবগণের অভিলষিত বিষয়াশ্রিত কাম্যকর্ম্মাদিদ্বারা বিশেষ বিশেষ প্রকৃ-তির বিশেষ২ সাধনার নিয়ম ও তদ্দ্বারা শারিরীক মানসিক উন্নতি ; মনুষ্য যেরূপ স্বভাব ও যেরূপ প্রকৃতি লইয়া যেরূপ কর্ম্মই করুক না কেন, তাহাকে তত্তৎপথে বাধা না দিয়া তাহা-হইতেই তাহার আত্মজ্ঞান ও মুক্তির সোপান উদ্‌ঘাটন করিয়া দেওয়া ; যাঁহার মন যেরূপ তাঁহাকে তদনুযায়ী

ধ্যেয় বস্তু দ্বারা ধ্যানাশক্ত করা, যাঁহার ধারণা যেরূপ তাঁহাকে তদনুযায়ী শক্তি ও পদার্থের আশ্রয়ে শক্তিমান রূপে গঠিত করা, যাহার প্রলোভন যাহাতে তৎপ্রতিম ঐশ্বরীক কল্পনা হইতেই তাহাকে সমাধিস্থ করা ; যাহার যে বস্তু স্বাভাবিক প্রীতিপ্রদ, সাধক ও সাধনা বিশেষে তদনুযায়ী উপকরণ সমষ্ঠি দ্বারা আত্মাকে অর্চ্চনা করিবার নিয়ম ; সেইরূপ মন্ত্র, সেইরূপ জপ, সেই রূপ আসন, বস্ত্র, ধুপ, দীপ ও পুষ্পাদি ব্যবস্থিত হইয়াছে ; মনুষ্য তাহার আশ্রয়ে ক্রমশঃ গম্ভীর জ্ঞানে নিয়োজিত হইতে পারে, অপর ভাবে দিতে দিতে ক্রমশঃ আত্মাকে চিনিয়া তাঁহাকে দিতে পারে ; এইরূপ প্রণালীর সাধনায় মনুষ্য সহসা হতাশ হয় না, এই প্রণালীতে দেহ ও মনকে

সমভাবে উচ্চপথে আকর্ষণ করায়। মহা অজ্ঞান ব্যক্তিও ইহার প্রার্থনায় লোলুপ, ইহাতে স্ব স্ব বিষয়ীভূত পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, মনকে বঞ্চিত করিতে পারে না, অথচ ক্রমশঃ বিষস্থ বিষমৌষধের ন্যায় মন হইতে বিষয়াশক্তি দূরীভূত হয়, অতএব ঋষিগণ-অনুষ্ঠিত এই কর্ম্ম-মার্গ কতদূর উচ্চ বিজ্ঞানাত্মক তাহা সামান্য বুদ্ধির ব্যক্তি কি বুঝিবে ?

যে সাধক দেবার্চ্চনা কালীন শঙ্খ ও ঘণ্টা সকলের দীর্ঘ-নিনাদ শ্রুত হইয়া যোগনাদানুকূলে আত্মচিত্তকে অন্যবিধ বৈষয়িক শব্দ হইতে সুস্থির ও স্তম্ভিত করিয়া আকাশীয় তত্ত্বের মহৎ শক্তি লাভ করিয়াছেন ; যাঁহার সূক্ষ্ম ব্রহ্মবীজ নামধেয় মন্ত্র সকল, সকল বাহ্যাহ্বান পরিত্যাগ করিয়া পরমা-

স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছে; যে সাধক চন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাদির সাত্ত্বিক গন্ধে স্নায়ু সকলের স্থৈর্য্যতা, মানসিকশান্তি, পবিত্রতা ও একাগ্রতা আকর্ষণ করিয়া বাহ্যলোভ ও বাহ্য ধ্যানকে পরাস্ত করিয়াছেন; তৎকালীন যাঁহার শরীরে পৃথ্বী বা জলাদি তত্ত্বের জড়তা স্তম্ভিত হইয়া উষ্ণ মানসিক তেজে সমাহিত হইয়াছে; যিনি সুন্দর বেশ ভূষা প্রদত্ত ও আত্ম প্রীতিপ্রদ মোহন বা মোহিনীমূর্ত্তিতে ঐশীভাবে উক্ত তেজের বিষয়ানুভূত দৃষ্টিসংযোজন দ্বারা তাঁহাকে জগৎ-প্রাণ বায়ুর আশ্রয়ে পরম সত্ত্বাবান দর্শন করিয়াছেন; যখন তাঁহার দেহস্থ জড়ত্ব উন্মূলিত হইয়া নিত্য-চৈতন্য প্রভাবে প্রাণময়, জ্ঞানময় ও সর্ব্বময় ইত্যাকার জ্ঞান জন্মিয়াছে

এবং তাঁহাকে তিনি উচ্চস্থ সর্ব্বাত্ম-বুদ্ধির আশ্রয়ীভূত একমাত্র শব্দ-ব্রহ্ম গুণাত্মক আকাশে নীত করিয়াছেন ; তখন তিনি নিরাকার, নিরাময়, অব্যয়, অনন্ত ও অসীম প্রভাব সম্পন্ন হইয়া কেবল আপনার মধ্যেই সেই অভিলষিত বস্তুকে দর্শন করিয়া থাকেন; এইরূপ যাঁহাদিগের ক্রমশঃ স্থূল-প্রভাব হইতে সূক্ষ্মপ্রভাব সমন্বিত আধ্যাত্ম শাস্ত্র-জ্ঞান, তাঁহারা জ্ঞানী জগতকে অদ্যাপি সেই শাস্ত্র দ্বারা মোহিত করিতেছেন।

যে পুরাণাদি শাস্ত্রে মানব জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এক একটা মহাশাখা লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। বিবিধ আশ্রম ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বিবিধ জাতীয় ধর্ম্মের বিবিধ দৃষ্টান্ত ; দেহ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-বন্ধনাশ্রিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল ;

বিবিধ নীতিমার্গ ও সুনীতি সকলের প্রসঙ্গে লোক শিক্ষার চরমসীমা; মানব শিশুর মূলশক্তি,-ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের আকর্ষণে আকর্ষিত ও তাহাতে বদ্ধমূল হইয়া তচ্ছক্তি প্রভাবে সকল আশ্রমের পূর্ণতা সম্পাদন; বিবিধ প্রকৃতির বিবিধ সুপ্রবৃত্তি সকলের চরমোৎকর্ষ সাধনের উপায়; স্ত্রীপুরুষের পৃথক পৃথক আচার, নীতি, নিয়ম, আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, অতিথিসেবা, পরোপকার, পরস্পর পরস্পরের প্রতিপালন, পূজন, অর্চ্চন, আহ্বান, শাসন, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ সুব্যবস্থা সকলের নিদর্শন: বিবিধ পদার্থ তত্ত্বের সূক্ষ্ম মূল উদ্ধার করিয়া তৎসহ মনুষ্যের বিবিধ শুভাশুভ কর্ম্মাদির সংস্রব ও বর্জ্জন, এবং তদ্দ্বারা শরীরপালন ও মনের

উৎকর্ষতা সাধন ; বিবিধ প্রাকৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধ বিচার দ্বারা বিবিধ লক্ষণালক্ষণ নির্ণয় করিয়া তদ্দ্বারা উপস্থিত অনুপস্থিত শুভাশুভ নির্ণয় ; তাহার প্রতিবিধানের উপায় প্রভৃতি হিতাহিত বস্তু ও কার্য্য পরম্পরার ভূয়ঃ ভূয়ঃ উল্লেখ দ্বারা মনুষ্যকে সতর্ক করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আমরা পুরাণে লিখিত দৃষ্ট করি ; বাস্তবিক পুরাণশাস্ত্র আমাদিগের সকল শাস্ত্রের আদর্শ ও সকল শিক্ষার কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণ ভ্রমান্ধের চক্ষু দর্শনের ন্যায় বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। অজ্ঞান ও জ্ঞানীর আশ্রয়, গল্পের প্রবাহে গভীর বিজ্ঞান উপার্জ্জনের ভাণ্ডার ইহাপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে ?

এতদ্ব্যতীত স্মৃতি, ব্যবস্থা, মীমাংসা,

দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম-জ্ঞান-গর্ভ বিষয় সকল আরও উচ্চতম, তাহার মূলবিষয় বিজ্ঞতা পূর্ব্বক খুজিলে এই পৌরাণিক দৃশ্যেই পাওয়া যায়। আর্য্য-জাতির দর্শন শাস্ত্র সিদ্ধাবস্থার মানসিক তেজের প্রতিবিম্ব; ইহাতে পাশব প্রকৃতি বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির অনধীন ব্যক্তি কখন বুদ্ধিস্ফুট করিতে পারে না; এই শাস্ত্রই বেদের মূল এবং মনুষ্যদিগকে জ্ঞানাশ্রয়ে সর্ব্ব কামনার শেষ অর্থাৎ নিষ্কাম নির্ব্বাণ পথে লইয়া যায়। কপিলের মহত্ত্ব, শুকের বৈরাগ্য ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এই মূল দর্শনের অলৌকিক আশ্রয়; বেদের গভীরত্ব ও গম্ভীরভাব একমাত্র জ্ঞানেই শোভা পায়, সেই শোভা জ্ঞানীগণ ভিন্ন আর কেহই ধারণ করিতে পারেন না; আবার সেই

জ্ঞান জন্ম জন্মান্তরিন সুকৃতি না থাকিলে আপনি উৎপন্ন হয় না।

আর্য্যজাতি আরও কতকগুলি মূল বিষয় লইয়া গভীর গবেষণা পূর্ব্বক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা, শিল্প, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীত, জ্যোতিষ ইত্যাদি তন্মধ্যে পধান। চিকিৎসা শাস্ত্রে শরীর ও পদার্থের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ লইয়া দেহস্থ বাত পিত্তাদি প্রকৃতির সমতাদ্বারা স্বাভাবিক পরমায়ু পর্য্যন্ত জীবনরক্ষা ; কোন কোন প্রকৃতির বিকৃত অবস্থায় তাহাকে অমোঘ উপায়ে প্রকৃতিস্থ এবং কোন কোন আধ্যাত্মিক যোগাদি ক্রিয়া দ্বারা এককালীন বিকৃত-দেহ মৃতপ্রাণীকেও সঞ্জীবন করা, এইরূপ মহিয়সী ঐশী ক্ষমতা কস্মিন্‌কালে কোন্ জাতীতে বর্ত্তমান ছিল? দেশ কাল ও পাত্র

বিশেষে ; ঋতু, মাস, পক্ষ, দিনও মুহূর্ত্ত বিশেষে ; গ্রহ, নক্ষত্র, আধার, আধেয় ও দ্রব্য বিশেষে ; রোগী, বৈদ্য, ঔষধ ও ক্ষমতা বিশেষে ; ব্যবহার, প্রবৃত্তি, শান্তি, অশান্তি ও ধর্ম্ম বিশেষে ; মিশ্র, অমিশ্র, ভক্ষ্য, অভক্ষ্য, সুমিশ্র ও কুমিশ্র বিশেষে ; সংস্পর্শ, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও মন বিশেষে উপ, অনুপ, ভৌতিক, আধিভৌতিক ও দৈব বিশেষে ; কোন্ দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীতে এতাধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিস্থাপিত হইয়া মনোবুদ্ধির অগোচর মরত্ব ও অমরত্বের বিচার করিত ?

আর্য্যজাতির কর্ম্মকাণ্ড সকল শিল্প নৈপুণ্য পূর্ণ। ইহাতে দৃশ্যাপেক্ষা জ্ঞানার্থ ও সারভাগ অধিক। দানবগণ এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ময়-দানব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠীরের ইন্দ্রপ্রস্থ, স্বর্গ-

শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকৃত বিবিধ প্রাচীন দেবমন্দির ও কৈলাসাদি স্বর্গধাম, শ্রীরামচন্দ্রের অত্যদ্ভুত সাগর সেতু এবং আজিও বর্ত্তমান প্রাচীন তীর্থ স্থানীয় মন্দির প্রভৃতির শিল্প নৈপুণ্যের বিষয় কে না প্রশংসা করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবে? কিন্তু কালের কুটিল-বক্ষে নশ্বর কর্ম্মকাণ্ড চিরকাল শোভা পায় না, তাই দানব গণের হস্তে এ বিদ্যা অর্পিত ছিল; রাজর্ষিগণের পতনের সহিত ইহার পতন হইয়াছে! অনন্ত হৃদয়ের জ্ঞান বহির্বস্তুতে চিরঞ্জীব থাকিতে পারে না, সচঞ্চলা প্রকৃতির দেহ বাহ্য-ভৌতিক মিশ্রণেই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে, সুতরাং আর্য্যবুদ্ধি এরূপ বাহ্য-জ্ঞান লইয়া তাদৃশ গর্ব্ব করে নাই।

অসুরগণ হইতে আয়োদ্ধার, দেশ,

উদ্ধার, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, সর্ব্বপ্রকার শান্তি সংস্থাপন, নিরুপদ্রবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ, ধর্ম্ম কর্ম্মাদির সংস্করণ ও দেবগণেরসম্মানের জন্য এইধনুর্ব্বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মা ক্ষত্রিয় গণকে বাহু হইতে বাহুবল প্রদান করিয়া দণ্ড দ্বারা পুণ্যের সংস্থাপন ও পাপের উৎপাটনের জন্য এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে বলেন। বাস্তবিক তমোগুণের বিনাশ, রজোগুণের বৃদ্ধি ও সত্ত্বগুণের সংস্থাপন জন্য এই শাস্ত্র আর্য্যজাতির অতীব প্রয়োজন ছিল। বিবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরক হইতে যাহারা কর্ম্ম ফল প্রবাহে পুনঃ২ তদনুযায়ী বিবিধ কুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভার আরও বৃদ্ধি করিত, তাহাদিগকে পুনরায় সেই স্থানে প্রায়শ্চিত্তের জন্য

প্রেরণ করিবার মানসে রাজদণ্ড ও সমরদণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপুরুষগণ স্বয়ং যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া ঐশী-তেজ সঞ্চয় পূর্ব্বক এই ভূ-ভার হরণের জন্য তপস্যা করিতেন; সেই যোগ-তেজ হইতে যুগে যুগে চিন্ময় ও অনন্ত শক্তির প্রাদুর্ভূত হইত; তিনি অবতার রূপে নর বা কিম্ভূত কিমাকার দেহ পরিগ্রহ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে পৃথিবীকে অভয় দান করিয়া আবার স্বীয় তেজে লীন হইতেন। তাঁহার এই প্রকার পুরুষ বা প্রকৃতি রূপ পরিগ্রহ করা এবং একএক সময়ে একএক রূপ সমর নীতির প্রদর্শন করা যুগে যুগে অনেক বার হইয়াছিল। ঋষিগণ সেই সমস্ত নীতিবল সঞ্চয় করিয়া রাজর্ষিগণকে ধনুর্ব্বেদের উপদেশ করিয়া গিয়া-

ছেন। বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, ভরদ্বাজ, দ্রোণ প্রভৃতি সেই শাস্ত্রের গুরু ও প্রণেতা ছিলেন। যিনি পুরাণাদি শাস্ত্রে কুরুক্ষেত্রাদি আর্য্যযুদ্ধের মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তিনি আর্য্যজাতির বীরত্ব ও শূরত্বের বিষয় বুঝিতে পারিবেন। আর্য্য-বীরগণ যোগবলে পঞ্চ মহাভূতাশ্রিত শক্তিসকলকেও আপন আপন হস্তগত করিতেন ও তদ্দ্বারা বিবিধ সন্ধানে বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা বিবিধ মার্গে, বিবিধ ব্যূহে, বিবিধ ঋতুতে বিবিধ প্রণালীর যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদিগের যেমন প্রতিজ্ঞা, তেমন শক্তি, তেমন বিচিত্র-বুদ্ধি ছিল। তাঁহারা বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র সকলকে স্বীয় চৈতন্য ও মন্ত্র প্রভাবে চৈতন্যবৎ আজ্ঞাবহ দর্শন করিতেন। তাঁহা-

দিগের যুদ্ধনীতি জগতে অতুল্য ও অচিন্ত্য ক্ষমতাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

সাধুদিগের গভীর হৃদয়-স্রোত বাহিরে দেখাইবার জন্য শব্দ-বিন্যাস-মাধুর্য্য লইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সঙ্গীত আদি ও মূলশাস্ত্র। ইহা অব্যক্ত ভাবাধিকারী ও ইহার পীযুষধারা সর্ব্বাবস্থার সকল প্রকৃতিকেই আনন্দরসে নিমগ্ন করে। ইহার মূলাশ্রিত বিবিধ প্রকৃতির বিবিধ রসহিল্লোলের সহিত বিবিধ রূপ দৃশ্যের সৃষ্টি এবং তাহাতে অলৌকিক আশক্তি ও ধ্যানভাব জন্মায়। ভক্ত সাধকগণ এই প্রকার ধ্যানকেই মুক্তির একমাত্র সোপান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; অনন্ত-জ্ঞান-

কল্লোল-পূর্ণ বিশ্ববারিধির কূলে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তগণ শুধু অশ্রু-জল সাহায্যে এই সঙ্গীততরণিতে পার হইয়া থাকেন। সঙ্গীত দ্বারা মূল-তত্ত্ব আকাশকে বিস্ফারিত ও সর্ব্ব-ত্রস্থ করা যায়, পৃথিবীকে লঘু ও জলকে কঠিন করা যায় এবং তেজকে জল ও বায়ুকে স্তম্ভিত করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় পথগামী করিতে পারা যায়। সঙ্গীত হৃদয়ের তম শোষণ করে, মানসিক রজ-স্তেজ দ্বারা হৃদয়স্থ কমলকে বিক-শিত করে এবং ঐশীসত্ব শক্তিতে ঊর্দ্ধস্থ ও জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রকিরণে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করে। সঙ্গীত-সাধক সিদ্ধমহাপুরুষ সামান্য স্থূল দেহ ছাড়িয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে সুখে প্রয়াণ করিতে পারেন, সর্ব্ব-

ভূতকে বশীভূত করিতে পারেন, বিবিধ বাহ্যিক বিকার হইতে মনকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন; সঙ্গীত দ্বারা প্রকৃতিগুণসমূহ বিস্মৃত হইয়া সূক্ষ্ম পুরুষে মিশ্রিত হয়েন ও তদ্বলে নিত্য নব নব সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদিগের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা-প্রকৃতি সরস্বতী দেবী সেই সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয়া প্রতিমূর্ত্তি। সঙ্গীত সাক্ষাৎ বিষ্ণুমায়া, মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া সঙ্গীত ভিন্ন কিছুতেই সেই দেহের পালন ও পোষণ হইতে পারে না। সাকার দেহ মাত্রেই প্রকৃতি এবং সঙ্গীত বিবিধ ভাবে এক মূল উচ্চারণ হইতে উদ্ভবা এবং এক শরীর বিশিষ্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিতয় যোগ-মূর্ত্তি এক মাত্র অব্যক্ত আকাশ-গুণময়ী

সঙ্গীতের আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার অব্যক্ত আদি বেদবাক্য হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই মূল সঙ্গীত সাকার এবং নিরাকার রূপে সুক্ষ্ম পুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া জগৎ পালন, সংহার ও সৃষ্টি করিতেছে। সেই সঙ্গীত বিবিধ স্থূলে আসিয়া কালভাব ও রূপাদিতে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গম প্রাণীতে আশ্রয় করিয়া আছে। আমরা তাল, মান, দিন, ক্ষণ প্রভৃতি সংযোজন করিয়া সঙ্গীতকে লালিত্যময়ী দেখিতে পাই। ঋতু, সময় ও পদার্থ বিশেষে আরোপ করিয়া ইহার ভাব মাধুর্য্য বুঝিতে পারি, এবং প্রত্যেক অবস্থায় ইহার আবাহন করিয়া দেশ বিশেষে, বিশেষ বিশেষ ভাবলাবণ্য

বুঝিতে পারি। সর্ব্বভূতে ব্যবস্থিত পরমাত্মা যেমন গুণময়-জীবাত্মার আশ্রয়ে এক দেশানুযায়ী ব্যবস্থিত হইয়া কর্ম্মদেহ ভোগ করেন, আমরাও মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়া ক্রমশঃ অব্যক্ত হইতে কর্ম্মানুযায়ী সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একমতানুযায়ী তাঁহার পূজা করিয়া থাকি। আমাদের এ পূজা ও মন্ত্র অন্য কোন কর্ম্মসহযোগী না হইলেও ব্যর্থ হয় না। তাই একাত্মা ব্রহ্মতেজবিশিষ্টা শব্দ-বিন্যাসরূপিণী সঙ্গীত উচ্চ আকাশ তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী ও মূল-বীজ সাধিনী। ব্রহ্ম-পিপাসু কর্ম্ম—পাশাবদ্ধ মহাত্মাগণ তাই ইহাঁকে আদি হইতে অনুপমা বলিয়া আসিতেছেন ও সর্ব্ব-বিষয়-শব্দ—

মূল মন্ত্রে সুর লয়ে সুস্থির রাখিয়া-
ছেন। আমরা এক্ষণ এই মহান্
শাস্ত্রমূল বিস্মৃত হইয়াছি। সঙ্গীত
শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য আর বুঝিতে
পারি না। আমাদিগের গৃহে সেই
সৌন্দর্য্যরূপিণী শ্বেতপদ্মবাসিনী
আর বীণা লইয়া সেরূপ ভাবে
বিরাজ করেন না, যদিও সেই
আনন্দময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি রহিয়াছেন,
তথাপি আমরা তাঁহার হাব ভাব
ভাবা মর্য্যাদাদি কিছুই বুঝিতে পারি
না, তিনি বিদ্যা কি অবিদ্যা তাহার
স্থিরতা হয় না; আর্য্যগণের এই
গভীর বিজ্ঞানের অবনতির বিষয়
আর কি বলিব!

তারপর জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ
নক্ষত্রাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ শরীরের
প্রতি পরীক্ষিত ও মীমাংসিত হইয়া

অনেক প্রকার উপদেশ প্রদত্ত হই-
য়াছে। তাহা হইতে তিথি নক্ষত্র
ও যোগ বিশেষে বিবিধ কাম্য কর্ম্মা-
দির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্দ্বারা
শরীর ও মনের সমতায় সেই সেই
কার্য্যে আশানুরূপ ফললাভ হয়,
কোনরূপ প্রাকৃতিক বাধা তাহার
নিকটবর্ত্তী জীব ও তদনুষ্ঠিত কর্ম্মের
ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে না।
তিথি ও যোগ বিশেষে অত্যাচারে
শরীর ও মনের উভয় বিপর্য্যয়
ঘটিলে মনুষ্যের যে যে প্রকার
হানি ও দোষ হইয়া থাকে, মহর্ষি-
গণ তাহা সূক্ষ্ম দর্শন ও যোগবলে
মীমাংসা করিয়াছেন, সুতরাং আপ-
নার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে না পা
রিলে কখন তাহা উপেক্ষা করিয়া
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ক্ষতিগ্রস্থ

হইবে না। নিষিদ্ধ তিথি নক্ষত্রাদি যুক্ত দিনে স্ত্রীগমন করিলে সন্তান ও স্বীয় দেহ সম্বন্ধে হানি হয়। ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিলে বিবিধ বায়ু বিকৃতি জনিত আলস্যের সঞ্চার ও পুত্রহানি, হয়। রবিবার মৎস্যমাংস ভক্ষণে মহাপাতক অর্থাৎ বিষ ভোজনস্বরূপ ফল হয়; শুক্রবার ক্ষৌর কর্ম্মে শুক্র ক্ষয় হয়, একাদশ্যাদি তিথি বিশেষে উপবাস, তিথি বিশেষে স্নান দানে দেহ ও মনের শান্তি আরোগ্য ও বিবিধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়। এইরূপ বিবিধ বিষয়ে জ্যোতির্বার্থ বচন সকলের প্রত্যক্ষ শুভাশুভ ফল যথার্থ সূক্ষ্ম ও ভূয়োদর্শন সম্মত মনে করিয়া সর্ব্বদা তাহা পালন করিবে।

শাস্ত্রে জ্যোতিষকে বেদের চক্ষুঃ

স্বরূপ বলা হইয়াছে, চক্ষু না থা-
কিলে মনুষ্যের যেরূপ সমূহ বিড়ম্বনা
অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকিয়া
এই শাস্ত্রে তাদৃশ জ্ঞান না থাকি-
লেও সেইরূপ বিড়ম্বনা দৃষ্ট হইয়া
থাকে। মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম্ম-
কাণ্ড একমাত্র কালের প্রবাহে
পরিচালিত হয়, সমস্ত কর্ম্মই উপ
যুক্ত সময় ও তদাশ্রিত শুভাশুভ
ফলের অধীন। সময়ের সূক্ষ্মতার
সহিত জীবনের সূক্ষ্মাংশ প্রতি
নিয়তই মিশাইয়া কোথায় চলিয়া
যাইতেছে। কি ভাবে চলিতেছে,
ঘটনার স্রোতে পড়িয়া আবার
কিরূপ শুভাশুভে পরিবর্ত্তিত হইবে,
কি অবস্থায় কিরূপ ক্রিয়ার অধীন,
কিরূপ স্থানের অধীন. কিরূপ ধাতু
ও প্রকৃতির অধীন, তাহার হিতা-

হিত ফল প্রকাশ পাইবে, এই সমু-
দায় সময়বিজ্ঞানের বিষয় অবগত
না থাকিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও
সম্পূর্ণ জ্ঞানবিকাশিত্বের পক্ষে
অনেক অভাব। আমরা যখন
যে শাস্ত্রের যে সূক্ষ্ম ফলানুসন্ধানে
ব্যস্ত হই, যখন যেরূপ কর্ম্ম-মার্গ
আশ্রয় করি, স্থূলতঃ সময়ের বিভাগ
করিয়াই তাহা হইতে ক্ষান্ত হই;
কিন্তু ঘূর্ণায়মান গ্রহনক্ষত্রাদির সূক্ষ্ম
গতি সংক্রমণ ও পরিবর্ত্তন এবং
তাহাদিগের পরস্পর যোগাযোগ
হেতু প্রত্যেক দিন, লগ্ন, মুহূর্ত্তাদির
আবির্ভাব বশতঃ তদাকর্ষণে পৃথিবী
ও আমাদিগের শরীরের যখন যে
রূপ স্থূল সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও হ্রাস
বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, তাহার সমতায়
কোন কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ সুচারুরূপ

ও অব্যর্থ শুভফল প্রত্যাশায় নিয়োগ করিতে পারি না। চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রণালী, রোগী ও রোগের সময় ও তদনুযায়ী সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধের ফল কোথাও অব্যর্থ দেখিতে পাই না। এই ঔষধে, এই সময় মধ্যে, এই এই সাময়িক লক্ষণে, এই ঔষধের সহিত সমৈক্যতায়, এই প্রকৃতির, এই গ্রহের আশ্রিত রোগীর এই রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে ; ইহা কয়টি সুচিকিৎসক সাহস করিয়া বলিতে পারেন ? ঔষধি দিতেছি এই সময়ে এই ঔষধি প্রয়োগ করিতে বলিতেছি, ইহাতে আরোগ্য না হয় উহা দিতেছি, আরোগ্য হইলে হইতে পারে, না হইলে উপায়ন্তর দেখ বা আয়ু নাই, ইহা ব্যতীত দৃঢ় কথা

কয়টী লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়? এইরূপ স্মৃতি শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান আর্য্য সমাজীয় ক্রিয়া কাণ্ডাদি লইয়া বড় গোলো-যোগ, অনেকেই সূক্ষ্ম গণিতাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা পূর্ব্বাপর যে সকল বিষয় শাস্ত্রে লিখিত দৃষ্ট করিয়া শৈশব হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ব্যতীত সৌর জগতে আরও কি পরিবর্ত্তন ঘটিল বুঝাইতে গেলেই মহা গোলোযোগ। কেহ প্রাচীন বিষয় লইয়া নূতন বিষয়ের সহিত মীমাংসা করিয়া সূক্ষ্ম সত্যের স্থিরতা করে, আজকাল এমন লোক অতি বিরল; সুতরাং, চর্চ্চাভাবে গণিত ও ফলিত জ্যো-তিষের পুরাতন শাস্ত্রাদিমার্গে, তৎ-

সময়ে যা হউক্ আধুনিক সময়ে সূক্ষ্ম ফলের সম্বন্ধে বড়ই হীনদশা-পন্ন, কতকগুলি স্থূল বিষয় ব্যতীত সূক্ষ্ম সাময়িক কাম্যকর্ম্মাদি সম্বন্ধে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না। এইরূপ সঙ্গীতাদি বিবিধ শাস্ত্রে একমাত্র সূক্ষ্ম কালজ্ঞানের উপর তদীয় বিচিত্রতার নির্ভর করে। যোগাদি শাস্ত্রেও সময় ও গ্রহ বিশেষে শক্তি ও সাময়িক বাতাভ্যাস এবং তত্ত্বাদির মূল না জানিলে সাধন করা বড় দুরূহ; যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড এক-মাত্র নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, নিয়ম সকল সাময়িক বিভাগ দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, সেই সময় সূক্ষ্ম কাল-জ্ঞান-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্যোতিষ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভি-

ক্ষতা থাকিলেই অত্যুৎকৃষ্ট হয়।

—:০:—

পঞ্চমাধ্যায়।

অধ্যাত্ম—জ্যোতিষ।

সৌর জগতের নয়টী গ্রহ তোমার পঞ্চভৌতিক দেহকে ধারণ করিবার নয়প্রকার নয়গাছি রজ্জু বিশেষ। জন্মকালীন ইহাদিগের স্থান বিশেষে স্থিতি ও দৃষ্টি সম্বলিত বন্ধন এবং কালচক্রের সহিত ভ্রমণজনিত তোমার অবস্থা-চক্রের দৈহিক, মানসিক, ভ্রমণ ও পরিবর্ত্তন ভাব দেখিয়া আমি মোহিত হই-

য়াছি। ইহারা স্বীয় স্বীয় ভৌতিক-
গুণ প্রভাবে তোমার ভৌতিক
দেহের ভৌতিকাংশে ক্ষমতা বি-
শেষে স্বীয় স্বীয় আকর্ষণ বিকর্ষণ
দ্বারা আধিপত্য করিতেছে। তো-
মার নবদ্বারও পঞ্চস্তম্ভ সম্বলিত এই
দেহরূপ পরিপাটী গৃহে কখন আ-
লোক কখন অন্ধকারে পূর্ণ হই-
তেছে। তোমার দেহস্থ স্তম্ভ
সকল এই নূতন, এই সুদৃঢ়
অত্যুত্তম, এই পুরাতন অকর্ম্মণ্য,
কখন ভগ্ন, কখন সংস্কৃত-
ভাব ধারণ করিতেছে; ইহা
দেখিয়া আমি বাস্তবিক মোহিত
হইয়াছি। সেই সকল সুদৃঢ় রজ্জুর
সম আকর্ষণে কখন তোমাকে অ-
তুল ধনের অধিকারী ভাবে
রাজপ্রাসাদে সিংহাসনোপবিষ্ট

দেখিতেছি ও প্রিয়তম পরি-
বার বেষ্টিত আমোদ প্রমোদে
কালাতিপাত করিতে দেখিতেছি ;
আবার কখন তাহার অসম ছিন্ন
বা বিপরীত গতির আকর্ষণে পথের
ভিখারীর ন্যায় পথে পথে কাঁদিতে
দেখিতেছি, কারাগারে বা পীড়িত
শয্যায় মৃত্যুর সময় প্রতিক্ষা করিতে
দেখিতেছি ; সেই রজ্জু সকলের
অনিবার্য্য আকর্ষণ প্রভাবে তুমি
সর্ব্বদা ক্ষুধা, তৃষ্ণা. নিদ্রা, মৈথুন,
ভয়, ব্যাধি প্রভৃতির ঘোর অধীন
হইয়া রহিয়াছ। সুখ, দুঃখ, দারিদ্র,
যন্ত্রণা ও বিবিধ-ইন্দ্রিয়ের বিবিধ
বিষয় সকল তোমাকে বার বার
গ্রহণ করিতেছে। জন্ম, মৃত্যু,
জরা, বাল্য, বৃদ্ধ, যৌবন প্রভৃতি
কাল সকলকে কোন ক্রমেই অতি-

ক্রম করিতেপারিতেছ না ;—ইহা সন্দর্শন করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ মোহিত হইতেছি। সামান্য জড়-জগতে তোমার জৈবীক-শক্তি ঐশী-শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিতেও তুমি এরূপ জড়ের অধীন কেন ? গ্রহ নক্ষত্র জড়-পিণ্ড হইয়া তোমার জড়-দেহকে আকর্ষণ করিতেছে, তোমার সেই উচ্চশক্তি প্রভাবে সেই আক-র্ষণ ছিন্ন হইয়া তোমার ইচ্ছাধীন থাকে না কেন ? তুমি পরম-চৈতন্য মনুষ্য পদ-বাচ্য হইয়া জড় পদার্থের সহিত এত অভেদ মিশ্রণে মিশ্রিত কেন ? তোমাতে যে শক্তি আছে গ্রহ নক্ষত্রে তাহা আছে কি ? তবে তুমি তাহাদিগকে আকর্ষণ না-করিয়া তাহাদিগের আকর্ষণে এত নীচ পদবাচ্য হইতেছ কেন ?

তুমি নিতান্তই বাহ্য দেহের অধীন বলিয়া কি তোমার এ দুর্দ্দশা ও এরূপ ভাবে অদৃষ্ট মানিয়া থাক ? এবং সেই জন্যই কি পীড়িত হইলে চিকিৎসা ও বিকৃত হইলে গ্রহ-শান্তির চেষ্টা করিয়া থাক ? তুমি আপনার শক্তি আপনি জাননা বলিয়া কি জড়ের অধীন সংসারে বিচরণ করিতে আসিয়াছ ? জড় হইতে তোমার কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম হইতে তোমার জন্মলাভ, সেই জন্ম কি এমন চৈতন্যের সহযোগী হইয়া আবার জড়ের অধীন করিতে প্রয়াশ ? যাহারা দেহের অধীন, তাহারা তদাশ্রিত ইন্দ্রিয় বিষয়াদি সকলের অধীন ; আমি সেই অধীন অবস্থায় অদৃষ্ট মানিয়া থাকি, কিন্তু

ইন্দ্রিয় সকলকে জ্ঞান বা চৈতন্য-বলে পরাজয় করিলে, আর বিষয়ের অপ্রয়োজন বশতঃ অদৃষ্ট মানিতে ইচ্ছা করি না; তখন আমার অদৃষ্ট আমার হস্তে, আমি ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি, কিন্তু আমার ইচ্ছা সেই ভাবে সেইরূপ ক্রিয়া দ্বারা পরিণত না হইলে আমার উপায় নাই; আবার আমার যথাসাধ্য পুরুষকার বলে ভবিষ্যৎকেও পরাস্ত করিতে পারি,—সেই ক্ষমতাটুকুর সামান্য বা অধিক বলই ঐ পূর্ব্বোক্ত বিষয় মীমাংসা করিবার মূল-কারণ; এই জন্য ভবিষ্যৎ বা উপস্থিত বিপদে আমাদ্বারা গ্রহশান্তির উপদেশ প্রদত্ত হই-য়াছে। আমি বাহ্যিক ও অভ্যন্ত-

রিক যে পরিমাণ বিশ্বাস বুদ্ধিদ্বারা যতটুকু চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণ ফললাভ করিতে পারিব। যদি বল,—ভবিষ্যৎ যদি নিশ্চয় হইল, তবে গ্রহশান্তি করিয়া জ্যোতিষ-প্রতিপাদিত ভবিষ্যৎবানীকে মিথ্যা করা যায়, তবে জ্যোতিষশাস্ত্র ঠিক্ কিসে? তদুত্তরে আমি বলি,—মনুষ্যের প্রতি যদি জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ ঠিক হইত, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ কখন গ্রহশান্তি করিয়া সেই অবশ্যম্ভাবী ফলের বিপর্য্যয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন না। আত্মজ্যোতি ভিন্ন জ্যোতিষ-গণনা দ্বারা মনুষ্য,—উন্নতজীব মনুষ্যের ভবিষ্যৎ কখনও স্থির করিতে পারগ হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মনুষ্য উচ্চ শ্রেণী-ক্ষমতায় স্বাধীন;

যে যত স্বাধীন, সে তত শান্তির অধীন ক্ষমতাবান্; যে তাহা নহে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যিক বিষয়াদির অধীন, সে তত পরাধীন, ভবিষ্যতের অধীন ও অদৃষ্টের অধীন। তাহার ব্যাধি হইলে তৎশান্তির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। আবার সেই ব্যাধি অবস্থায় আরও অধীন হইলে তাহার চিকিৎসা দ্বারাও কোন ফল হয় না। চিকিৎসা অথবা শান্তি মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ফলকে উলঙ্ঘন্ করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন্ অদৃষ্টবাদী ব্যক্তিকে পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার্থে ব্যস্ত হইতে না দেখা যায়? যেরূপ মনুষ্যের দ্বারা যে পরিমাণ সাধ্য তদনুযায়ী চেষ্টাই তাহার শান্তির কার্য্য;

সেই চেষ্টা শরীর ও মনের বলে অর্থাৎ কায়-মনে সাধিত হই-লেই অমোঘ শান্তি হইয়া থাকে। উভয়ের এক হইলে ব্যাধিও বিকৃতি বিশেষে সন্দেহ থাকে; মনুষ্যের শান্তি কেবল দ্রব্যগুণ বলে হয় না। দ্রব্যগুণ স্বয়ং অসাধারণ মনুষ্যকে কিছু করিতে পারে না। কেহ বা শক্তিবিশেষে বিষ ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা সামান্য অন্ন আহার করি-য়াও পরিপাক করিতে অশক্ত; এই উভয় দৃষ্টান্ত তাহার পক্ষে চূড়ান্ত।

যে স্থানে যে দ্রব্যগুণ উচ্চ মনের বলে মিশ্রিত হইয়া কার্য্য করে, সেই দ্রব্যগুণই প্রশস্ত ও আশানুযায়ীফলপ্রদানকারী। এই-

জন্য অস্মদ্দেশীয় তান্ত্রিক ও চিকিৎসা প্রণালীর ফল সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; এতদ্ব্যতীত দ্রব্যগুণ ব্যতীরেকে মনুষ্যের উচ্চ মানসিক ক্ষমতার দ্বারা কোন শান্তি হইতে পারিলে আরও মহৎ। এই প্রকার শান্তি দ্বারা রোগীগণ ফললাভ করিয়া থাকেন।

যাঁহাদিগের মনের ক্ষমতা উচ্চ হইয়াছে, যাঁহারা আপনাকে আপনি চৈতন্য করিতে পারিয়া বাহ্যিক জড় পদার্থকে সেই ক্ষমতায় চালিত করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই তন্ত্র মন্ত্র ও জপাদির বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতি দ্বারা অপরের শান্তি বা স্বকীয় শান্তি করিতে পারগ হয়েন; নতুবা বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ অথবা হুতাশনে ঘৃতনিক্ষেপনু দ্বারা বর্ত্তমান

সাময়িক মনুষ্য হইতে কাহারও কোনফল লাভ হইয়া থাকে না। যদিও কোন স্থানে সামান্য কিছু ফল-লাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে কেবল মনুষ্যের বংশ মাহাত্ম্য ও আভ্যন্তরিক বিশ্বাস-বলাকর্ষণ প্রভাবে হয়। মন্ত্রবিদ্ পুরোহিতের জড়-দেহ-সমন্বয়ে উন্নত চৈতন্য শক্তির প্রভাব লক্ষিত না হইলে তৎকর্ত্তৃক জড়-প্রতিমাদি পূজা ও তদনুষ্ঠিত মন্ত্রপাঠ যেমন বৃথা, সেইরূপ সামান্য বাহ্য-শক্তিবলে জড়-গ্রহাদির উৎকৃষ্ট তাড়িত আকর্ষণ করিয়া পুরোহিতের শান্তি অনুষ্ঠান করাও বৃথা চেষ্টা। মনুষ্যের উন্নত সিদ্ধ ক্ষমতায় জড়—পরমাণুতেও চৈতন্য বল উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেননা যদি প্রত্যেক পরমাণুই

এক মাত্র মূলাকাশ ও মহাপ্রকৃতির অন্তরমধ্যগত থাকিয়া একমাত্র অচিন্ত্য চৈতন্য পুরুষের সহিত সংলিপ্ত থাকাতে জগত সৃষ্টির কারণ হইয়াছে, তাহা হইলে জড়পরমাণু তদীয় মহৎ বলে কেননা মহৎ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে অপারগ হইবে? যদি পাঞ্চভৌতিক জড়-দেহ সংশ্রবে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পঞ্চরূপে উপস্থিত হইয়া মূলাধার চৈতন্য-জ্ঞানের আভাস প্রদান করিল, তবে অন্য জড় দেহেও সেই অসাধারণ ক্ষমতায় জীবন ও চৈতন্য-জ্ঞানের সমাবেশ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আমার বিবেচনায় সিদ্ধ-মন-বৈদ্যুতিক বলে জগতের নীচ পদার্থেও সেই মহান্ ঐশী-শক্তি আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা

জীবের উৎকৃষ্ট শান্তি করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয় নাই। অন্যবিধ শান্তি জড়-পদার্থকে জড়-পদার্থ যেমন সমসূত্রেপাতে পরস্পরের আকর্ষণে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ জড়-গ্রহাদির সমশক্তি ও সমগুণানুযায়ী আকর্ষণীয় দ্রব্যাদি জড়দেহে ধারণ করিলে তাহাদিগের পরস্পর সমাকর্ষণ ও সমগুণপ্রভাবে তাহাকে তাহার হীনতা ও আধিক্যতা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; এই শেষোক্ত উপায়ের নাম বিবিধ ধারণশান্তি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই শান্তি প্রথমত জড়ের উপর কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদিপথে মনের অধীন নীত

হইয়া থাকে ও তৎপর ভাগ্যাদির ফলে পরিণত হয়। মনুষ্যের জন্ম সময়ে যে যে গ্রহ উন্নত দৃষ্টিক্রমে উন্নতস্থানে অবস্থিত ও সম আকর্ষণে আকর্ষিত থাকিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে,—তাহাদিগের স্থান বিশেষে গতি ও সংযোগানুসারে সেই আকর্ষণাদির যেরূপ বিপরীত ক্রম হইয়া তোমার শারিরীক ও মানসিক বিবিধ পরিবর্ত্তনের কারণ হয়, তদ্ধেতু তোমার যে সকল উত্তমাধম অবস্থাদি ঘটিয়া থাকে,—তাহার শান্তি করিতে হইলে সেই বিপরীত ক্রমকে ঠিক সমভাবে আনীত ও সেই আকর্ষণকে জাতসময়ের ন্যায় অথবা তাহা-

পেক্ষা উৎকৃষ্টতর করিবার প্রক্রিয়া বিশেষ করা নিতান্ত উচিত। এই পৃথিবীতে তোমাতে যে বস্তু অধিক পরিমাণে নাই, অথবা গ্রহ-তাড়িত-শক্তি স্বল্প হওয়াতে সেই বস্তু স্বল্প হইয়া তোমার অশান্তির কারণ হইয়াছে,—তুমি আবার সেই বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিলে তোমার চতুর্দ্দিকস্থ তোমার ঐক্য-মত-প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার অন্বেষণ কর। সেই ভাণ্ডারে এমন বস্তু আছে যাহা তোমার শরীরে সংলগ্ন থাকিলে, তোমার সেই হীন-দশা-প্রাপ্ত বস্তুকে পূর্ণ করিয়া দিয়া তৎস্থানগত অন্য বস্তুর আশ্রয়কে বিনষ্ট করিয়া অথবা প্রয়োজনানুসারে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিতে

পারে। তদ্দ্বারা তোমার অন্য গ্রহের অশুভ আকর্ষণের বিনাশ অথবা সেই আকর্ষণই অন্য গ্রহাকর্ষণ—শক্তি-প্রভাবে সুন্দর রূপে পরিণত হইতে পারে। তুমি ইচ্ছা করিয়া শক্তি প্রকাশ করিতে না পারিলেও তুমি যখন জড় বিষয়ের অধীন, তখন তোমার তাহাতেই বিস্তর ফল লাভ হইতে পারে,—অর্থাৎ সেই আকর্ষণ-বল তোমার পক্ষে বিবিধ রক্ষার মূলাধার হইতে পারে। যেমন কেহ অশনি পতন ভয় হইতে স্বীয় শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য গৃহ-সংলগ্ন একখণ্ড চুম্বকলৌহ রাখিয়া থাকে, ঐ চুম্বকলৌহ থাকা হেতু সেই অশনি মনুষ্য মস্তকে আকর্ষিত না হইয়া সেই

চুম্বক-শক্তি প্রভাবে তন্মধ্যেই পতিত হয়, আবার সেই লৌহ-খণ্ড যদি সেই ভাবে না রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যখন সেই বিদ্যুৎ কাহারও মস্তকে আকর্ষিত হইবারই অধিক সম্ভব থাকে,—কারণ চুম্বকে যেগুণবি-শিষ্ট পদার্থ আছে মনুষ্য মস্তকেও তাহাই আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদনুরূপ তোমার দেহ-ভাণ্ডারে যে যে গ্রহের যে যে তাড়িত যে যে শক্তি লইয়া তাহাদিগের নিজ নিজ গতি অনু-সারে হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই হ্রাসভাগকে পূরণ ও বৃদ্ধি ভাগকে সমভাবেস্থিত করিবার জন্য সেই সেই গ্রহের অধিক বা স্বল্পভাগ দ্রব্য গৃহ-পার্শ্বে চুম্বক-

দোষ রক্ষা করিবার স্থায় রাখিয়া দিলে অবশ্যই তাহাদিগের বৃদ্ধি-জনিত প্রকোপ অথবা হ্রাস-জনিত হীন-কোপ হইতে তোমার দেহকে প্রকৃতিস্থ ও সুস্থভাবে আনিয়া তোমার বিবিধ আশাধারিণী ভাগ্য-লক্ষ্মীকে পরিতুষ্ট করিতে পারিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? তাই বিবিধ ধারণ শান্তি দেহাধীন লোকেরপক্ষে জীবন রক্ষার জন্য প্রশস্তপথ। কেবল জীবন রক্ষা নহে তৎশান্তিদ্বারা অর্থাদিও রক্ষিত হইয়া তোমাকে অতুল সুখ ভোগের অধিকারী করিতে পারে। যদি শরীরের পরিবর্ত্তন ভাব গ্রহাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা মানিয়া থাক. তবে তদা-শ্রিত মনের পরিবর্ত্তনও মানিতে

হইবে। তাহা মানিতে হইলে মনের অগোচর অর্থোপার্জ্জনাদি হইতে কোন সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের কর্ম্ম অস্বীকার করা যায় না,—সুতরাং সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত এইরূপেই মানবভাগ্য নিরূপণ করা যায়। সৌরজগৎ আমার দেহস্থ সূক্ষ্মপদার্থ বা আমা হইতে দূরতর নহে। যদি তোমার স্থূলচক্ষু দ্বারা অত দূরগত চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যহিক পরিবর্ত্তনাদি কার্য্য দেখিতে পাও এবং তাহার সহিত আপনার দেহেরও বিবিধ সময়ে বিবিধ অবস্থার ও বিবিধ প্রকৃতির বিবিধ পরিবর্ত্তন ভাব উপলব্ধিকর, তবে সূর্য্যাদি গহের পরস্পর আকর্ষণ সমন্বিত অন্যান্য স্থূল গ্রহের আকর্ষণ প্রভাব

তোমার দেহের সেই সূক্ষ্ম শারি-
রীক ও তজ্জনিত মানসিক পরি-
বর্ত্তনের হেতু কেনলা মানিবে?
যদি প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর
সহিত স্বল্প বা অধিক আকর্ষণ
সূত্রে আকর্ষিত থাকিয়া এই নিখিল
ব্রহ্মাণ্ডের মহান্ স্থূল সূক্ষ্ম সৃষ্টি-ব্যা-
পার পরিচালিত হইতেছে, তাহা
হইলে তুমি বস্তু বিশেষ দ্বারা
তোমার দেহস্থ বস্তু বিশেষকে
কেননা সুন্দর রূপ পরিচালিত
করিতে পারিবে? ইহাই আমার
গ্রহ-বল ও তৎশান্তির উদ্দেশ্য।
অতএব তুমি দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি বৈষ-
য়িক মায়া-পাশাবদ্ধ হইয়া গ্রহের
অধীন হইলে গ্রহ-বিপর্য্যয়ে
তোমার দেহস্থ ক্লেশ নিবারণ জন্য
ধারনাদি বিবিধ ক্রিয়া-শান্তি এবং

সিদ্ধ-পুরুষের মন-বলাশ্রিত শ্রেষ্ঠ মানসিক শান্তি করাইবে, কদাচ কিছু বুঝিতে না পারিয়া সামান্য জ্ঞানে অবহেলা করিবেনা। যদি তুমি গ্রহের অধীন অদৃষ্ট-ফল বলিয়া উক্ত শান্তি করিতে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমার বিরত থাকাহেতু রূপ অশান্তিকেই শান্তি করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার একমাত্র মানসিক চেষ্টায় যে ফল সাধিত হইবে তাহাই তোমার উৎকৃষ্ট শান্তির ফল বলিয়া বিচার করিয়া লইবে। মনুষ্য-মনের জাগ্রতাবস্থার মহান্ চেষ্টাই একমাত্র পরমশান্তির উপায়। তদাশ্রিত তোমার সেই চেষ্টা ও জ্ঞান-শক্তির নিকট কিছুই অধিক নহে। তুমি স্বীয়

বাহ্যিক পরাক্রম ও চেষ্টা প্রভাবে বুদ্ধির জড়তায় যাহা করিয়া ফেল, কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহাকেই তুমি অদৃষ্ট বলিয়া মানিয়া থাক, কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় পরিণত দেখিয়া কদাচও তোমাকে “অদৃষ্টে ছিল” এ কথা বলিতে দেখি না। যে কার্য্য ভূত হয়, যাহাতে আর কোন উপায় থাকেনা, অথবা থাকিলেও তুমি তাহার চেষ্টা করনা, ভূত-গর্ত্তে ফেলিয়া জড়-পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাক,—সেই সময়েই তুমি অদৃষ্ট মানিয়া আপনাকে আপনি শান্তির পথে আনিয়া থাক; ইহাও তোমার মনের বিশ্বাসানুযায়ী একরূপ শান্তিকরা বা সা-

ন্যায় মানসিক প্রবোধ বলিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—জ্যোতিষ তোমার সূক্ষ্ম বর্ত্তমান অর্থাৎ অধ্যাত্ম ঈশ্বরে লক্ষ্য করিয়া তোমার ভূত ভবিষ্যতের যাবতীয় ঘটনা বলিয়া দিতে সমর্থ। সেই জ্যোতিষ দ্বিপ্রকার। অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক। অধ্যাত্ম-জ্যোতিষ তোমার আত্মজ্ঞান ও অভ্যন্তর-দৃষ্টি প্রভাবে হৃদ-য়স্থ অসীম-সৌরজগতের মহান্ জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্ম-সূর্য্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তদাশ্রিত অন্যান্য ঘূর্ণয়মান ভৌতিক গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকৃতি ও তাহার বিবিধ প্রকার গতি দ্বারা তোমাকেও তোমার ন্যায় অপরকে উপলব্ধি করা। বাহ্য—

জ্যোতিষ,—তোমার স্থূল চক্ষু দ্বারা সৌর জগতের প্রধান গ্রহাধিপতি সূর্য্য ও তদাশ্রিত অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বিধির পথ পর্য্যা-লোচনা করিয়া তদাকর্ষণ বিকর্ষণে মনুষ্যের সাময়িক স্থূলদেহ সম্বন্ধীয় শুভাশুভ উপলব্ধি করা। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটী যোগী-দিগের কামনা। যোগীরা এতদ্বলে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও অভ্রান্ত পদ-বাচ্য হয়েন, ইহাতে শাস্ত্র শিক্ষার কিছুরই প্রয়োজন করে না। বুদ্ধির স্থিরতা, মনের একাগ্রতা ও ইন্দ্রি-য়াদির সংযম ইহার অভ্রান্তগণিত। এই একমাত্র সূক্ষ্ম পথাশ্রিত জ্যো-তির্গণিত মনুষ্যের জন্মজন্মান্তরিন্ সুকৃতি বলে আয়ত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে বালক বৃদ্ধ যুবক সমানাধিকারী। এই অধ্যাত্ম-

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু সামান্য গণিতাচার্য্য বা গ্রহ বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। সজ্ঞান ও সমাধীস্থ নির্লিপ্ত পরমহংসই এই শাস্ত্র শিক্ষার পরম গুরু। ইহার সঙ্কেত সূর্য্য সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থে পাইবে না, কপিল বশিষ্ঠাদি মহর্ষি-প্রণীত গ্রন্থে ইহার মূল সঙ্কেত বুঝিতে পারিবে। এই মহা জ্যোতিষার্থ-বচন সাংসারিক কর্ম্মকাণ্ডাদির শুভাশুভ হেতু বিধিবদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকাণ্ড, আত্মা ও প্রকৃতি পুরুষের মুক্তি বন্ধনাদির শুভাশুভ ঘটনা লইয়া ইহার মূলনির্ণীত হয়। এতদ্ গণিত শুভাশুভ ফল ইহজীবনে সংঘটিত হওয়া দুর্ল্লভ; পরকাল বা পর পর জন্মের কর্ম্মদেহের সমষ্টি লইয়া যথা সময়ে সংঘটিত, সমাপ্তি বা লয় হয়। এই জ্যোতিষাঙ্ক-

যোজনার মধ্যে শূন্য পাতই প্রধান অঙ্ক। শূন্য দ্বারা বিষয়ীভূত বাহ্যিক ভূত ভবিষ্যৎ গণনার কিছুই অগবত হওয়া যায় না। কেবল সূক্ষ্ম নির্লিপ্ত বর্ত্তমানই বর্ত্তমান, ইহাই সত্য জানা যায়। এই জ্যোতিষার্থ বোধ নিরূপণের মূল রাশি-চক্র—পঞ্চ কর্ম্ম এবং পঞ্চ জ্ঞানাশ্রিত মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়-রাশি সমন্বিত রূপ রসাদি বিবিধ বিষয়-নক্ষত্র যোগে কাম ক্রোধ ও হর্ষ বিষাদাদি শুভাশুভ গ্রহগণের পরিবর্ত্তন এবং দিন বর্ষাদি মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির গতি ক্রমে যখন যে রাশিতে যে নক্ষত্রের যোগে যে যে গ্রহের সংক্রমণ ও তজ্জনিত যে দশা ও অন্তর্দ্দশাদির ভোগ হয় তখন তাহারই অধীনস্থ দশায় মনুষ্য জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড-

দিতে লিপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাল্য বৃদ্ধ যৌবনাদি ভিন্ন ভিন্ন দশাক্রমে শেষ মহারিষ্টেপতিত, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম, পুনঃ সেই রাশি-চক্র ও পুনর্দ্দশা ভোগ হয়। জ্ঞানী-গণ ঐইরূপ অধ্যাত্ম জ্যোতিষ দ্বারা পূর্ব্ব ও পরজন্ম অবগত হয়েন, এবং নির্ব্বাণকামী হইয়া এক-কালীন গ্রহশান্তির চেষ্টা করেন। যে মনুষ্য এই জ্ঞান-জ্যোতিষ অব-গত আছেন তিনিই সিদ্ধ। অতএব তুমি সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার হইতে সম্পূর্ণ শুভ্রালোক দ্বারা আত্মদৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপ জ্যোতিস শিক্ষা কর। তোমার অভ্যন্তরগত সেই সূক্ষ্ম লক্ষ্য স্থানে জ্যোতিষের দর্শন যত সূক্ষ্ম হইবে তত তোমার সকল ঘটনা তোমার মনের মত সূক্ষ্ম রূপ ঐক্য হইবে।

তোমার সেই সূক্ষ্ম স্থান স্থির ও অক্ষয় পরমাত্মা। তাঁহার দর্শন হেতু পবিত্র জ্যোতির আবশ্যক। নতুবা আত্মজ্ঞানী হওয়া যায় না, আবার আত্মজ্ঞানে বিভোর না হইলে আপনাকে অথবা আপনার ন্যায় পরকে বিশেষ রূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। তাই তোমার সেই পরম সূক্ষ্ম মনের বিশুদ্ধ ধারণা ও স্থিরতা আবশ্যক। তোমার মন তাহাতে স্থিরতর হইলে তোমার দৈহিক বাহ্যিক কার্য্যাদির ভবিষ্যৎ অবস্থা অনায়াসে অবগত হইতে পারিবে। যাবৎ তোমার বুদ্ধি সূক্ষ্ম সত্যে অবস্থিতি না হইবে, তাবৎ তোমার মনের চাঞ্চল্য দূরগত হয় নাই এবং তোমার বাক্যের সত্যতারও কোন নিশ্চয়তা নাই, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন

তুমি গগণমার্গের মধ্যস্থলে বিমল চন্দ্রমা দর্শন করিতেছ, তোমার সুন্দর লক্ষ্য চন্দ্রের প্রতি স্থিরভাবে রহিয়াছে, ইতিমধ্যে কতকগুলি মেঘ পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া তোমার সেই স্থির লক্ষ্যস্থান ভেদ করিয়া পশ্চিম আকাশে চলিয়া যাইবে ;— ইহা তুমি পূর্ব্বেই দেখিয়া বুঝিতে পারিলে এবং স্থান ও বায়ুর গতি বিচার করিয়া সেই দিকে লক্ষ্য না থাকা সত্ত্বে তৎপূর্ব্বে উক্ত মেঘের উৎপত্তি না দেখিলেও চন্দ্রহইতে কোন্ সরলরেখা-সূত্রে ঐ মেঘ আসিয়াছে তাহা বলিতে পারিতে এইরূপ মেঘের গতি দ্বারা তোমার ভবিষ্যৎ ও ভূত কাল ঠিক হইল। কিন্তু দৃশ্যমান চন্দ্রমা তোমার বর্ত্তমান সীমার মধ্যে নিশ্চয় না— থাকিলে কদাচও সেই ভূত ভবি-

ষ্যৎ ঠিক হইত না। এখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান চন্দ্রমাই তোমার আগত মেঘের দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয় হইবার মূল কারণ। চন্দ্রকে মূল স্থানে ঠিক করিয়া ঐ মেঘকে ত্রিবিধভাবে বিভক্ত কর, প্রথম উদিত অনাগত ভাব, দ্বিতীয় চন্দ্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত ভাব, তৃতীয় চন্দ্র অতিক্রম করিয়া গমন ভাব। তোমার দৃষ্টি চন্দ্রেই নিশ্চয় থাকুক, তদুপরি মেঘের পূর্ব্ব পশ্চিমাংশে একটী সরল রেখা টান, যদি সেই সরল রেখা তোমার ঠিক সরলভাবে চন্দ্রের উপর দিয়া টানা হয়, তবে ঐ অবস্থাত্রয় চন্দ্রের মধ্য স্থলে দৃষ্টি যোজনা দ্বারা কেন না ঠিক হইবে?

এখন দেখা যাউক্ যাহারা সেইরূপ স্থির দৃষ্টি যোজনা করিতে

অক্ষম তাহাদিগের চঞ্চল মন দ্বারা কদাচও বর্ত্তমানরূপা চন্দ্রকে ঠিক থাকিতে দেখা যায় না, সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ অবস্থাদ্বয়ও তাহার সহিত সঠিক হয় না,—সে বর্ত্তমান চন্দ্রমাকে শুধু দ্রুতবেগে আসিতে ও যাইতে দেখিয়া থাকে, তাহার ভ্রমাত্মক বুদ্ধির দরুণ তাহার বর্ত্তমান এত লঘু যে, সে বায়ু তাড়িত চঞ্চল মেঘের সহিত সুস্থির বর্ত্তমান চন্দ্রমাকেও প্রবলবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার আত্মাতে ঐরূপ দর্শন করে, সে তাহার বা অপরের দেহের কার্য্যের ত্রিবিধ অবস্থা কিরূপে বিদিত হইবে ?

আত্মদর্শী জ্ঞানীগণ আত্মাকে দেহরূপ স্থূলাকাশাশ্রিত নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সুস্থির মনে করেন। কদাচও

তাহার মূলের পরিবর্ত্তন ভাব মনে করেন না। চন্দ্র যেমন ছিল তেমনই আছে, তেমনই থাকিবে, তবে তাহার আশ্রিত অন্যান্য গ্রহগতির সহিত আপনার গতিকে মিশ্রিত করিয়া আমাদিগের বাহ্য চক্ষুতেই ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কলাদি সজ্ঞায় রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু সেই কলা তাহার, তাহাকে সেই কলারূপী বলিতে পারি না। যদিও তাহার বিবিধ আকৃতির বিবিধ অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাকে সেই একই আকার ও একই সত্য বিশিষ্ট চন্দ্র বলিয়া বিচার করিতে হইবে। তাহাকে কদাচ পরিবর্ত্তনযুক্ত ও ভিন্ন মূর্ত্তির মনে করিতে পারিবনা, প্রত্যক্ষ দেখিলেও পারিতেছি না। ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ স্থির।

নিশ্চিত রহিয়াছে। আমাদিগের সামান্য জড়-বুদ্ধি হেতু বিবিধ প্রকার ভৌতিক সংমিশ্রণ-জনিত দেহস্থ আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা এক হইলেও আমাতে ও জগতের প্রত্যেক সৃষ্ট-পদার্থে কতভাবে কতবিধ রূপান্তর দর্শন করিয়া সংশয়াপন্ন হইতেছি ও এক বিশ্ব-জ্ঞান-মহত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই মহৎ সৃষ্টিকে কত উপাধিতেই ব্যক্ত করিয়া ভ্রমসত্য বুঝাইয়া দিতেছি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মনুষ্যের কর্ম্মসমূহই এই অনাদি অচঞ্চল কাল-সাগরে জল-বুদ্বুদের ন্যায় ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও ভূত এই ত্রিবিধ অবস্থায় পরিণত হয়, কিন্তু প্রকৃত আত্ম-পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্য যাঁহার সত্ত্বায় সত্ত্ববান তাঁহাতে

কখন সেই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তিত অবস্থা সংস্পর্শিত হইতে পারে না, তিনিও কালের সহিত অনাদি অচঞ্চলভাবে মিশ্রিত। তাঁহার অজড়া ও অমরত্ব প্রভাব কদাচও দৈহিক কাণ্ডের সহিত সংস্পর্শিত হইতে পারে না, অথচ তিনি জড়-দেহের জীবত্ব ও চৈতন্যত্বের কারণ স্বরূপ সকল আধারে সর্ব্বব্যাপীত্ব প্রভাবে অধিষ্ঠিত আছেন এবং বাহ্যিক কর্ম্ম সকলের নিয়োগও বিয়োগ বিধান করিতেছেন। মনু-ষ্যের কর্ম্ম সমূহই চন্দ্রান্তর্গত মেঘের ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্ত-মান কালরূপে অধিষ্ঠিত হইতেছে, বাস্তবিক কালের বৃদ্ধি বা হ্রাস, অথবা সেইরূপ আত্মার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই সংঘটিত হইতেছে না। তোমার ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম্ম সকলও

স্বয়ং তাহাদিগের প্রভাবে ক্ষয় না হইলে কোন মতেই ক্ষয় হইতেছে না, মরিলেও কর্ম্ম সকল তাহাদিগের প্রভাব শক্তির বিলোপ সাধন করিতে পারে না, কাজেই কর্ম্মানুসারে তৎকর্ম্মানুযায়ী ঈশ্বরাশ্রিত দেহ লাভ হইয়া থাকে, আবার সেই কর্ম্মেই পুনলয় হইয়া থাকে। তোমার দেহের রূপান্তর তাহাদিগকে ভিন্নভাবে চন্দ্রের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরে দেখাইতে পারে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের কোন রূপান্তর উপস্থিত হয় না। কর্ম্ম সকলই সেই রূপান্তরের কারণ স্বরূপ, কর্ম্ম হীনতাই তাহার প্রভাব—শক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে, সুতরাং তৎপ্রভাবে নির্ব্বাণাখ্য লাভ করিলে আর পুনঃকর্ম্মদেহের উৎপত্তি কি? যেমন আত্মা ও

সূক্ষ্ম কাল পুরুষ নির্লিপ্ত, তেমন তাহাদিগের সালোক্য লাভ করিতে হইলে তোমার দেহের কর্ম্ম-পাশ চ্ছেদন করিয়া নির্লিপ্ত রাখ, সেই নির্লিপ্ত দেহই তোমার সর্ব্বপ্রকার মুক্তির কারণ, এবং সেই অনন্ত ঐশী-শক্তিতে মিশ্রণের উপায়। যে অবধি তুমি দেহস্থ ইন্দ্রিয়-বিষয়-উপকরণ সত্বেও কর্ম্মী উপাধী ত্যাগ না করিবে, সে অবধি তুমি কোন ক্রমেই স্থির আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকিলেও স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিবে না। সুতরাং স্থির না হইলে তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ভাব ঘুচিবে না, চন্দ্রের ন্যায় বিবিধ কলা ও মেঘ সকল কদাচও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি বর্ষার চন্দ্রমার ন্যায় এই সংসার

ধামে ক্ষণে দৃশ্য ও ক্ষণে লোক চক্ষুর অদৃশ্য হইবে; শরতের মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল স্থিরাকাশে কস্মিন্‌কালেও তোমাকে পূর্ণপ্রভায় হাসিতে দেখিব না; যদিও চন্দ্রের ন্যায় তুমি আসিবে তুমি যাইবে ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি তোমার আত্মার সমুজ্জ্বল পবিত্র রশ্মি-জাল-প্রভাব তোমাকে নির্লিপ্ত সাধকের ন্যায় সুখী করিতে পারিবে না। তুমি অনন্ত আকাশে অনন্ত প্রভায়-উদিত—যোগীর ন্যায় অমর হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাক ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

মনুষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম্মের অবস্থাদ্বয় উক্ত আত্ম-কাল-প্রভার ক্ষমতায় পুনর্দ্দেহ লাভেও সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। তদনুযায়ী মনুষ্যের দেহ

ও দেহস্থ আভ্যন্তরিক ক্ষমতা সকলের বিকাশ হইয়া পুনরায় অভ্যাসাদি দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। এইরূপ ভৌতিক-সম্বন্ধ-বেষ্টিত পরিবর্ত্তনের কারণ সকল তাহার ইহজীবন ও পর-জীবনের কারণ স্বরূপ। এইরূপ ইহজন্ম ও জন্মান্তরিন্ সূক্ষ্ম কার্য্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যকে বিবিধ স্বভাবে নির্ম্মাণ করিবে। কর্ম্ম বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই রূপেই ইহার প্রবল গতি বুঝিতে হইবে।

যেমন কোন ব্যক্তির দেহে বাহ্যিক বিকার সংঘটিত হইলে সেই বিকার জনিত দোষ তদীয় আত্মজের দেহে লক্ষিত হয়, সেইরূপ উহা-পেক্ষাও সূক্ষ্মসূত্রে বিশ্বব্যাপী আত্মা বলম্বিত কর্ম্ম—প্রবাহ দে-

হান্তে তৎগুণানুযায়ী—কর্ম্ম-প্রবাহে আকর্ষিত হইয়া তদনুযায়ী দেহ, তদুপযুক্ত গুণ, ক্রিয়া ও দোষ অদোষ, এবং তন্মধ্যে বিবিধ প্রত্যক্ষ চিহ্নাদিও লাভ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা মনুষ্যের পূর্ব্ব ও পরজন্মের ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ঘটনা সকল বিশদ রূপ অবগত হওয়া যায়। দেহকে যেমন দেহ, জড়কে যেমন জড় পদার্থ আকর্ষণ করিতে পারে, আত্মাকেও সেইরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং সেইরূপ একীভূত জীব ও পরমাত্মা, দেহ বিনাশে কর্ম্মানুসন্ধায়ী জীবাত্মাকে তৎসম কর্ম্মকারী জীবাত্মা ভিন্ন আর কেহই আকর্ষণ করিতে পারে না। যেমন মুক্ত আত্মার মুক্ত আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আকর্ষণ বা

স্থান নাই, সেইরূপ অমুক্ত অর্থাৎ লিপ্ত আত্মার তদাশ্রিত দেহ পতনে তদনুরূপ অপর একটী দেহের আকর্ষণ বা স্থান না হইলে পুনর্দ্দেহ লাভ নাই। যেমন পূর্ব্বোক্ত জগৎ ব্যাপী পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ তাঁহার আশ্রিত কর্ম্মপাশাবদ্ধ জীবাত্মাও বিবিধ কর্ম্ম লইয়া বিবিধ ভূতাশ্রয়ে মিশ্রিত আছেন। যেমন নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিলেই জীবাত্মা পর-মাত্মায় লিপ্ত হইয়া থাকেন, সেই রূপ কর্ম্ম শেষ করিয়া দেহ পতন হইলেই—তৎসম্পর্কীয় কর্ম্মকারী দেহ-গৃহে পুনরায় তাঁহার শুভা-গমন হইয়া থাকে। এই শুভাগমন পরমাত্মার অসীম-শক্তি ব্যতীত কদাচ হইতে পারে না। জীব—পদার্থে পরমচৈতন্যাধিষ্ঠিত না

হইলে কর্ম্ম অকর্ম্ম বা নিষ্কর্ম্ম কিছুই লাভ হয় না। নীচ ক্ষমতা উচ্চ ক্ষমতার বলে আকর্ষিত হয়, কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাকে নীচ ক্ষমতা আকর্ষণ করিতে পারে না, অতএব পুণ্য—ক্রিয়াশীল ব্যক্তির পুণ্য—লোকস্থ পুণ্য—দেহই লাভ হইয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট লক্ষণাদির উদ্ভব হইয়া থাকে ও সেই লক্ষণাদির দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম উৎকৃষ্ট তরই উপলব্ধি হয়।—নীচ হই-লেও উৎকৃষ্ট কর্ম্মাদির দ্বারা উৎকৃষ্ট দেহের আকর্ষণাধীন হয়। নিকৃষ্ট কামনাশীল হইলে নিকৃ-ষ্টের আকর্ষণপ্রভাবই তাহার তদুৎপত্তির কারণ করিয়া দেয়। এইরূপ সত, রজ, তম, এই তৃগুণা-ত্মক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালা-ধীন জীবের কর্ম্মানুসারে জন্ম ও

মৃত্যু প্রভৃতি রূপান্তর উপস্থিত হইতেছে। অবস্থা—চক্রের পরিবর্ত্তনের ন্যায় তৎসঙ্গে মনুষ্যের জন্ম-চক্রও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোন ক্রমে বা কোন কালেও মনুষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ শেষ হইতেছে না। ঐ দ্বিবিধ অবস্থারূপ ভয়ানক কাল-বিহঙ্গ সমস্ত জগৎকে স্বীয় মোহ-পক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া নির্লিপ্ত আত্ম-পুরুষকে বার বার আবরণ ও মুক্ত করিতেছে। দুর্দ্দম্য বাসনা-জাল দৃঢ়তর কর্ম্ম-বন্ধনে এমনি জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, জন্ম মৃত্যু মনুষ্যের দেহে না থাকিলেও বা মনুষ্যের ন্যায় জীবের আয়ত্ত থাকিলেও তাহা সত্য ও অসত্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় ভ্রম জন্মাইতেছে। মনুষ্যের যে তম-প্রভাবে

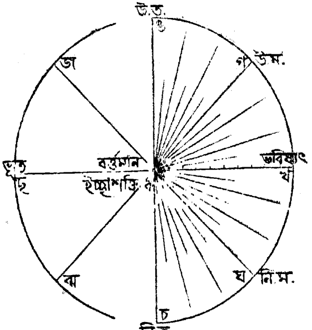
উৎপত্তি সেই তমগুণেই আবার ঐ প্রকার বিপর্য্যয় ভাব উপলব্ধি করাইতেছে। মনুষ্য যে চিরকাল মহান্ বর্ত্তমানে স্থিত, আকাশের চাঁদ যে চিরকাল সমানভাবে সমস্থানে আছে, ইহা চিন্তা করিবারও সময় দিতেছে না।

আমি তোমার যে বর্ত্তমান অবস্থার চলিলে তোমার ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই, তুমি তোমার সেই বর্ত্তমান লইয়া যদি সেই অবস্থায় চলিতে পার তাহাহইলে আমার কথার সহিত তোমার ঠিক ঐ ভবিষ্যৎ ঘটনার ঐক্য হইবে। যদি তুমি সেই বর্ত্তমান দ্বারা চালিত নাহও, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চল, তবে তোমাকে আমি আমার লক্ষ্য স্থান অপেক্ষা অনেক উন্নত সোপানে দেখিতে পাইব ও সেই

অবস্থার বর্ত্তমান দ্বারা আবার তোমার ভবিষ্যৎ বিষয় বলিব। এইরূপ পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান লক্ষ্য করিয়া তোমার ভবিষ্যতের সূক্ষ্ম অবস্থাও বলিয়া দিব। শুধু তোমার নহে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক কার্য্য-কারণ-সূত্রাবদ্ধ চেতনাচেতন উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ভূত ভবিষ্যৎ কাণ্ডই আমাদ্বারা নিশ্চিত হইবে। ঐরূপ বর্ত্তমান লইয়া তুমি নিম্নগামী হইলে তোমার আরও নিম্নতর অবস্থা ও নিম্নতর সময় ঘটিবে।

এস্থলে মনুষ্যের পূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রারব্ধ বা ইচ্ছাধীন ভবিষ্যৎ ঘটনা ঠিক্ বুঝাইবার জন্য নিম্নে এই ত্রিকাল চক্রটী প্রদত্ত হইল, ইহাতে উচ্চতম হইতে উচ্চমধ্য, সমভবিষ্যৎ নিম্নমধ্য ও নিম্নতম পর্য্যন্ত সমস্তই

একমাত্র সূক্ষ্ম-বর্ত্তমান-ইচ্ছা-শক্তি হইতে বুঝাইবে।—



মনে কর(ক)চিহ্নিত স্থান তোমার বর্ত্তমান অবস্থা ও তোমার সেই অবস্থার ইচ্ছা—শক্তি। এখন তুমি আমার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ অবগত হইবার জন্য উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ যদি তোমার ঐ (ক) স্থানে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তোমার বর্ত্তমান অবস্থা বলা যায়, তাহা

হইলে ঐ (ক) কে মূল কেন্দ্র বা কারণ স্বরূপ করিয়া তাহার আশ্রিত চতুর্দ্দিকস্থ ভূত ভবিষ্যতের ভাগ্য অর্থাৎ ঘটনা সকল কেন না নিশ্চয় হইবে? তুমি বর্ত্তমান (ক) চিহ্নিত স্থানে যে ভাবে দণ্ডায়মান আছ, যদি তুমি অপরিবর্ত্তনীয় প্রভাবে ঠিক সেই ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক, যদি তোমার ঐশী-চৈতন্য-প্রভাবে কোন পরিবর্ত্তন না হয়, অর্থাৎ তোমার বিষয় কর্ম্ম ক্রিয়া ও ইচ্ছা-স্রোত ঠিক একইরূপ ঐ একই সরল রেখায় চালিত হয়, তাহা হইলে তোমার জীবনের (খ) হইতে (ক) পর্য্যন্ত রেখার মধ্যে যখন যে সময়ে যে বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা হইবে তাহা সমস্তই নিশ্চয় ফলবান হইবে, এবং অপর কোন উচ্চ ঐশী-

শান্তি বা নীচ পৈশাচিক অশান্তি দ্বারা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হইলে ক্রমে ঐ (খ) পর্য্যন্ত রেখাস্থ জীবনের শেষ অর্থাৎ আমার বক্তব্য মৃত্যুর বৎসর মাস দিন ক্ষণও দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চয় ঐক্য হইবে। কিন্তু যদি তুমি বর্ত্তমান সূক্ষ্ম ঐশী-ইচ্ছা-শক্তি বলে আপনাকে আপনি আয়ত্ব বা অনায়াত্ব করিয়া তাহা হইতে (ঙ) ও (চ) পর্য্যন্ত নিম্ন ও ঊর্দ্ধাদি ক্রমে সম বা বিপরীত ভাবে বিশেষ শান্তি বা বিশেষ অশান্তির দিকে ধাবিত হও, তাহা হইলে আমার কথিত মত (খ) পর্য্যন্ত বা ততোধিক (গ) পর্য্যন্ত কোন ভবিষ্যৎ কথাও তোমাকে নিশ্চয় রাখিতে পারিবে না। তুমি স্বয়ং ইচ্ছাশক্তি-বলে বিশেষ অশান্তি—স্তম্ভ

ধারণ করিয়া জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তিগুলিকে তৎক্ষণাৎ বিপর্য্যয় পূর্ব্বক আত্ম—হত্যা হইয়া (চ) চিহ্নিত সর্ব্ব নিম্নতম স্থানে উপস্থিত হইতে পার, অথবা তচ্ছক্তি বলে বিশেষ শান্তি—স্তম্ভ অর্থাৎ বিশেষ২ যোগাদি শারীরিক মানসিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রবৃত্তি গুলিকে উচ্চপথে স্থাপন,- মনোবৃত্তির নিরোধ, দেহ-যন্ত্রকে তদধীন পরমজ্ঞান—শক্তিতে সংস্থাপন, প্রাণকে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যাশ্রয়ে দেহের এমনি স্থানে রক্ষা করিতে পার যে তাহার বলে মৃত্যুকেও উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক (ঙ) চিহ্নিত সমগ্র উচ্চ স্থানীয় পরম শান্তি—আশ্রয়ে জীবন্মুক্তি বা অমরত্ব লাভ করিতে পার। এই অবস্থার যখন যে টী তোমার (ক) চিহ্নিত বর্ত্তমানে থাকিয়া

মনোমধ্যে উপলব্ধি হইবে, তখন আমি সেই মনের প্রচারভাবে শারীরিক ও বিবিধ মানসিক কারণ লক্ষ্য করিয়া একটী একটী ভবিষ্যৎ সরল রেখা টানিব এবং সেই সেই সময়ের সেই সেই গতি, ক্রিয়া, উদ্যম, চেষ্টা, উপায়, বিবিধ বাহ্যিক চিহ্ন, তেজ ও ঘটনা সমূহ দ্বারা তদুপযোগী উচ্চস্থ ও নীচস্থ রেখা-সকলের সমান গতি অনুসারে তত্তৎ ভবিষ্যৎ নিশ্চয়রূপ বলিয়া দিব। কেন না (ক) চিহ্নিত সূক্ষ্ম স্থানে তোমার মানসিক বল সংস্থাপিত হইয়া তোমার অধীন বা অনধীন প্রভাবে নিয়ত সৃষ্টি ও সংহার, উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি ক্রিয়া সাধিত হইতেছে; এই স্থানে তোমার স্থিররূপী বর্ত্তমান কাল বা আত্মার সহিত—তোমার

অস্থির ভূত ভবিষ্যৎ বিষয় সকল সংযোগাবস্থায় রহিয়াছে। এই স্থানে স্থির পুরুষ ও চঞ্চলা প্রকৃতির বিহারস্থান। এখানে স্থির ও অস্থিরের সংযোগ জনিত প্রকৃতি পুরুষের লয় হেতু তোমাকেও স্থির ও অস্থির বোধ হইতেছে। এখানে আসিয়া তোমাকে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, অমর বা তৎক্ষণাৎ আত্মঘাতী, রাজা বা তৎক্ষণাৎ ফকির বলিয়া আমার ভ্রম হইতেছে। তাই আমি তোমার অধীন ঐ (ক) চিহ্নিত স্থানে এককালীন লয় বা এককালীন মহৎভাবের নির্ণয় করিলাম। —এবং ঐ স্থানের সূক্ষ্মকার্য্য কারণ সম্বন্ধ হইতেই তোমাকে তাহার মধ্যে মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ বাক্যের সহিত সমান ঐক্য এক একটী সরলরৈখিক স্থান প্রদান

করিলাম। তুমি (ক) চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যে রে-খার যে ভূত বা ভবিষ্যতে গমন করিতে ইচ্ছা কর, আমি তা-হারই আনুপূর্ব্বিক ভবিষ্যৎ ও তোমার সেই পথাবলম্বী জীবনের অবস্থা বলিয়া দিব। (ক) চিহ্নিত স্থান আমার ধ্রুব-জ্ঞান-বিন্দু-পাত স্বরূপ। বিন্দু-লক্ষ্যই মন স্থিরের উপায় এবং সেই মন আত্মবশে আসিলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। এজগতে বিন্দু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। বিন্দু হইতেই সকল সৃষ্টির উৎ-পত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞানীগণ বিন্দুকেই এই দৃশ্যমানা প্রকৃতির উৎপত্তির কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই বসুন্ধরা এক মাত্র বিন্দু-প্রভাব-শক্তিতেই সৃষ্ট হইয়াছেন। বিন্দুই অনাদি,

স্থির ও অপরিবর্ত্তনশীল মহাকাল। বিন্দু সূক্ষ্ম, নিরাকার, অচিন্ত্যনীয়, অদৃশ্য এবং জগতের যাবতীয় অবয়ব সংস্পৃষ্ট। বিন্দুই একমাত্র সূক্ষ্মাকাশ রূপে কথিত হইয়া থাকে। বিন্দু প্রণব (ওঁ) এবং সকল শাস্ত্রের মূল জ্ঞান। বিন্দুই জ্ঞান, বুদ্ধি, তেজ ও সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছে। তোমার দেহ-সৃষ্টি সেই আদি পুরুষের আদি-শক্তি বিন্দু হইতে। তিনি মহান্ ও পরম সূক্ষ্ম শক্তি বিন্দুতেই সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বিন্দুই অপরিবর্ত্তনীয় পরমাণু, তাহার বিনাশ বা উৎপত্তি নাই, তাহার বিকার বা বিস্তৃতি নাই। জীবের আত্ম-প্রভাব হইতেই বিন্দুর উৎপত্তি। জীব-কল্পনায় যাহা কিছু সৃষ্ট হউক্, যে কোন বৃত্ত বা রেখা

অঙ্কিত করা হউক্, প্রথমত একমাত্র বিন্দুই তাহার আদি কারণ। এই মহৎ নিশ্চল বিন্দু তোমার বর্ত্তমান কাল। যথার্থ যোগ-জ্যোতি-দর্শন-সিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদগণ এই বিন্দু-মধ্যে স্থির দৃষ্টিপাত করিয়াই তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দেন।

যাঁহারা এই বিন্দুর মর্ম্ম অবগত নহেন, যাঁহারা কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান সমাপ্তি হইল মনে করেন, তাঁহারা ঐশ্বরীক সম্বন্ধে মানব-তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধে আধ্যাত্ম জ্যোতির্ব্বিদ্যা কিছুই অবগত নহেন। সকল শাস্ত্রের জ্যোতিঃ অর্থাৎ চক্ষু ঐ বিন্দু, এবং ঐ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু হইতেই বেদের উৎপত্তি হইয়া বিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যিনি সেই বিন্দু দর্শনে ও বিন্দু স্থির

অনুভবে অজ্ঞান, তিনি অন্ধের ন্যায় কোন শাস্ত্রই দেখিতে ও বুঝিতে পারেন না। যিনি চক্ষু থাকিতে অন্ধ অথচ তাহার ক্রিয়া দেখাইবার জন্য ব্যগ্র, তিনি লোক সমাজে অপদস্থ হয়েন। যাঁহার বাহ্য-চক্ষু বাহ্য-ক্রিয়ার অনুশীলন করে, তাঁহা দ্বারা জগতের উন্নত জীব সমাজের কোন কার্য্য সাধিত হয় না। যাঁহার অন্তশ্চক্ষু ঐ বিন্দুতে সংলগ্ন থাকিয়া তত্তেজে বাহ্যিক আলোকিত করে, তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যের প্রত্যক্ষদর্শী ও অক্ষয় কার্য্যকারী। তুমি বর্ত্তমানরূপ ঐ বিন্দু হইতেই উৎপত্তি হইয়া আজীবন উহাতেই স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে সংলগ্ন থাকিবে, এবং অবশেষে উহাতেই তুমি লয় হইবে। আবার অনতিক্রমনীয় কর্ম্ম—প্রভাব তোমাকে

সেই বিন্দুরূপী প্রকৃতিতেই আকর্ষণ করিবে ও তাহাহইতে পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে। তুমি তন্মধ্যস্থিত মূল পুরুষকে না চিনিলে কোন ক্রমেই সেই বিন্দু-প্রভাবাকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছ না। তুমি এই বিবিধ ক্রিয়া-যন্ত্র-সমন্বিত মানব-দেহ ধারণ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য ক্রিয়ার কিছুই অধীন নহ, একমাত্র বর্ত্তমানরূপী বিন্দুরই অধীন। তুমি সহস্র চেষ্টা ও পুরুষকার প্রকাশ করিলেও বিন্দুরূপী মহাপুরুষকে অতিক্রম করিতে পার না। তোমার যে দেহ ও দৈহিক অবস্থা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত রহিয়াছে সেই ভবিষ্যৎ তোমার সম্পূর্ণ অধীন, তাহা তুমি চেষ্টা ও শাস্তিবলে অতিক্রম করিতে পার ; কিন্তু তোমার দেহ ও মন যখন বর্ত্তমান-

রূপী বিন্দু-চক্রে পতিত হয় তখন তুমি কখনই তাহাকে আপন অধীনে আকর্ষণ করিতে পার না ; তোমার সেই বর্ত্তমানাবস্থার হিতাহিত ভাবী ভাব ঈশ্বরাধীন, তখন সম্পূর্ণরূপ তাহাতে আত্ম সমর্পণ ও চিত্ত স্থির করিয়া শান্তিলাভ করিতে হইবে। মনুষ্য স্বীয় ভবিষ্যৎ পূর্ব্বে অবগত না হইলে এই প্রত্যক্ষ অবস্থাতেই বিবিধ শান্তি কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত হ-ইয়া থাকে। এই অবস্থায় মনুষ্যকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া থাকে। মনে কর তোমার কোন শত্রু তো-মাকে বিনাশ উদ্দেশ্যে একটি বাণ নিক্ষেপ করিবে, যদি তুমি তদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎ কিছুই অবগত না থাকিয়া সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থাতেই চা-লিত হইতে থাক, তাহা হইলে আমাকর্ত্তৃক যথা নির্দ্দিষ্টরূপ ভবি-

ষ্যৎ সময়ে তোমাকে সেই শত্রু নিঃসন্দেহ বাণ বিদ্ধ করিবে। যদি সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা তোমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখন অবশ্যই তুমি তাহার বর্ত্তমান যন্ত্রণার অধীন হইবে। তখন সেই বর্ত্তমান অবস্থার ভাবীফল ঈশ্বরাধীন। পূর্ব্বে তাহাতে তোমার যেটুকু আয়ত্বাধীন ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে তোমার শক্তির উপরে যে মহা প্রকৃতির শক্তিদ্বারা তোমাকে সাহায্য লাভ করিতে হইবে, এখন তুমি তাহারি সম্পূর্ণ অধীন। যদি তুমি উচ্চ-শক্তি-বলে ভবিষ্যৎ অবগত হইয়া পূর্ব্বে ও তৎকালীন বর্ত্তমান-বলে তাহার শান্তি বা প্রতিকার করিতে অর্থাৎ পূর্ব্বে বাণ নিক্ষেপ কালীন তোমার চৈতন্য-জ্ঞান তোমাকে সতর্ক করিয়া দিত, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই তুমি সেই ভয়ানক বর্ত্তমান হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারিতে। এখন উপস্থিত বিন্দু তোমার সামান্য জ্ঞান-শক্তির আয়ত্ত্ব বা অধীনস্থ নহে; তুমি এক্ষণ সম্পূর্ণরূপ মৃত্যু বা তোমার জননী বহিপ্র্কৃতির অধীন। যদি তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহার আদেশানুযায়ী ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা কর,তবেই উপস্থিত বিষম যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। নতুবা সহস্র চেষ্টাতেও তোমার তাহা লাভ হইবে না। এই সময় অপরের গ্রহ ও শান্তি-ভাগ্যজনিত হাত-যশ তোমার দেহ রক্ষার প্রতি নির্ভর করিবে। তুমি যদি এই প্রকার ব্যক্তিকে তোমার হৃদয়ের বিশ্বাস দ্বারা আপনার গ্রহের প্রতিকারার্থে আকর্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে

তুমি অচিরেই এই উপস্থিত গ্রহ—বৈগুণ্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হও। নতুবা তোমার এ জগতের বাহ্য বিষয়ের সহিত অপর কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই; তোমার আত্ম— চৈতন্য—প্রভাব তোমাকে স্বয়ং স্বীয় স্থির চৈতন্যেই আকর্ষণ করিবে, তখন তোমার পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ আর এ বাহ্যিক পঞ্চভূতাশ্রিত জড়ের সহিত কোনও আদান প্রদান সম্বন্ধে বন্দী থাকিবে না। সুতরাং তোমাকে উপস্থিত বাহ্য-দেহ লইয়া আর এ বাহ্য-জগতে থাকিতে হইবে না। আবার নূতন হিসাবে তোমার বাসনা জড়িত নূতন কর্ম্মানুযায়ী দেহ লইয়া আসিতে হইবে। আবার স্বীয় প্রভাবে পুনর্জ্জন্মে উপস্থিত হইলে, তৎকালে যদি

তোমার স্থূল সূক্ষ্মের সমন্বয় উৎকৃষ্টতর থাকে এবং তোমার দেহস্থ প্রকৃতি পুরুষ অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে গুণময়ী প্রকৃতির স্নেহে কিছু দিন উপস্থিত দৈহিক ও মানসিক সুখে অবস্থান করিতে পারিবে। নতুবা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-গতি লাভ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে যাইতে হইবে। এইরূপ যাওয়া আসায় তোমার ন্যায় উন্নত জীবের পরম শান্তি কোথায়? দার্শনিক জ্ঞান-যোগী মহাত্মাগণ আত্মার এই প্রকার মহা বন্ধন জনক অবস্থাকে কদাচই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও উৎপত্তিকে মহাশঙ্কটাবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন।

যিনি স্বীয় বাহ্য-দেহ দ্বারা জীবাত্মাকে চিদানন্দে স্থির করিতে পারিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র সকল হইতে অব-

সর গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় নির্ব্বাণ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রহিতত্ব মুক্তাত্মা-পদ-বাচ্য হইয়াছেন'। কর্ম্ম-ফল কাহাকেও অতিক্রম করে না; কর্ম্ম অতিক্রমও আবার বিবিধ ঐশী বা আত্ম-শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাহাতে জীবনের কতকগুলি গুরুতর অবস্থা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। যেমন বিষ দ্বারা দেহস্থ সঞ্চিত বিষকে শোষণ করা যায়, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারাও কর্ম্মকে শোষণ করা যায়। কর্ম্ম না করিয়া কেহ কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না, আবার কর্ম্ম-শূন্য না হইলেও কর্ম্মের অতীত সেই সনাতন পরম পুরুষকে লাভ করা যায় না। তিনি পাপ ও পুণ্য জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। মনুষ্যের সামান্য জ্ঞানে

অথবা কর্ম্মাভিলাষী জ্ঞানে তাঁহাকে কদাচও বুঝিতে পারা যায় না। যিনি এই দেহস্থ বাহ্য-জ্ঞানে পূর্ণ থাকিয়া তাঁহার বিভূতি লইয়া ব্যস্ত, তিনি তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে কস্মিন্ কালেও পারগ হয়েন না। তাঁহার ভক্তগণ এই অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানিগণ কস্মিন্ কালেও তাহা পারেন না। ভক্তের ধ্যান, বিভূতি প্রভৃতি সুন্দর কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী। ভক্তের হৃদয় প্রভাত—শিশিরার্দ্র প্রস্ফুট কমল-দল সদৃশ নির্ম্মল। অনন্ত ঈশ্বরের জ্যোতিঃ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সেই সদ্য পরিপূর্ণ পরিস্ফুট পূর্ণ-চন্দ্র-জ্যোতিতে তাঁহার প্রীতি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যেখানে স্বচ্ছ ও কোমল,

যেখানে মানব-প্রকৃতি লতার ন্যায় পদে পদে আশ্রিত, সেই খানেই ঐ স্বাভাবিক মহৎ জ্যোতির্ম্ময় যোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। যে স্থানে আমার হৃদয়কে পূর্ণ বোধ করায়, যে স্থানে আমার তৎপ্রতি দ্বিবোধকে পরিত্যাগ করায়, সেই স্থানেই তৃপ্তি ও পরম শান্তি সুখ লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানী ভক্ত-গণের এই মহা উক্তি।

বিবিধ লীলাময়ী মহা প্রকৃতি সেই সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া আপনি উদ্ভবা হইয়াছেন। পুরুষ সেই শক্তির প্রত্যেক মূল অবস্থাতে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ-চৈতন্য-বলে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতি আপনি সেই পুরুষকে আপনাতে লিপ্ত করিতে পারেন নাই। পুরুষ

নিগু´ণাবস্থায় তাঁহাতে বিবিধ গুণ ও কর্ম্ম-যোজনা করিয়া আপনি যেমন অবিকৃত সত্তায় আছেন, তেমনি রহিয়াছেন; প্রকৃতি আপন রূপ লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বেষ্টিত বুদ্ধিকেই মোহিত করিয়াছেন মাত্র। অতএব অজ্ঞান বেষ্টিত বুদ্ধির মানব কি উপায়ে এই স্থূল প্রকৃতির মধ্যে সেই সূক্ষ্ম মহা বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? তোমার দৃশ্যমান দেহ এবং এই জগতের সকল দেহই এক মহাপ্রকৃতি সম্ভূত, সেই প্রকৃতির আশ্রয়ে যে যাহার স্রষ্টৃ, সে তাহার স্বকীয় ও সৃষ্টি বিনাশের হেতু। এই হেতুই আবার তাহার পুনঃ সৃষ্টির কারণ। পুরুষ-সম্ভব প্রকৃতির এই প্রকার গুণময় ভাব আবার গুণের দ্বারাই ছেদিত হয়। কিন্তু তোমার

দেহাভ্যন্তরগত অদৃশ্য বস্তু যাহা মনের দ্বারা চালিত হইতেছে, যাহার সংযোগ না হইলে তোমার ঐ স্থূলদেহ অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টি হয় না, যাহার কোন বাহ্যিক আকার অথবা কোনও সত্ত্বানুভব হইতে পারে না, তাহার আশ্রিত না হইলে তোমার আধ্যাত্মিক কোন শক্তিই অর্থাৎ মনের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না। পুরুষের সূক্ষ্ম মন প্রকৃতির স্থূল দেহের আশ্রিত না হইলে কখনই সৃষ্টিকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একমাত্র পুরুষই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি প্রকৃতিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেই সৃষ্ট প্রকৃতিতে আপনিও আপনা হইতে বিবিধ রূপান্তরে সৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহাকে কেহই সৃষ্টি

করে নাই। তিনি উৎপত্তি ও লয় রহিত, অনাদিও স্থির সত্ত্ব। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে ভাবে ও যেরূপ জ্ঞানে ব্যক্ত ছিলেন, কখন সৃষ্টি বিনাশ হইলেও তাহাই থাকিবেন। তিনি অনন্ত, অচিন্ত্য, অক্ষয়, অসীম, অতুল, জ্ঞান অজ্ঞান, পাপ ও পুণ্যের অতীত পুরুষ। তিনি প্রকৃতির প্রত্যেক পরমাণুতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। কাল বা মহা ভৌতিক পরমাণু সকল তাঁহাকে কখন অতিক্রম করিতে পারে না। জন্ম ও মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যাহা প্রকৃতির মহাসত্ত্ব তাহারই কেবল জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যস্থ মহা পুরুষের কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

তোমার যে স্বচ্ছ চক্ষুতে এই বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন গুণে ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক্ রূপ গুণ কার্য্যই একমাত্র মহান্ স্থির পুরুষ হইতে উদ্ভব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা-প্রবাহী চঞ্চলা তটিনীর বক্ষে চন্দ্রালোক পতিত হইবার ন্যায় তুমি কোটি কোটি রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইতেছ; তোমার তদাশ্রিত মনরূপ তটিনী বিষয় ভোগে স্থির নহে, কাজেই তুমি ঊর্দ্ধস্থ একমাত্র পূর্ণচন্দ্রের স্থিরত্ব ও স্থির গুণ বুঝিতে পার নাই। তাঁহার নির্লিপ্ত পূর্ণপ্রভা সচঞ্চলা প্রকৃতি-বক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তন্মধ্যস্থ সকলি সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে; সেইরূপ প্রভা, সেইরূপ নির্ম্মলগুণ ও সেইরূপ গতি সকলি তুমি সত্য বলিয়া বোধ করিতেছ।

জলমধ্যেই তুমি সৌরজগৎ ও তাহার আশ্রিত গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শন করিতেছ, কিন্তু তোমার অভ্যন্তরগত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তোমার ঐ চক্ষুর সত্যজ্ঞান সম্পূর্ণ অসত্য কি না। অতএব যে চক্ষু এমন অসত্য বস্তুকে প্রতিবিম্বিত করায় তদ্দ্বারা সত্য বস্তু কিরূপে তোমার প্রত্যক্ষ হইতে পারে? সেই সূক্ষ্ম পুরুষকেই বা কি উপায়ে তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পার? অতএব ঈশ্বরকে ঐ প্রকার প্রকৃতির প্রভাব যুক্ত বাহ্য-চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাও না বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া কখন তাঁহাকে অবিশ্বাস করিও না। যখন তোমার চক্ষু ঐরূপ অধস্থ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করিবে, তখন তোমার মনে বিবিধ সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু

ভাবিয়া দেখ এই বিশ্ব—প্রকৃতিতে এই সমস্ত কার প্রতিবিম্ব? তখন সেই ঊর্দ্ধস্থ পুরুষকে জ্ঞানবলে যোজনা করিলেই সকল বুঝিতে পারিবে।

যাঁহারা প্রকৃতির স্বয়ং প্রভাব দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি অনুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই প্রভাবগত একমাত্র মূল ত্বদীয় অন্তর্জ্ঞান প্রভাবে অবগত হইতে পারেন না। যে প্রভাব নদী-জলে চন্দ্রালোক পতনের ন্যায় স্থায়ী নহে, যাহার দৃশ্য কখন উদ্ভব, কখন লয় হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে দেখা যাইতেছে, তাহার স্বয়ম্প্রভাব কিরূপে হইতে পারে? যে বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উৎপাদিকা শক্তি কোথায়? যাহার উৎপাদিকা শক্তি

নাই, তাহার আবার স্বয়ম্প্রভাব অর্থাৎ স্বয়ং উৎপত্তি ক্ষমতা কিসে হয়? আবার যাহার উৎপত্তি হয় তাহার বিনাশ হয় কেন? প্রকৃতির স্বয়ং প্রভাব থাকিলে কখন তাহা উৎপত্তি বিনাশের অধীন হইত না। অতএব প্রকৃতির মূল ও সৃষ্টির কারণ একমাত্র তৎগত অবিকৃত চৈতন্যময় ঈশ্বর। তাঁহাকে এ সামান্য চক্ষুর প্রতিবিম্বে ও সামান্য প্রকৃতি—জ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া আমরা দেখিতে বা ভ্রমশূন্য হইয়া অনুভব করিতে পারি না। তাই না পারিয়াই নাস্তিক হই। কিন্তু যখন আমাকে আমি মানিতেছি তখন আমার কার্য্য কারণ সূত্রে আমি স্থির পুরুষ হইলে প্রকারান্তরে তাঁহাকেই মানা হইল। অতএব আমার বিবেচনায়

কেহই নাস্তিক নহে। অজ্ঞান অর্থাৎ আত্মদৃষ্টি অভাবে সকলেই নাস্তিক। আবার জ্ঞান ও আত্ম-দৃষ্টি বিচারে সকলেই আস্তিক।

—০০০—

ষষ্ঠাধ্যায়।

পরিশিষ্ট ও বিবিধ নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক চিন্তা।

এ সংসারে যে কোন বিষয়ে হউক্, লিপ্ততাই প্রকৃত বন্ধনের কারণ। যিনি জ্ঞানবলে স্থূলকে স্থূলে ও সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মে রাখিতে পারিয়া প্রকৃত পথের পথিক হইয়াছেন। তিনিই যথার্থ বৈরাগী ও জীবন্মুক্ত পদ বাচ্য।

স্থূলে স্থূলে কখন মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যে তুমি একাকী বিচর-

ণ কর ও সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মের সহিত মিশাইতে চেষ্টা কর।

তুমি ভাগ্যের অধীন কি তোমারই অধীন ভাগ্য, ইহা আমাপেক্ষা তুমি ভাল বুঝিতে পার; সুতরাং তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়। তুমি অধীন ও অনধীন এ দুইয়েরই অধীন, তোমার আমার মধ্যস্থ মহাজন কাহারও অধীন নহে।

আমি তোমাকে যেমন বলিয়া দিতে পারি, তুমি আমাপেক্ষা স্বয়ং তোমাকে ভাল বলিয়া দিতে পার, তবে তোমার বাহ্যিকভ্রম ও বিষয়-লিপ্ততাজনিত চাঞ্চল্যই আমার নিকট তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষরূপ শান্তিলাভ করিতে বলে। নতুবা তুমি ও আমি

এক, তুমি নীচে আছ, আমি শূন্যে উঠিয়া তোমার সকল দেখিতে পাইতেছি, এই মাত্র প্রভেদ।

এ সংসারে তোমার আমার ইচ্ছা কিছুই তোমার আমার বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না তুমি আমি মরিয়া গেলে সে ইচ্ছা কোথা থাকিবে? এখন একমাত্র মহদিচ্ছাই জগতের সকল ইচ্ছা জানিবে, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, ইহা জানিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিবে।

ভবিষ্যৎ বাসনাই তোমার জীবন রক্ষার একমাত্র মহৌষধ; যে বাসনা পূর্ণ বা অপূর্ণ হইয়া গত হইয়াছে, তাহাই তোমার মৃত্যুর কারণ; অতএব বাসনাকে মধ্যে রাখিয়া আপনি বর্ত্তমানে থাক, ইহাতে তোমার জীবন প্রকৃত পথে রক্ষা হইবে।

তুমি এ জগতে কোন কর্ম্ম করিতে অথবা নাই করিতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয়-সম্ব-লিত দেহ একমাত্র কর্ম্মের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহারা তোমার অনুমতি ব্যতীতও তা-হাতে লিপ্ত হইবে ও তোমার যে উদ্দেশ্য তাহা গ্রহণ করিবে। জগ-ন্নিয়ন্তা এই দেহমণ্ডলের যে দ্বার যে কার্য্যে প্রবেশের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তুমি সামান্য বাহ্য-বলে সে নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন করিতেপারনা, করিলে তোমার অনিষ্ট ও মহা-পাতক হইবে ; এই জন্যই এই বিষম দেহ লইয়া যোগ-সাধনা বড় গুরুতর ব্যাপার। মনের সহিত প্রত্যেক বিষয়ীভূত ইন্দ্রিয়-লব্ধ গুণের ধ্বংস না হইলে কখন মন দমন ও ইন্দ্রিয় নিরোধ করা যায়

না। এই জন্যই যাহার যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহা দিয়া তাহা দ্বারাই তাহাকে নিরোধ করিবে, ইহা তান্ত্রিক হট-যোগীদিগের উদ্দেশ্য। ভোগী ব্যক্তি সহজে ত্যাগী হইয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে পারে না, যে ভোগবিষ তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ে মাতাইয়া মহাবন্ধনে বন্দী রাখিয়াছে, আবার সেই বিষই প্রকৃত পরিমাণে ও ন্যায় পথে অর্পিত হইলে তাহার মুক্তির কারণ হইয়া থাকে, অতএব "বিষস্য বিষমৌষধম্" ইহা শারীরিক ব্যাধির ন্যায় মানসিক ব্যাধিতেও খাটে। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রৈণ ও মদ্যপায়ী প্রভৃতি চঞ্চল ভোগোন্মত্ত সাধকদিগের সিদ্ধির জন্য বীরাচার এবং বামাচার দ্বারা সর্ব্বোপরি সিদ্ধাচারে সিদ্ধ হই-

বার প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং তত্তৎ সাধকদিগের তৃপ্তি অনুযায়ী ধ্যান, ধারণা, আসন, প্রাণায়াম এবং বাহ্যিক অন্যান্য ক্রিয়াও ঠিক সেই রূপ প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মনুষ্য-মন বিবিধ বিষয়ে বিভাগ হইয়া দুর্ব্বল ও চঞ্চল হইয়া থাকে, সেই দুর্ব্বল ও চঞ্চল মন দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। যাহার মন এক বিষয়ে ও এক লক্ষ্যে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আপন ক্ষমতায় দেবতাকেও পরাস্ত করিয়াছে। তাহার অসাধ্য কোন কার্য্যই পৃথিবীতে নাই। সাধুগণ একমাত্র একাগ্র মনে নির্ব্বাত প্রদেশীয় দীপশিখার ন্যায় মনকে একমাত্র সূক্ষ্ম লক্ষ্যে স্থির করিয়াই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকেন। যিনি বাহিরের বিষয় ও ঐশ্বর্য্য পানে

মুখ ফিরাইয়া সেই লক্ষ্য-স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া একমাত্র সামান্য ভোগৈশ্বর্য্যেই পতিত রহিয়াছেন। সেই প্রবল ঐশ্বর্য্য-মোহ অতীত না হইলে তাঁহার উদ্ধার ও সিদ্ধত্ব নাই। যাহার মহৎ ভ্রমে বাহ্যিক বিষয়ে মনকে বিবিধ ভাগে বিভাগ করে, তাহারই ঐ প্রকার তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য-মদে মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তোমার শরীর ও মন সমপথে উন্নত না হইলে তোমার কখন উন্নত লক্ষ্যে মন স্থির হইবে না, যদি হয় তবে, একে অন্যের বিঘ্ন করিয়া পরস্পর পতন সাধিত হইবে। অতএব তুমি এই দেহ সংসারে আসীন থাকিয়া এইরূপ ষড় রিপুর বিষয়াধীন তোমার মা-

র্জ্জিত মনকে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত যোগ-ক্রিয়াক্ষম করিতে পারিবে না। তোমার ছিদ্র কলসিতে জল লইয়া আসিবার ন্যায় সকল আশা বিফল হইবে; অতএব অগ্রে দেহ-কলসি সংস্কার করিয়া দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়-ছিদ্র সকল রোধ কর, পশ্চাৎ যোগরূপ জল পূরণ করিয়া সেই জল-দ্বারা প্রকৃত কার্য্যের আশা করিবে। যে ভোগে থাকিয়া তুমি যোগী হইতে চাহিতেছ, সেই ভোগ তোমার যোগের বিঘ্ন ও মৃত্যুর কারণ স্বরূপ, অতএব এই প্রকার ভোগের অধীন মন লইয়া কখন যোগ শিক্ষা করিতে গিয়া বিপদ-গ্রস্ত হইবে না। তোমার অধৈর্য্য মন যদি যোগৈশ্বর্য্য হেতু একান্তই চঞ্চল হইয়া থাকে,—তবে

অগ্রেই সেই চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া তোমার বিবিধ বাহ্যিক অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে। দেখ শুভ্র বস্ত্রোপরিই কৃষ্ণবর্ণ রেখা ভাল দেখায়, উৎকৃষ্ট উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই বৃক্ষ সুন্দর হইয়া থাকে। সেইরূপ তোমার দেহ ও মন পবিত্র হইলেই তাহারা তোমার সূক্ষ্ম যোগানুসন্ধানের উপযোগী হইয়া থাকে। মনুষ্য যথার্থ উন্নত মানসিক আকর্ষণ দ্বারা না গ্রহণ করিলে তুমি কদাচ তাহাকে শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারিবে না, এই জন্য তুমি মনুষ্যকে আপনার উন্নত পথে আকর্ষণ করিবার জন্য বাহ্যিক যাহা কিছু কর অর্থাৎ যাহা কিছু বক্তৃতা দাও, কি লিখিয়া জানাও, তাহা সকলই

বৃথা হয়। তোমার বাক্য ও লিপি সকল হৃদয়ের মূল আশয় হইতে উপস্থিত না হইলে বাস্তবিক শেষে বাক্যেতেই পরিণত হইয়া থাকে, কার্য্যে কিছুই হয় না। মনুষ্য মনের উচ্চ ক্ষমতা দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চ মনের প্রচার দ্বারাও উৎকৃষ্ট কা য হইয়া থাকে। অতএব তুমি দেশের জন্য ও লোকের জন্য গাঢ় চিন্তা হইতে সত্য আকর্ষণ করিয় প্রকৃত দেশ-হিতৈষী হইবে। কাহারও অভ্য-ন্তর তোমার অভ্যন্তর হইতে দূরে নহে, সুতরাং সেই চিন্তার আক-র্ষণ হইতে তোমার ভবিষ্যৎ ফল সুদূর লভ্য থাকিবে না। যে সূক্ষ্ম ভাল করিবার সেই সূক্ষ্মই ভাল করিবে, তোমার বাহ্যিক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টা ও যত্ন বৃথা

জানিবে। অতএব বৃথা কার্য্যে সময় ক্ষেপণ না করিয়া এক মার্গানুযায়ী ও এক ঈশ্বরের চিন্তায় কালক্ষেপ কর, ত্বদীয় হস্তে অর্থাৎ পরমাত্মার অনন্ত হস্তে তুমি সকল কার্য্যের মঙ্গল ও আত্ম-নির্ভর কর, তাহা হইলে সকলের মস্তক আপনি আসিয়া তোমার নিকট অবনত হইবে। যে মস্তক না বলিলেও আপনি আসিয়া অবনত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে, তাহা দৈব কর্ত্তৃক জানিবে, এবং যে স্থানে নত হয়, যাঁহার নিকট নত হয়, সেই মহাপুরুষের স্থান মহাতীর্থ ও তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে। তৎস্থানীয় ও তদনুষ্ঠিত কার্য্যে কদাচ সন্দেহ করিবে না। মহাত্মাগণ হিম উষ্ণ সকল আলয়েই অবস্থান করিয়া

থাকেন। তাঁহারা নিজে পবিত্র, এ বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের পবিত্র আশ্রম। পরস্পর পরস্পরের বিশুদ্ধ হৃদয়াপেক্ষা উত্তমাশ্রম আর দ্বিতীয় নাই ; অতএব তাঁহারা যে স্থানেই থাকুন্, সেই আশ্রমই তাঁহাদিগের পক্ষে উন্নত জানিবে। তাঁহাদিগের শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, উত্তমাধম গুণবর্জ্জিত নির্ব্বিকার দেহ ও মনের পক্ষে এক মাত্র হিমালয়ই উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। হিমালয়ের প্রকৃতার্থ, যে গৃহ শীতল, যেখানে তাপিত প্রাণ শীতল হয়, সেই মনুষ্য মনের শান্তিপ্রদ আলয়ই তাঁহা-দিগের পবিত্র আশ্রম।

সাধকগণ প্রথমতঃ সাধনের জন্য উৎকৃষ্ট স্থল বাছিয়া লয়েন ও পশ্চাৎ তথায় সিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু সিদ্ধাত্মাদিগের জন্য হইলে আর সেরূপ স্থানের প্রয়োজন কি? অতএব মহাত্মাগণ যে, শুধু হিমালয়ের চতুঃপার্শ্বেই আছেন এরূপ মনে স্থান দিবে না, আমি অনেক উচ্চ পর্ব্বত, গুহা এবং বিস্তৃত নগর প্রান্তেও তাঁহাদিগের পবিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া মোহিত ও শীতল হইয়াছি।

তুমি এই সংসার ভাণ্ডে মধুমক্ষিকার ন্যায় বিষয়-মধুতে লিপ্ত না হইয়া মধুপান কর, ইহা আমি দেখিতে বড় ভালবাসি। দেখ যে মক্ষিকা মধুতে লিপ্ত না হইয়া মধুভাণ্ডোপরি উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করে, সেই মক্ষি সুস্থ ও স্বাধীন ভাবে বহু দিন জীবিত থাকে; কিন্তু যে লোভ সম্বরণ করিতে অপারগ ও তদ্ধেতু মধুতে

জড়িত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ লীলা শেষ করিতে দেখা যায়। অতএব মৃত্যু দ্বারা বশীভূত যে দুর্ভাগ্য মানব ও সর্ব্বদা সেই যাতনা ও সেই ভাবনাতেই অস্থির, তাহার অমৃত লাভ কি উপায়ে হইতে পারে ?

এ সংসারে দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করিবে, এবং তাহা দ্বারা দেহ রক্ষা পূর্ব্বক সমস্ত মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবে। এক মনুষ্য যেমন প্রকৃতির কারণ হইতে সম্ভূত, আবার প্রকৃতির অনেক কারণ এক মনুষ্যের জন্যও দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষাই ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা বলিয়া জানিবে। মনুষ্য দেহে সেই উৎকৃষ্ট নিয়ম রক্ষা না হইলেই পাপ সঞ্চয় হয়, এবং সেই সঞ্চিত

পাপ দ্বারা শারীরিক মানসিক ও দৈব ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এবং সেই ব্যাধি বা বিকার হইতেই মনুষ্যের মৃত্যু বা দেহ-পতন হইয়া থাকে। এই সংসারের বিবিধ সংস্রব যেমন তোমাকে রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ সেই বিবিধ সংস্রব আবার তোমাকে বিনাশও করিতেছে, এইরূপ সৃষ্টি বিনাশ দ্বারা তোমারই রক্ষা ও মঙ্গল সাধিত হইতেছে, ইহা মনে করিবে। এই পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যু ও স্থিতি এই ত্রিবিধ অবস্থাই জীবের পক্ষে মহাদুঃখের বলিয়া জানিবে, কিন্তু জীবের প্রতি আত্মার অনন্ত মঙ্গল— ইচ্ছা এই ত্রিবিধ চঞ্চল দুঃখে মিশ্রিত থাকিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে।

প্রথম চিন্তা সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
আনন্দ চ্ছ্যুত	আনন্দচ্যুত	২	৮
উৎবৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	৯	২
জগতাকর্ষ জনিত	জগতাকর্ষ জনিত	৯	১৮
আদশ স্বরূপ	আদর্শ স্বরূপ	৬৯	১
পধান	প্রধান	৯১	৭
সঙ্গাত	সঙ্গীত	১০০	৩
পাড়িত	পীড়িত	১১৪	৫
অন্নেষণ	অন্বেষণ	১২৪	১১
ি স্তর	বিস্তর	১২৫	৯
সৌভ্যুগ্যের	সৌভাগ্যের	১২৯	৩
জ্যোতিষের	জ্যোতিষের	১৩৬	১৭
ভারে	ভাবে	১৬৩	১৬

স্থানাভাব হেতু বিস্তৃতরূপে শুদ্ধিপত্র এযাত্রা প্রকাশিত হইলনা, বারান্তরে মুদ্রাঙ্কণ জনিত অশুদ্ধ সংশোধন করা হইবে।

The three following letters exhibit the very remarkable power possessed by the learned Astrologer.

W. ROWLAND SMITH.

Calcutta Spence's Hotel,
23rd November 1884.

To

Babu Tariney Prosaud Neogy,

MY DEAR SIR

As promised, I state to you by writing my impressions about what occured between us on the occasion of your visit to me on the above date. The conversation has all along been carried on by means of an interpreter.

After having discussed for about half an hour the respective merits of Hata-yog and Raj yog the subject of thought reading was touched upon, I explained to you that I do not wish you to demonstrate before me what goes by the name of "Fortune telling" but wished rather to hear something from you concerning my mental and moral state of mind. Further said whatever you may have to tell me should not be told by means of "Palmistry" an art you profess to possess, for I have my suspicion that the practice of fortune telling by Palmistry is a simple modification of muscle-reading, as fully demonstrated of late by Mr. Cumberland in France and in England. What I wanted, I said, was a demonstration of thought reading pure and simple. After you had declared yourself ready to give me such a demonstration, I made a perfect

ank of my mind. To my surprise you did however, none the less tell me some mental and moral peculiarities of mine which took me so much the more by surprise as I had thought my making a blank of my mind will perplex you entirely. More than that, you told me besides, that I have a certain plan concerning a certain place, and that I have as yet not communicated the subject to any one. This was exactly true and when you had said so to me, the subject, I am quite sure was not consciously present in my mind.

Without commenting any further upon the nature of this psychic feat of yours, I shall say only so much that it was certainly not done by a process of conscious thought transference.

Yours truly

(Sd.) L. SALZER, M. D.

---

2 Bhowani Churn Dutt's Lane,

The 7th February 1885.

MY DEAR SIR,

I had two enterviews with you. At your request I put on record what took place at these interviews.

On the first occasion you read, or appeared to me to read the characters of the persons present, from their physiognomy. At the beginning you did not succeed well, but as you proceeded you appeared to obtain a better grasp of your subject and succeeded to an extent which surprised me. Among those present was a person whom you did not know even by name and we took care that you should know nothing of him even by name till you